PRINTED BY N. C. GHOSH. AT THE
DIAMOND PRINTING HOUSE.
79/A Durga Charan Mitter Street,
CALCUTTA.

(পৌরাণিক নাটক)

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে, এম-এ, বি-টি, প্রণীত।

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ

নিউ গণেশ অপেরায় প্রথম অভিনীত।

—ডায়মণ্ড লাইব্রেরী—

১০৫ নং আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

শ্রীকানাইলাল শীল কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

—*—

সন ১৩৬০ সাল

দ্বিতীয় সংস্করণ।]

[মূল্য ২৲ দুই টাকা।

যাত্রানাট্যজগতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী লেখক, কল্পনার
বিশ্বকর্ম্মা, ভাষার যাদুকর, অগ্রজ-প্রতিম
স্বর্গীয় ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রীর
চরণ-স্মরণে
তাঁহারই কল্পিত মহামানী দুর্য্যোধনের
নাট্যরূপ এই "সারথি" উৎসর্গ
করিয়া ধন্য হইলাম।

ব্রজেন্দ্র

ভূমিকা

স্বর্গীয় ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে দুর্য্যোধন-চরিত্রের একটি অভিনব নাট্যরূপ রচনা করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। আকস্মিক মৃত্যু তাঁহাকে অপসারিত না করিলে আমরা দুর্য্যোধনের একটি অপরূপ চিত্র দেখিতে পাইতাম। তখন হইতেই মনে মনে একটা কামনা ছিল, সুযোগ পাইলে আমি তাঁহার সঙ্কল্পিত কার্য্য সাধন করিব। কোন্ দিক দিয়া তিনি এই চরিত্রটির বিচার করিতে চাহিয়াছিলেন, আমি বিন্দুমাত্রও জানি না। সংসারে যত পাপী আছে, তাহাদের প্রত্যেকের পিছনেই একটা ইতিহাস আছে, এই "পশ্চাতের আমি"ই তাহাকে সম্মুখে ঠেলিয়া দেয়। দুর্য্যোধন একশত ভাইয়ের জ্যেষ্ঠ, জন্ম তাঁহাকে মহামানী করিয়াছে। অসংখ্য চাটুকার সারা-জীবন তাঁহার এই মানের দাবী বাড়াইয়া দিয়াছে। এত বড় যে মানী, তাহার কাছে দাবী বলিয়া সূচ্যগ্র ভূমি মেলে না, ভিক্ষা করিয়া একটা রাজ্যও মিলিতে পারে। শকুনির ইন্ধন পাইয়া দুর্য্যোধনের এই মানের আগুণ বিশ্বগ্রাসী হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার জন্মের দুর্ভাগ্যও তাঁহার জীবনগঠনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। যে অন্যায়ের ফলে ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ, সেই অন্যায়ের ছোঁয়াচ একশত কৌরবকে করিয়াছে ক্ষীণদৃষ্টি। গান্ধারীর প্রভাব নিরন্তর ব্যর্থ করিয়াছেন শকুনি। তাই কুরুক্ষেত্রে দাবানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

জন্মভাগ্যহীন দুর্য্যোধন আমার লেখনীতে কি রূপ গ্রহণ করিয়াছে, অভিনয়ক্ষেত্রে দেখিবার ভাগ্য আমার প্রায় হয় নাই। তবে নিউ গণেশ অপেরায় "সারথি" নাটকের অসামান্য সাফল্য দেখিয়া মনে হয়, নাট্যরসিকেরা দুর্য্যোধনকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। ইতি—

গ্রন্থকার

কুশীলবগণ

যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব।	…	…	পাণ্ডবগণ।
দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, বিকর্ণ।	…	…	কৌরবগণ।
অভিমন্যু	…	…	অর্জ্জুনের পুত্র।
কর্ণ	…	…	অঙ্গরাজ।
বৃষসেন	…	…	ঐ পুত্র।
সুবল	…	…	দুর্য্যোধনের মাতামহ।
শকুনি	…	…	ঐ পুত্র।
জয়দ্রথ	…	…	দুর্য্যোধনের ভগ্নীপতি।
বিদুর	…	…	কৌরব-পাণ্ডবের পিতৃব্য।

চক্র, শঙ্খ, প্রেম, প্রেতাত্মাগণ ইত্যাদি।

—স্ত্রী—

গান্ধারী	…	…	দুর্য্যোধনের জননী।
দুঃশলা	…	…	ঐ কন্যা।
দ্রৌপদী	…	…	পঞ্চপাণ্ডবের স্ত্রী।
সুভদ্রা	…	…	অর্জ্জুনের স্ত্রী।
উত্তরা	…	…	বিরাট-রাজকন্যা।

সহচরীগণ, হিংসা ইত্যাদি।

গন্ধর্ব্বের মেয়ে

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে এম-এ, বি-টিপ্রণীত পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক। সুপ্রসিদ্ধ নট্ট কোম্পানীর বিজয়কেতন। স্মরণাতীত যুগের এক বিস্ময়কর কাহিনী নিপুণ তুলিকায় রূপায়িত। রাক্ষসরাজ সত্রাজিতের প্রতি-হিংসা, বীর বাসবের মহত্ত্ব ও কর্ত্তব্যে সংঘর্ষ, মহাপ্রাণ গন্ধর্ব্বরাজ যুবনাশ্বের আশ্রিত বাৎসল্যের মনোমদ আলেখ্য। মূল্য ২॥০ দুই টাকা আট আনা।

গাঁয়ের মেয়ে

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে এম-এ বি-টি প্রণীত ঐতিহাসিক পঞ্চাঙ্ক নাটক। সত্যনারায়ণ অপেরায় অভিনীত। গাঁয়ের মেয়ে রূপবতী পরাক্রান্ত নবাবের লালসার বহ্নি হইতে আত্মরক্ষা করিয়া কিরূপে সতীত্বের মহিমায় গৌরবান্বিত ও বিজয়িনীরূপে প্রতিভাত হইয়াছিল, তাহারই চিত্তাকর্ষক নিখুঁত চিত্র। ভাষায়, ভাবে, ঘটনাপ্রাচুর্য্যে, নাট্যশিল্পে এক অনবদ্য সৃষ্টি। মূল্য ২॥০ টাকা।

মারাঠা-মোগল

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত ঐতিহাসিক নাটক। বাসন্তী অপেরায় সগৌরবে অভিনীত। জাতির স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায় কর্ম্মবীর বাজীরাওয়ের দুর্জ্জয় অভিযান—মারাঠা-মোগলের অস্ত্রের ঝনঝনা—মুহুর্মুহুঃ কামান-গর্জ্জন—অঙ্কে অঙ্কে দৃশ্যে দৃশ্যে রোমাঞ্চকর ঘটনা। মুক্তিসংগ্রামে শহীদ বীরের আত্মবলিদান—ভারতব্যাপী বিরাট আন্দোলন! চিমনাজী, বঙ্গষ খাঁ, মস্তানী প্রভৃতি চরিত্রের অপূর্ব্ব সমাবেশ। মূল্য ২৲ দুই টাকা।

প্রতিশোধ

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে এম-এ, বি-টি প্রণীত। চণ্ডী অপেরায় অভিনীত। কাব্যরসিকের আবাল্য পরিচিত একটী ঘটনাকে ভিত্তি করিয়া কি অপূর্ব্ব নাটক গড়িয়া উঠিয়াছে দেখুন। ইহাতে আছে কাশীরাজ অরাতিদমনের চরিত্রে মেঘ ও রৌদ্রের খেলা, কবিতাময়ী কবিতার আনন্দোজ্জ্বল জীবনের শোচনীয় পরি-ণতি, কোশলরাজের অহিংসা মন্ত্রের অবিচলিত সাধনা প্রভৃতি। মূল্য ২॥০।

মায়ের ছেলে

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত নূতন পৌরাণিক নাটক। সে ছিল মায়ের ছেলে, জানতো না তার পিতা কে, মানুষ হয়েছিল মায়ের স্নেহ-ভালবাসায়, দেখেনি পিতার মূর্ত্তি, স্বপ্নের মত চলছিল তার জীবনের স্রোত। দীর্ঘবর্ষ পরে সহসা পিতা এলো পুত্রের পাশে, পিতা-পুত্রের পরিচয় হ'লো সমরাঙ্গনে, ফুটে উঠলো পুত্রের বীরত্বের অপূর্ব্ব প্রতিভা। সতীপূজার শঙ্খধ্বনিতে, মধু মিলনের জ্যোৎস্নায় ভ'রে উঠলো পাহাড়ের দেশ। মূল্য ২৲

সারথি

—:❋:—

বীজ।

কারাগার।

সুবলের প্রবেশ।

সুবল। আর দুটো, শুধু দুটো ছেলে বাকী, তাহ'লেই সব শেষ; গান্ধার-রাজবংশ নির্ম্মূল। ওঃ—এতগুলো ছেলের অনাহারে মৃত্যু আমি চোখের উপর দাঁড়িয়ে দেখেছি, তবু চোখ দুটো অন্ধ হয় নি। বুকটা কি পাথরে গড়া? নাঃ, মৃত্যুর পদশব্দ শুনতে পাচ্ছি। এইবার আমাকেও যেতে হবে। যাবার আগে একটা কথা যদি শুনে যেতে পারতাম কোন দুঃখ থাকতো না আমার। ওরে, কে আছিস্ পরম বান্ধব, আমার কানে মধুবর্ষণ ক'রে ব'লে যা—আমার মেয়ে বিধবা হয়েছে, আমার একশোটা নাতী মুখে রক্ত উঠে মরেছে।

কুবেরসহ শকুনির প্রবেশ।

শকুনি। বাবা, তোমার কুবেরও চ'লে যাচ্ছে।

সুবল। [কুবেরকে বক্ষে ধারণ করিলেন।] কুবের, তুমিও যাচ্ছো? মরার আগে তোর মৃত্যুটাও আমায় দেখে দেখে যেতে হ'লো? এত অত্যাচার? ভগবান্, তুমি কি মরেছ?

শকুনি। ভাই, যাবার আগে আমাদের কি তোমার কিছুই বল্‌বার নেই ?

কুবের। আছে। শকুনি, আমরা একশো ভাই; ধৃতরাষ্ট্রের অত্যাচারে আমরা সবাই প্রাণ দিলাম; কিন্তু তুমি বেঁচে থাক। প্লাবনে ভেসে যেও না, বজ্রাঘাতে ট'লো না, আগুনে দগ্ধ হ'য়ো না। আমাদের সবার খাদ্য তোমাকে দিয়েছি, সকলের পুণ্যফলও তোমাকেই দিয়ে গেলাম। তুমি বেঁচে থাক। যে মহাপাপী বিনাদোষে আমাদের মৃত্যুদণ্ড দিলে, তার বুকটা ভেঙ্গে চুরমার ক'রে দিও।

শকুনি। চুপ কর ভাই! অন্তিমে ভগবানকে স্মরণ কর।

কুবের। ওই কঙ্কালের স্তূপ! তারা ওইখানে তাদের কঙ্কাল জমিয়ে রেখে গেছে। তিল তিল ক'রে তাদের দেহের মাংস গ'লে প'চে মাটিতে মিশেছে। আমিও যাই, আমিও যাই। [হাঁপাইতে লাগিল।]

সুবল। বড় কষ্ট ক'চ্ছে, না? ভয় কি? এখনি সব জুড়িয়ে যাবে।

কুবের। বাবা, পায়ের ধূলো দাও; আশীর্ব্বাদ কর।

সুবল। যাচ্ছিস্ বাবা? যা। মানুষের মাঝখানে আর কখনো আসিস্ নে। মানুষের চেয়ে পশু অনেক ভাল।

কুবের। শকুনি, তুমি প্রতিশোধ নিও, প্রতিশোধ নিও।

[প্রস্থান।

সুবল। আর একটা বাকী,—শুধু একটা।

শকুনি। স্থির হও বাবা!

সুবল। স্থির হবো? একটা নয়, নিরনব্বইটা ছেলে! রাজপুত্র তারা, ঘরে ঐশ্বর্য্যের অন্ত নেই; তবু তারা না খেয়ে মরেছে।

আমার চারিদিক থেকে শীতের তরুপত্রের মত তাজা তাজা প্রাণগুলো ঝরে পড়েছে, আমি চেয়ে চেয়ে দেখেছি। একটা মৃতদেহের উপর চোখের জল ফেল্‌তে না ফেল্‌তে আর একটা ছেলের নাভিশ্বাস উঠেছে। একটা পুত্রশোক মানুষকে পাগল করে, আর আমি উনশতবার এ আঘাত সহ্য করেছি। আমাকে স্থির হ'তে বল্‌ছো শকুনি ?

শকুনি। তোমার পা কাঁপ্‌ছে যে।

সুবল। কাঁপুক্। আমি যাবো।

শকুনি। কোথায় ?

সুবল। ধৃতরাষ্ট্রের কাছে। আয় তো শকুনি, আয়; দেখি, আমরা দুজনে লাথি মেবে লোহার ফটক ভেঙ্গে ফেল্‌তে পারি কি না। [পদাঘাত] আঃ! [বসিয়া পড়িলেন।]

শকুনি। তুমি কি পাগল হ'লে ?

সুবল। ওই দেখ্, তারা আস্‌ছে।

শকুনি। কারা।

সুবল। তোর উনশত ভাইয়ের প্রেতাত্মা। কান পেতে শোন্, কি বল্‌ছে ওরা!

গীতকণ্ঠে প্রেতাত্মাগণের প্রবেশ।

প্রেতাত্মাগণ।— গীত।

শুধুই শূন্যে ভাসা!
পা রাখিতে ঠাঁই　　নাই নাই নাই,
বুকভরা পিয়াসা!

সুবল। শুন্‌ছো শকুনি।

প্রেতাত্মাগণ ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

সবার আহার পিপাসার বারি
দিয়েছি বাঁচাতে জীবন তোমারি,
অরাতি-শোণিতে পিপাসা মিটায়ে
শেষ কর যাওয়া আসা।

শকুনি। ভাইসব!

প্রেতাত্মাগণ ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

পীড়নে যাহারা করেছে ধ্বংস
মোদের মহান্ বিশাল বংশ,
তাহাদের ঘরে এমনি মরণ
বাঁধুক্ অচিরে বাসা।

[প্রস্থান।

শকুনি। কি বল্‌ছে ওরা বাবা?

সুবল। বল্‌ছে প্রতিশোধ নিতে। তুমি ওদের ছোট ভাই, তারা না খেয়ে তোমাকে খাইয়ে বাঁচিয়ে রেখে গেছে। আজ তারা সবাই পিপাসিত কণ্ঠে শূন্যে শূন্যে ভাস্‌ছে। তুমি তাদের পানীয় দাও।

শকুনি। পানীয়!

সুবল। হ্যাঁ, রক্ত! ধৃতরাষ্ট্রের ঊনশত পুত্রের।

শকুনি। তারা যে তোমার মেয়ে গান্ধারীর ছেলে!

সুবল। উচ্ছন্ন যাক্ সব। শকুনি, তুমি তাদের ধ্বংসের ব্রত গ্রহণ কর।

শকুনি। বাবা, সারাজীবন অহিংস জীবন যাপন ক'রে আজ মৃত্যুর পূর্ব্বে হিংসার পথ গ্রহণ ক'রো না। হিংসায় কখনো হিংসার প্রতিশোধ হয় না।

সুবল। খুব হয়।

শকুনি। না। ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর,—তোমার বংশ যারা ধ্বংস করেছে, তাদের বংশের শ্রীবৃদ্ধি হোক্; তোমার সাজানো বাগান যারা নির্ম্মূল করেছে, তাদের বাগানে সহস্র পারিজাত ফুটে উঠুক্।

সুবল। বটে? আমার বুকে যারা মই দিয়েছে, আমি তাদের বুকে হাত বুলিয়ে দেবো?

শকুনি। কেউ কাউকে মার্‌তে পারে না বাবা। এ আমাদের কর্ম্মফল।

সুবল। কেন? কি দুষ্কর্ম্ম আমি করেছিলাম? জ্যোতিষী যদি ছল ক'রে বলে যে, আমার বংশধরের হাতে তার বংশ ধ্বংস হবে, সে কি আমার অপরাধ? তার জন্য আমাকে আর আমার একশোটা ছেলেকে কারাবদ্ধ কর্‌বে, না খাইয়ে শুকিয়ে মার্‌বে? এত বড় অন্যায় তুমি সহ্য কর্‌বে?

শকুনি অন্যায়ের শাস্তি দিতে হয়, ভগবানই দেবেন।

সুবল। ভগবান্ দেবেন? আর তুমি হাত পা গুটিয়ে ব'সে থাক। এইজন্যই কি তারা নিজেদের অন্নজল দিয়ে তোমাকে বাঁচিয়ে রেখে গেছে? [পদাঘাত করিয়া] ওরে বিশ্বাসঘাতক, প্রতিশোধ যদি নিবি নে, কেন তুই ওদের অন্নজল খেয়ে বেঁচে রইলি?

শকুনি। আমাকে অন্য কোন আদেশ দাও। এ আমি পার্‌বো না।

সুবল। কুসন্তান! মুমূর্ষু পিতার শেষ সাধ পূর্ণ করতে এত দ্বিধা! দূর হ, দূর হ, আমি তোকে অভিশাপ দিয়ে যাচ্ছি,—

শকুনি। না বাবা,—আমি শপথ ক'চ্ছি, ধৃতরাষ্ট্রের উনশত পুত্রের মৃত্যু না দেখে আমি মরবো না।

সুবল। সাধনা তোমার সফল হোক্। আমি ম'রে গেলে আমার একখানা অস্থি তুমি কাছে কাছে রেখো। পুত্রশোকের জ্বালা আমার অস্থির প্রতি রেণুতে আগুন ধরিয়ে রেখেছে; যদি কখনো ভেঙ্গে পড়, সে তোমায় জাগিয়ে দেবে। [কাসি ও রক্তবমন] বিদায় বৎস, আজ হ'তে তুমি একা।

[প্রস্থান।

শকুনি। আমায় একা ফেলে রেখে সবাই চ'লে গেল; মাথায় চাপিয়ে দিয়ে গেল শুধু গুরুভার কর্ত্তব্যের বোঝা। সারাজীবন শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন ক'রে যে অমৃতপান করেছি, সবই আজ উগরে ফেল্‌তে হচ্চে ভুলে যেতে হবে—যথা ধর্ম্ম, তথা জয়। স্নেহ প্রেম ভালবাসার কণ্ঠরোধ ক'রে প্রাণে শুধু জ্বালিয়ে রাখ্‌তে হবে প্রতিহিংসার দাবানল!

গীতকণ্ঠে প্রেমের প্রবেশ।

প্রেম।—

গীত।

এ যে জগৎজোড়া ভুল!
জানিস্ নে এ বিষম ভুলে উপ্‌ড়ে দেবে শত্রুমূল!
বিঁধ্‌লো যে বুক অসির ঘায়ে,
বুকে দে তার হাত বুলায়ে,
শত্রুরে তোর প্রেমের নায়ে তুলে দে তুই সাগর-কূল।

বিশ্বজগৎ প্রেমে বাঁধা,
প্রেম দিয়ে তুই বিশ্বে কাঁদা,
শত্রু এসে লুটবে পায়ে, মাবৰি কেন মরণ-স্থল?

[প্রস্থান

শকুনি। সত্য। যারা গেছে, তারা তো আর ফিরবে না। ধৃতরাষ্ট্রের বংশ নির্ম্মূল করতে পারি, কিন্তু তাতে আমারি বোন বুক চাপড়ে কাঁদবে। হিংসার প্রতিশোধ হিংসায় কখনও হয় না, পাপের শাস্তি যদি দিতে হয়, ভগবানই দেবেন। আমি কে? ক্ষুদ্র বিচার-শক্তি নিয়ে আমি কেন দণ্ডবিধান করতে হাত বাড়িয়েছি? না—না, পিতার অন্তিম আদেশেও আমি হিংসার পথে চলতে পারবো না।

গীতকণ্ঠে হিংসার প্রবেশ।

হিংসা।—

গীত।

মানুষ না তুই মেষ?
ভুলে গেলি বংশ নাশি
নিল কে তোর সোনার দেশ?

শকুনি। কে তুমি? কি বলছো?

হিংসা।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

পিপাসাতুর কণ্ঠে তারা
মহাশূন্যে ভেসে সারা,
পাষাণ বুকে তাই ব'লে কি
নেইকো দয়া মায়ার লেশ?

শকুনি। ভাই! ভাইসব—

হিংসা।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

কারে বল্‌চিস্‌ ধর্ম্ম দয়া!?
কর্‌লে যে তোর দফা গয়া,
তার কুলে তুই বাতি দিতে
রাখিস্‌ না রে কুলের শেষ।

শকুনি। কিন্তু আমার দিদি—?

হিংসা। নিরানব্বইটা দাদার চেয়ে একটা দিদি তোমার বড় হ'লো? কোথায় ছিল তোমার দিদি, যখন একটা একটা ক'রে এতগুলো মানুষ না খেয়ে মরেছে? সে যদি তার ভাইয়ের মুখের দিকে না চায়, তুমি কেন তার জন্য কাঁদ্‌বে?

শকুনি। সত্য।

হিংসা। ওই দেখ তোমার পিতার মৃতদেহ ঘিরে কাক-শকুন উল্লাস ক'চ্ছে। যাও, তার বুকের একখানা অস্থি দিয়ে পাশা তৈরী ক'রে রাখ; সেই পাশাই হবে কৌরবকুলের মারণাস্ত্র।

[প্রস্থান।

শকুনি। পিতা! ভাইসব! আচ্ছা, তোমাদের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্‌।

বিকর্ণের প্রবেশ।

বিকর্ণ। মাতুল!

শকুনি। কে? বিকর্ণ? বল, কি এনেছ
নৃপতির নূতন আদেশ?

বিকর্ণ। মুক্ত তুমি।

শকুনি।	মুক্ত আমি! কে দিল আদেশ?
বিকর্ণ।	মহারাজ দুর্য্যোধন।
শকুনি।	"মহারাজ" দুর্য্যোধন?
হস্তিনার সিংহাসনে
বসিয়াছে দুর্য্যোধন তবে?
কোথা গেল যুধিষ্ঠির?
বিকর্ণ।	চারি ভ্রাতা জননীর সহ
ধর্ম্মরাজ জতুগৃহে মরেছে পুড়িয়া।
পুরোচন জতুগৃহ করিল নির্ম্মাণ,
দাদা সেথা ছল করি
পাঠালো পাণ্ডবগণে।
নিশাযোগে অগ্নিদাহে জতুগৃহসহ
প্রসুপ্ত পাণ্ডবগণ হ'লো ভস্মীভূত।
শকুনি।	দেখ তো বিকর্ণ, আকাশে কি
উঠিয়াছে রবি?
বিকর্ণ।	হে মাতুল, হতভাগ্য পাণ্ডবের তরে
সৃষ্টির প্রবাহে কিছু পড়ে নাই বাধা,
চন্দ্র-সূর্য্য সমভাবে উঠিছে আকাশে।
শকুনি	তবে মরে নাই যুধিষ্ঠির।
ধর্ম্মরাজ অপঘাতে মরিবে যেদিন,
চন্দ্র-সূর্য্য উঠিবে না আর।
যাও, বল গিয়ে রাজারে তোমার,
আসিছে পাণ্ডবগণ শতগুণে
হ'য়ে বলীয়ান্;

অধর্ম্মের বিজয়কেতন চিরদিন
রবে না উড্ডীন।

বিকর্ণ। তাই ভয় হয়, হে মাতুল,
সর্ব্বংসহা ধরণীর ভেঙেছে ধৈর্য্যের বাঁধ;
হস্তিনার প্রাসাদের পরে
ন্যায়দণ্ড আসিছে নামিয়া।

শকুনি। নহে মিথ্যা ধর্ম্ম, মিথ্যা নারায়ণ।

বিকর্ণ। চল মামা, হস্তিনার নৃপতির
অভিষেক উপলক্ষ্যে
মুক্ত আজি সব বন্দিগণ।

শকুনি। মুক্তি! হায়, কার তরে
মুক্তি নেবো আর?
অবিচারে অনাহারে মৃত মোর
উনশত ভাই; ওই দেখ—
মহামান্য জনকের মৃতদেহ ঘিরি
শৃগাল-শকুন সবে করিছে উল্লাস।
এনেছ মুক্তির রথ? রে বিকর্ণ,
তার চেয়ে মৃত্যু দাও মোরে।

বিকর্ণ। ক্ষমা কর; হে মাতুল,
ধরি তব পায়।

শকুনি। ক্ষমা! বিনাদোষে হেন অত্যাচার—
কল্পনায় আনিতে কি
পার হে ধীমান্?
ক্ষুধায় জর্জ্জর তনু,

পিপাসায় কণ্ঠাগত প্রাণ,
একে একে শত জন
আমার চোখের পরে
লভিয়াছে অকালমরণ।
তবু বজ্রপাত, অগ্নিবৃষ্টি
হয় নাই হস্তিনানগরে।

বিকর্ণ। হে ধীমান্‌, কর ক্রোধ সম্বরণ।
ভ্রমবশে বৃদ্ধ পিতা
করিলা যে অবিচার,
শত ভ্রাতা মোরা চিরদিন
অশ্রুজলে চরণ ধোয়ায়ে
প্রায়শ্চিত্ত করিব তাহাব।
আজি হ'তে পুত্রসম
মোরা শত ভাই
শিরে তুলি লব তব পালনের ভার।
নামে মাত্র রাজা দুর্য্যোধন,
তোমারি সঙ্কেতে হস্তিনার
রাজ্য রাজা হইবে চালিত।

শকুনি ভুলে যাই এত অবিচার
হেরি যবে তোর মুখখানি।
বিষবৃক্ষে ফলিয়াছে অমৃতের ফল!
বিধাতার রোষবহ্নি হ'তে
পাপাত্মা কৌরবকুল
রক্ষা যদি পায়,

রে বিকর্ণ, রক্ষা পাবে
তোরই তরে শুধু।

বিকর্ণ। চল, মহারাজ আছে অপেক্ষায়।

শকুনি। চল যাই,
দেখে আসি রাজাকে তোমার।
কিন্তু পিতা—?

বিকর্ণ। মায়ের আদেশে
মহারাজ দেছেন নির্দ্দেশ,
যথারীতি সমারোহে পোড়াইতে
মৃতদেহ তার।
এস তুমি, মুখাগ্নি করিতে হবে।

[প্রস্থান।

শকুনি। গ'লে যায়, প্রাণ গ'লে যায়।
কিন্তু পিতার চরণ স্পর্শে
করেছি শপথ, প্রতিশোধ নেবো
ধ্বংস করি কৌরবের কুল।
জগৎ করিবে ঘৃণা,
পুরাণের পাতায় পাতায় লেখা রবে
মসীলিপ্ত শকুনির নাম;
তবু ঝাঁপ দিতে হবে গহন আঁধারে।
হে জনক, পূর্ণ হোক্ বাসনা তোমার।
আকাশস্থ নিরালম্ব হে সোদরগণ,
তৃষিত রসনা আমি করিব শীতল।

[নেপথ্যে শঙ্খনাদ]

গীতকণ্ঠে চক্রের প্রবেশ।

চক্র।—

গীত।

তবে আয়, আয়, আয়।
চাস্ নে পিছন পানে,　　ফেলিস্ নে আঁখিজল,
কণ্টক ফোটে যদি পায়।

শকুনি। তুমি আবার কে?

চক্র।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

কঙ্কর-পথে রথ চালাইব আমি রে,
বাজাইবে শঙ্খ ত্রিভুবন-স্বামী রে,
জানে তোর মনোরথ অন্তরযামী রে,
যন্ত্রী জাগে দ্বারকায়।

শকুনি। কে যন্ত্রী?

চক্র।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

তরিবারে সাধুগণ দুর্জ্জনে দমিতে
পুণ্য জনম যার তপ্ত ধরণীতে,
চক্র গরজে তার, বাজে তার শঙ্খ,
নবযুগ আসিছে ধরায়।

[নেপথ্যে শঙ্খনাদ]

শকুনি। কোথায় শঙ্খ বাজে?

চক্র। দ্বারকায়।

শকুনি। কেন?

চক্র। শ্রীকৃষ্ণ জেগে উঠেছেন; আজ পৃথিবীর নবজন্মের সূচনা।

শকুনি। শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খনাদ আমার কাছে ভেসে এসেছে! কিন্তু তুমি কে?

চক্র। আমি তাঁর চক্র।

শকুনি। আমার কাছে কেন?

চক্র। তোমার রথ আছে, চাকা নেই, আমি তোমার মনোরথ চালনা করবো। এস। [হস্তধারণ]

শকুনি। এ কি! এ যে সর্ব্বাঙ্গে বিদ্যুৎ খেলে যাচ্ছে! আমি পারবো, কৌরবকুল আমি নিঃশেষে ধ্বংস করবো।

[উভয়ের প্রস্থান।

[নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি]

অঙ্কুর।

এক।

ইন্দ্রপ্রস্থ।

যুধিষ্ঠির ও ভীমের প্রবেশ।

যুধিষ্ঠির। সত্য ভীমসেন, জতুগৃহে আমাদের পুড়িয়ে মার্‌বার জন্য দুর্য্যোধন ষড়যন্ত্র করেছিল। জ্যেষ্ঠতাতের হয়তো তাতে সম্মতি ছিল; কিন্তু তিনি তো সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন।

ভীম। কিসে?

যুধিষ্ঠির। রাজ্যের অর্দ্ধাংশ দান ক'রে।

ভীম। তুমি ভুলে যাচ্ছো দাদা, সমগ্র রাজ্যটাই আমাদের প্রাপ্য।

যুধিষ্ঠির। কেন?

ভীম। এ রাজ্যের রাজা ছিলেন আমাদেরই পিতা।

যুধিষ্ঠির। কিন্তু সিংহাসনে তাঁর কোন অধিকার ছিল না। জ্যেষ্ঠতাত অনুগ্রহ ক'রে সিংহাসনটা ছোটভাইকে দান করেছিলেন। আজ তাঁর একশত পুত্রের প্রয়োজনে তিনি সমগ্র রাজ্যটাই ফিরিয়ে নিতে পার্‌তেন।

ভীম। নেন্ নি কেন?

যুধিষ্ঠির। স্নেহের বশে।

ভীম। না, ভয়ে। যে অন্যায় তিনি করেছেন, তার শাস্তি

আমি আর অর্জ্জুন মনে মনে এঁকে রেখেছিলাম। তাই আধখানা রাজ্য দিয়ে তিনি আমাদের মুখ বন্ধ ক'রে দিয়েছেন।

যুধিষ্ঠির। ছি ভীমসেন, তাঁর অনুগ্রহের অবমাননা ক'রো না।

ভীম। অনুগ্রহের কথা তুমি তুলো না দাদা! এই বৃদ্ধের অনুগ্রহের দায়ে চিরদিন আমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত।

যুধিষ্ঠির। কি করতে চাও তুমি?

ভীম। হস্তিনার সিংহাসন চাই।

যুধিষ্ঠির। ভাই হ'য়ে ভায়ের রাজ্য আক্রমণ করবে?

ভীম। তারা যদি ভাইদের পুড়িয়ে মারতে ষড়যন্ত্র করতে পারে, আমরাই বা তাদের ভাই ব'লে ক্ষমা করবো কেন?

যুধিষ্ঠির। গঙ্গাজলে কত লোকেই তো আবর্জ্জনা নিক্ষেপ করে, তবু তো গঙ্গা তাদের স্নান করতে দেয়।

অর্জ্জুনের প্রবেশ।

অর্জ্জুন। কেন তুমি বাদী হ'চ্ছো দাদা? এত বড় অপরাধের কোন শাস্তিই কি তারা পাবে না?

যুধিষ্ঠির। আমি শুধু একটা শাস্তিই জানি; তার নাম ক্ষমা! শত্রু ব'লে যাকে জেনেছ, তাকে অস্ত্রাঘাত ক'রে আরও দূরে সরিয়ে দিও না, ভালবাসা দিয়ে কাছে টেনে নাও।

ভীম। শুনছো অর্জ্জুন, ভালবাসায় দুর্য্যোধন বশীভূত হবে!

অর্জ্জুন। এ তোমার দুরাশা দাদা! অহিংসা মন্ত্রে গোখরো সাপকে তুমি বশ করতে পার, কিন্তু দুর্যোধনকে নয়। রাজসূয়-যজ্ঞে ইন্দ্রপ্রস্থের ঐশ্বর্য্য দেখে সে দ্বিগুণ জিঘাংসা নিয়ে ফিরে গেছে।

ভীম। তার উপর শকুনি তার প্রধান মন্ত্রী।

অর্জ্জুন। এখনো যদি বাধা না দাও, সে নূতন অনর্থের সৃষ্টি করবে।

যুধিষ্ঠির। তাতে ভয় কি অর্জ্জুন? রাখে হরি, মারে কে?

ভীম। তাহ'লে আমাদের একবার ছেড়ে দাও দাদা! দেখি, তোমার হরি দুর্য্যোধনকে রাখ্‌তে চান না মার্‌তে চান।

যুধিষ্ঠির। ঘরে ব'সেই তা দেখ্‌তে পাবে ভীমসেন! তাঁর যদি ইচ্ছা হয়, কেউ সুযোধনকে রক্ষা করতে পার্‌বে না।

অর্জ্জুন। এ তোমার কি নীতি দাদা! এক পক্ষ শুধু অন্যায়ই ক'রে যাবে, আর এক পক্ষ কর্‌বে ক্ষমা?

ভীম। এ শুধু অন্যায়েরই প্রশ্রয় দেওয়া। দুর্য্যোধনের কাছে ক্ষমার অর্থ কাপুরুষতা।

অর্জ্জুন। একবার মনে কর দাদা, অনাহারে শীর্ণ নকুল সহদেবের ক্ষুধাকাতর মুখ, মনে কর জননীর ছিন্ন-মলিন বেশ। বিনাদোষে কত নির্য্যাতন সহ্য করেছি আমরা। এর পরেও কি তুমি সইতে বল?

যুধিষ্ঠির। বলি।

অর্জ্জুন। দুর্য্যোধনের বাহু ভেঙ্গে না দিলে চিরদিনই সে পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি কর্‌বে।

যুধিষ্ঠির। তা হ'তে পারে।

ভীম। আজ যদি তুমি তার রাজ্য অধিকার না কর, কাল সে তোমার রাজ্য আক্রমণ কর্‌বে।

যুধিষ্ঠির। তখন রাজ্যটা তার হাতে তুলে দিয়ে তোমরা আর একটা রাজ্য গ'ড়ে তুলো।

ভীম ও অর্জ্জুন। দাদা!

যুধিষ্ঠির। ভাই, তোমরাই আমাকে সিংহাসনে বসিয়েছ; তোমা-

দেরই চেষ্টায় ইন্দ্রপ্রস্থ আজ স্বর্গধামে পরিণত, এর মধ্যে আমার কোন কৃতিত্ব নেই।

অর্জ্জুন। কি বল্‌ছো তুমি দাদা? ছিঃ!

যুধিষ্ঠির। আমি তোমাদের সারাজীবন দুঃখই শুধু দিয়েছি, তোমরা দিয়েছ আমাকে অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধার আসনেই যদি আমাকে বসিয়ে রাখ, আমি তোমাদের আরও দুঃখ দেবো, হয়তো মৃত্যুর পথেই টেনে নিয়ে যাবো। যদি দুঃখকে ভয় কর, যদি মৃত্যুকে এড়িয়ে যেতে চাও, তাহ'লে আমার পথে এসো না। আমার পথ হিংসার পথ নয়। হিংসার পথে যদি তোমরা চল্‌তে চাও, আমাকে রাজকার্য্য হ'তে নিষ্কৃতি দাও।

ভীম। তার চেয়ে আমাদের গলা টিপে মার।

অর্জ্জুন। আমাদের অপরাধী ক'রো না দাদা! দুঃখকে আমরা ভয় করি না। তুমি যদি আমাদের কথা না শুনে মৃত্যুর পথেই এগিয়ে যাও, আমরা অবশ্যই তোমার অনুসরণ করবো।

সহদেবের প্রবেশ।

সহদেব। দাদা! রাজা দুর্য্যোধন জয়দ্রথকে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন।

যুধিষ্ঠির। অর্জ্জুন, জয়দ্রথকে অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে এস।

ভীম। জয়দ্রথকে আবার অভ্যর্থনা করবো কি? সে তো পশু।

যুধিষ্ঠির। তবু সে আমাদের পরমাত্মীয়। তার উপর সুযোধনের দূত। যাও, সসম্মানে নিয়ে এস।

অর্জ্জুন। দাদা, তোমার আর এক যুগ আগে জন্মানো উচিত ছিল। [প্রস্থান।

ভীম। জয়দ্রথ কেন এসেছে সহদেব?

সহদেব। আমি তো জানি না, কিন্তু তার মুখে একটা ক্রূর অভিসন্ধি দেখ্‌লাম।

যুধিষ্ঠির। সহদেব, জয়দ্রথ আমাদের ভগ্নীপতি; আমাদের সম্বন্ধে তাব কোন অভিসন্ধি থাক্‌তে পারে না।

জয়দ্রথের প্রবেশ।

জয়দ্রথ। সম্রাট্‌ যুধিষ্ঠিরের জয় হোক্‌।

যুধিষ্ঠির। এস ভাই এস। হস্তিনাব কুশল তো?

জয়দ্রথ। হ্যাঁ মহাবাজ!

যুধিষ্ঠির। চল, বিশ্রাম কর্‌বে চল।

জয়দ্রথ। বিশ্রামেব কি যো আছে রাজা? একেবারে জরুরী দরকাব। এখনি আবার ফিবে যেতে হবে।

সহদেব। কার দবকার? আপনার?

জয়দ্রথ। আমাব কেন? মহারাজ দুর্য্যোধনের।

ভীম। কি এমন প্রয়োজন যে, তোমাব মত মহাপুরুষকে দূত হ'য়ে আস্‌তে হ'লো?

জয়দ্রথ। আমি ছাড়া আস্‌বে কে? যেখানে যত বড় বড় কাজ, ছোট জয়দ্রথ। কোথায় কোন্‌ রাজাকে বেঁধে আন্‌তে হবে, পাঠাও জয়দ্রথকে। এক মুহূর্ত্ত অবসব নেই। উঠ্‌তে জয়দ্রথ, বস্‌তে জয়দ্রথ, খেতে শুতে খালি জয়দ্রথ।

সহদেব। আপনি তাহ'লে রাজা দুর্য্যোধনের প্রধান মন্ত্রী?

জয়দ্রথ। শুধু মন্ত্রী কি বল্‌ছো হে? মন্ত্রী, সেনাপতি, পাত্র, মিত্র সব।

ভীম। বটে? তুমি তো বড় মূল্যবান্ লোক দেখ্ছি।

জয়দ্রথ। তার উপর সিন্ধুর রাজা, সেটা মনে রেখো।

সহদেব। মহামান্য সিন্ধুরাজের কি উদ্দেশ্যে আগমন?

জয়দ্রথ। উদ্দেশ্য আর কি? রাজা দুর্য্যোধন সম্রাট্ যুধিষ্ঠিরকে নেমন্তন্ন করেছেন।

যুধিষ্ঠির। কিসের নিমন্ত্রণ জয়দ্রথ?

জয়দ্রথ। পাশা খেলার।

ভীম। যাও—যাও, যুদ্ধের নিমন্ত্রণ থাকে তো বল। পাশা খেলার আবার ঘটা ক'রে নিমন্ত্রণ। আমরা পাশা খেল্‌বো না।

যুধিষ্ঠির। না ভীমসেন, ক্ষত্রিয় রাজা দ্যূতক্রীড়ার নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে না।

ভীম। করে না তা জানি; কিন্তু খেলা হয় সমানে সমানে। ক্ষুদ্র হস্তিনার রাজার সঙ্গে সম্রাট্ যুধিষ্ঠিরের খেলা সাজে না।

জয়দ্রথ। ওঃ, রাজাটা গায়েই লাগ্‌লো না। ভারী তোমাদের সম্রাট্—

ভীম। জয়দ্রথ!

জয়দ্রথ। [স্বগত] রদ্দা মার্‌বে না কি?

ভীম। সম্রাট্ যুধিষ্ঠিরের নিন্দা কর্‌লে তোমাকে আমি জ্যান্ত পুঁতে ফেল্‌বো।

জয়দ্রথ। [সক্রোধে] রাজা দুর্য্যোধনের নিন্দে কর্‌লে আমি কি কর্‌বো, জান?

ভীম। কি কর্‌বে?

জয়দ্রথ। [সরিয়া] রাগ কর্‌বো।

যুধিষ্ঠির। ভীমসেন, অতিথির অমর্য্যাদা ক'রো না।

সহদেব। কার সঙ্গে পাশা খেলা হবে সিন্ধুরাজ?

জয়দ্রথ। শকুনি মামার সঙ্গে।

যুধিষ্ঠির। জয়দ্রথ, আমি সুযোধনের নিমন্ত্রণ—

সহদেব। না দাদা, এ খেলা হ'তে পাবে না।

যুধিষ্ঠির। কেন ভাই?

সহদেব। এ শুধু খেলা নয়; ষড়যন্ত্র।

যুধিষ্ঠির। কিসে?

সহদেব। দেখ্‌ছো না, নিমন্ত্রণ করেছেন দুর্য্যোধন, অথচ প্রতিদ্বন্দ্বী শকুনি।

ভীম। ঠিক বলেছ সহদেব, এ আর একটা চক্রান্ত। এ খেলা হ'তে পারে না। তুমি ফিরে যাও জয়দ্রথ।

যুধিষ্ঠির। অবুঝ হ'য়ো না ভীমসেন! নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান ক'রে আমি মহামানী দুর্য্যোধনের অবমাননা কর্‌তে পার্‌বো না।

সহদেব। তিনি নিজে তো খেল্‌বেন না।

যুধিষ্ঠির। প্রতিযোগিতায় প্রতিনিধি নিয়োগের অধিকার সকলেরই আছে।

সহদেব। কিন্তু এর উদ্দেশ্য কি?

জয়দ্রথ। আরে উদ্দেশ্য আবার কি? খেলা—খেলা।

ভীম। না, এ এক নূতন ষড়যন্ত্র।

জয়দ্রথ। তোমার মাথায় বিশুদ্ধ ষাঁড়ী গোবর।

যুধিষ্ঠিব। আমি এর মধ্যে কোন ষড়যন্ত্র দেখ্‌তে পাচ্ছি না ভাই! আব যদিই তা হয়, তবু এ নিমন্ত্রণ আমি প্রত্যাখ্যান কর্‌তে পার্‌বো না।

ভীম। এ তোমার দুর্য্যোধনেব উপর পক্ষপাতিত্ব।

যুধিষ্ঠির। না, এ রাজধর্ম্ম।

জয়দ্রথ। রাজধর্ম্ম বই কি? আপনি যদি—

ভীম। চুপ কর মূর্খ!

জয়দ্রথ। মূর্খ? আমি সিন্ধুর রাজা, তা জান? বেশী চালাকি করলে এই তলোয়ার দিয়ে—

সহদেব। কি করবেন তলোয়ার দিয়ে?

জয়দ্রথ। রক্তগঙ্গা হবো।

ভীম। তোমার মত জানোয়ারের রক্তগঙ্গা হওয়াই উচিত।

জয়দ্রথ। ভগ্নীপতিকে যে জানোয়ার বলে, সে—

ভীম। সে কি?

জয়দ্রথ। কিছুই না।

যুধিষ্ঠির। তুমি যাও জয়দ্রথ, আমি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম।

ভীম ও সহদেব। দাদা!

গীতকণ্ঠে চক্রের প্রবেশ।

গীত।

চক্র।—

কেন মিছে তোদের ভয়?
শ্রীহরি যার ঘরে বাঁধা, করেছে সে মরণ

যুধিষ্ঠির। শুনছো ভীমসেন?

পূর্ব্ব গীতাংশ।

চক্র।—

যার নামেতে শুক্‌নো গাঙে জোয়ার ব'য়ে যায়,
পঙ্গু চলে, বধির শোনে, অন্ধ আঁখি মেলে চায়;

স্মরণ ক'রে তারি চরণ
দুঃখ-বিপদ কর বরণ,
যে নিয়েছে পায়ে শরণ, প্রলয়ে তার নাই রে ক্ষয়।

[প্রস্থান।

যুধিষ্ঠির। ভীমসেন, এ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরঃ নির্দ্দেশ। মানুষের কোন শক্তি নেই। প্রশ্ন ক'রো না, নির্ব্বিচারে এগিয়ে চল। রাখে হরি, মারে কে?

ভীম। রাখে হরি, মারে কে? বেশ, দেখা যাক্। আয় সহদেব!

সহদেব। কথাটা আর একবার ভেবে দেখো দাদা! আমার মনে হ'চ্ছে অমঙ্গল আসন্ন।

[ভীম ও সহদেবের প্রস্থান।

যুধিষ্ঠির। যাও জয়দ্রথ, অন্তঃপুরে যাও।

দ্রৌপদীর প্রবেশ।

দ্রৌপদী। আমার একটা কথা ছিল ধর্ম্মরাজ!

যুধিষ্ঠির। কি কথা দ্রৌপদি?

জয়দ্রথ। ইনিই কি আপনাদের তিনি? তা বেশ। নমস্কার বৌঠাকুরুণ!

দ্রৌপদী। তুমি নাকি পাশা খেল্‌তে যাবে?

জয়দ্রথ। হ্যাঁ, আজই যেতে হবে।

দ্রৌপদী। পণ রেখে খেলা হবে নিশ্চয়?

জয়দ্রথ। তা, নামমাত্র একটা পণ না থাক্‌লে জম্‌বে কেন?

দ্রৌপদী। তুমি এ নিমন্ত্রণ গ্রহণ ক'রো না রাজা!

যুধিষ্ঠির। তুমিও একথ ; বল্‌ছো দ্রৌপদি ?

দ্রৌপদী। না ব'লে উপায় নেই রাজা! মন্দিরে পূজোয় বসে-ছিলাম, সহসা দেখ্‌লাম বংশীধর সারথির বেশ ধারণ করেছেন, পর-মুহূর্ত্তেই তাঁর হাতে বিশ্বধ্বংসী চক্র গর্জ্জে উঠ্‌লো। ভয়ে বিস্ময়ে অভিভূত আমি ভূলুণ্ঠিত হ'য়ে বল্‌লাম,—"ওগো বংশীধর, এ রূপ সংবরণ কর।" অমনি দূর থেকে তাঁর কণ্ঠস্বর ভেসে এল,—"বাঁশী আর বাজ্‌বে না সখি, বংশীধরের মৃত্যু হয়েছে, দ্বারকায় আজ চক্রধারী জন্ম নিয়েছেন।"

যুধিষ্ঠির। এর সঙ্গে পাশাখেলার কি সম্পর্ক দ্রৌপদি ?

দ্রৌপদী। জানি না রাজা! কিন্তু আমার মনে হ'চ্ছে কি একটা অমঙ্গল ধীরে ধীরে মূর্ত্তি গ্রহণ ক'চ্ছে। ব্যাকুল হ'য়ে শয্যায় শায়িত শিশু অভিমন্যুকে কোলে নিতে গেলাম, দেখি তার মাথা নেই। পরক্ষণেই সে খলখল ক'রে হেসে উঠলো।

যুধিষ্ঠির। নারায়ণ! নারায়ণ!

জয়দ্রথ। যত সব গাঁজাখুরি গল্প।

দ্রৌপদী। এর পরেও তুমি পাশা খেল্‌তে যেতে চাও ?

যুধিষ্ঠির আমি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছি কৃষ্ণা!

দ্রৌপদী। ফিরিয়ে দাও রাজা, এ অমঙ্গলের বহ্নিশিখায় ঝাঁপ দিতে যেয়ো না।

যুধিষ্ঠির। শ্রীকৃষ্ণের সখী তুমি, তোমাকে আমি কি বোঝাবো কৃষ্ণা ? মঙ্গল অমঙ্গল সব তাঁরই দান। করুণাময়ের দান কখনো অশুভ হয় না। চিন্তা ভাবনা সব তাঁর পায়ে সমর্পণ কর।

জয়দ্রথ। তাহ'লে আপনি যাত্রার আয়োজন করুন।

দ্রৌপদী। আপনিই দূত।

যুধিষ্ঠির। ইনি সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ; আমাদের ভগ্নী দুঃশলার স্বামী। এঁকে নিয়ে যাও কৃষ্ণা; যথারীতি অতিথিসৎকার কর।

[প্রস্থান।

দ্রৌপদী। চলুন।

জয়দ্রথ। দাঁড়াও না, দুটো কথা বলি।

দ্রৌপদী। কি কথা?

জয়দ্রথ। কথা হ'চ্ছে এই;—লক্ষ্যবেধটা তো অর্জ্জুনই ক'রেছিল। তবে এরা চারজন তোমার স্বামী হ'লো কি ক'রে?

দ্রৌপদী। সে কথায় আপনার প্রয়োজন?

জয়দ্রথ। না, প্রয়োজন আর কি? তবে আমরা আপনার লোক, পাঁচজনে পাঁচকথা বল্‌লে গায়ে বড় লাগে কিনা। আর লোকেরই বা কি অপরাধ বল। এতদিন সকালবেলা উঠে লোকে দুর্গানাম জপ কর্‌তো, এবার থেকে ঋষিরা বিধান দিয়েছেন, পঞ্চকন্যার নাম কর্‌তে হবে। পঞ্চকন্যা অবশ্যি যে সে নয়, অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, তারা আর মন্দোদরী,—এ বলে আমায় দেখ্, ও বলে আমায় দেখ্।

দ্রৌপদী। আপনি আসুন, আতিথ্যগ্রহণ কর্‌বেন।

জয়দ্রথ। তা তো কর্‌বো, কিন্তু তোমার আতিথ্যগ্রহণ—

দ্রৌপদী। আপত্তি আছে?

জয়দ্রথ। থাক্‌লেই বা শুনছে কে, বল। তোমাদের বংশের মেয়ে যখন বিয়ে করেছি, তখন জাতের আর কিছু নেই। কার কথা বল্‌বো? যেদিকে তাকাই, সেদিকেই সতী।

দ্রৌপদী। আপনি না একটা দেশের রাজা? একটু মর্য্যাদা-বোধও কি আপনার নেই?

জয়দ্রথ। ছিল ঠাকরুণ, ছিল; তোমাদের সঙ্গে ঘর কর্‌তে এসে

এখন ঢোঁড়াসাপ হ'য়ে গেছি। এখানে দেখ্‌ছি সবই অপূর্ব্ব। পুরুষের পাঁচটা বিয়ে অনেক দেখেছি, কিন্তু মেয়েছেলের পঞ্চস্বামীটা আমি ভাই বুঝে উঠ্‌তে পাচ্ছি না।

দ্রৌপদী। মা গান্ধারীকে জিজ্ঞাসা কর্‌বেন, তিনি আপনাকে বুঝিয়ে দেবেন।

জয়দ্রথ। তিনি তো চোখ থাক্‌তেও অন্ধ। যদি পারেন, তোমার শাশুড়ী ঠাকরুণ।

দ্রৌপদী। আপনি বেরিয়ে যান।

জয়দ্রথ। তা যাচ্ছি। একটু গঙ্গাজল দাও, মাথায় দিয়ে যাই। আর দেখ, কর্ণ বেচারী বড় আঘাত পেয়েছে। তুমি যখন দয়া ক'রে পাঁচজনকে নিয়েছ, তখন কর্ণটিকেও নিয়ে নাও।

অর্জ্জুনের প্রবেশ।

অর্জ্জুন। কি বল্‌লে?

জয়দ্রথ। এই যে অর্জ্জুন! তা বেশ, তুমি এসেছ, ভালই হ'লো। এই, তোমাদের স্ত্রীকে কর্ণের কথা বল্‌ছিলাম।

অর্জ্জুন। কি বলেছেন কর্ণ?

জয়দ্রথ। মুখে কিছু বলে নি। তবে কি জান? কাজটা ওঁর ভাল হয় নি। তোমার তো মনে আছে হে! লক্ষ্যবেধের সময় সূতপুত্র ব'লে ভদ্রলোককে ধনুক ধর্‌তেই দিলে না। লোকটা সেই থেকে রেগে কাঁই হ'য়ে আছে। তাই ওঁকে বল্‌ছিলাম, পাঁচজনের সঙ্গে কর্ণকেও ভর্ত্তি ক'রে নাও।

অর্জ্জুন। বেরিয়ে যাও পশু!

দ্রৌপদী। সে কি? মহামান্য অতিথি, রাজভোগ খাওয়াও,

ব্যজন কর। ।ছ-ছি-ছি, দুর্য্যোধনের অনুচরগুলো কি সবাই এমনি অপদার্থ ?

জয়দ্রথ। বেশী বাড়াবাড়ি ক'রো না বলছি।

অর্জ্জুন। তুমি এই মুহূর্ত্তে প্রাসাদ ত্যাগ কর জয়দ্রথ! নইলে আমি তোমার মাথাটা উড়িয়ে দেবো।

জয়দ্রথ। কি, মহারাজ দুর্য্যোধনের দূতকে অপমান?

অর্জ্জুন। এখনও হত্যা করি নি এই যথেষ্ট।

জয়দ্রথ। ওঃ, হত্যা করলেই হ'লো। আমি তোমার—

অর্জ্জুন। তুমি যাবে কি না?

জয়দ্রথ। নিশ্চয়ই যাবো। ক্রোধ চণ্ডাল; না গেলে হয়তো আমার হাতে তোমার মাথা যাবে। সেটা ঠিক নয়। সংসারে সবার মাথা নেওয়া যায়, কিন্তু শালার মাথা নেওয়া মহাপাপ।

[প্রস্থান।

দ্রৌপদী। জয়দ্রথ সিন্ধুদেশের রাজা নয়? একটা রাজা এমন অভদ্র?

অর্জ্জুন। অভদ্র ও ছিল না কৃষ্ণা! দুঃশাসনের সাহচর্য্য ওকে অভদ্র ক'রে তুলেছে।

দ্রৌপদী। কিন্তু কি কাপুরুষ।

অর্জ্জুন। ঘরজামাই মাত্রেই কাপুরুষ।

দ্রৌপদী। কিন্তু মহারাজ কি সত্যই পাশা খেলতে যাবেন? তোমরা তাঁকে ফেরাতে পারবে না?

অর্জ্জুন। না কৃষ্ণা! আমরা তাঁর সঙ্গে যাবো। এস।

[উভয়ের প্রস্থান।

দুই।

হস্তিনা-রাজপ্রাসাদ।

শকুনির প্রবেশ।

শকুনি। কতদিনে হবে মোর
ব্রত-উদ্যাপন ?
কবে হস্তিনার শ্মশান-প্রাঙ্গণে
শতেক কৌরব-বধূ শুভ্রবাসে
করিবে ক্রন্দন ? নারায়ণ !
শক্তি দাও ব্রত-সম্পূরণে।

কর্ণের প্রবেশ।

কর্ণ। মাতুল ! কেন আজি অকস্মাৎ
দ্যূতক্রীড়া-আয়োজন হস্তিনা-নগরে ?

শকুনি। রাজারে জিজ্ঞাসা কর।

কর্ণ। রাহুগ্রস্ত রাজা,
তুমি তারে করিয়াছ গ্রাস।
বল দ্যূতক্রীড়া-অন্তরালে কি উদ্দেশ্য
রয়েছে গোপন ?

শকুনি। গোপন তো কিছু নাই বাবা !
পঞ্চভ্রাতা যুধিষ্ঠির মহাশত্রু
কৌরবের। ধনে মানে বলে তারা
ধরণীর শীর্ষস্থানে সমাসীন আজি।

শক্তিমান্ প্রতিবেশী নিয়ে
কোন রাজা চাহে না রহিতে।

কর্ণ। তাই পাণ্ডবের সিংহাসনে করিয়াছ লোভ?

শকুনি। লোভ নয়, রাজনীতি।

কর্ণ। এর নাম পাপনীতি।
জতুগৃহে তাহাদের জীবন্ত দহিতে
অন্ধ রাজা যেই দিন করিলা প্রেরণ,
ধার্ম্মিক পাণ্ডবগণ করে নাই
প্রতিবাদ। বিশাল হস্তিনাপুরী
কৌরবেরে দিয়া তুচ্ছ এক ইন্দ্রপ্রস্থ
পাণ্ডবেরে করিলা প্রদান,
তবু তারা কহে নাই কথা।
তাহাদেরি ভুজবলে ইন্দ্রপ্রস্থ আজ
মর্ত্তের অমরাপুরী।
কোন মুখে আজি সেই ইন্দ্রপ্রস্থ
চাহ ফিরাইয়া?

শকুনি। সকলি তো জান তুমি বাবা,
এ রাজ্যের কণামাত্রে পাণ্ডবের
নাহি অধিকার।

কর্ণ। তবে কি হেতু এ দান-অভিনয়?

শকুনি। সেদিন তো হস্তিনায় ছিল না শকুনি।

কর্ণ। জানি, তুমিই আনিছ দেশে
নিরন্তর যত অনাচার।
হে মাতুল, বক্র পথ কর পরিহার।

ধর্ম্মের আশ্রিত ধর্ম্মরাজ,
শ্রীগোবিন্দ বাঁধা তার ঘরে,
পুনঃ পুনঃ ধর্ম্মের মাথায় যদি
কর পদাঘাত, জেনো স্থির—
ন্যায়ের কঠোর দণ্ড অচিরেই
আসিবে নামিয়া।
জগতের যত শাস্ত্র
"যথা ধর্ম্ম, তথা জয়",
ঘোষিছে নিয়ত।

শকুনি। এত যদি ধর্ম্মভয়,
চ'লে যাও পাণ্ডবের ঘরে,
পাণ্ডবেরা সমাদরে করিবে গ্রহণ।
কৌরবের অন্নদাস হ'য়ে
কেন বৃথা যাপিছ জীবন?

কর্ণ। অন্নদাস?

শকুনি। হ্যাঁ, অন্নদাস! নামে মাত্র
অঙ্গরাজ তুমি, আসলে সৈনিক তুমি
কৌরব-রাজের। পরম ধাম্মিক তুমি,
দাতাকর্ণ বিদিত ভুবনে।
ধর্ম্মপথে যদ্যপি চলিতে চাও,
তেয়াগিয়া রাজাসন চ'লে যাও
পাণ্ডবের ঘরে; সেখানেও সিংহাসন
হয়তো মিলিতে পারে।

কর্ণ। মাতুল!—

শকুনি। শোন কর্ণ, এই মম পণ,
রাজ্যহারা সর্ব্বহারা করিব পাণ্ডবে।
সত্য ধর্ম্ম নীতিকথা রসাতলে যাক্।
কৌরবের ভিক্ষাবৃত্তি কর যদি সার,
ধর্ম্মকথা আনিও না মুখে!

দুর্য্যোধনের প্রবেশ।

দুর্য্যোধন মাতুল!—
শকুনি। কি বাবাজি?
দুর্য্যোধন জয়দ্রথ ফিরেছে কি ইন্দ্রপ্রস্থ হ'তে?
শকুনি। না।
দুর্য্যোধন হে মাতুল, বন্ধ কর
দ্যূতক্রীড়া-আয়োজন।
শকুনি। কেন বাবা?
দুর্য্যোধন। তুচ্ছ এক ইন্দ্রপ্রস্থ তরে
মহামানী দুর্য্যোধন
না লইবে ছলের আশ্রয়।
শকুনি। ইন্দ্রপ্রস্থ তুচ্ছ তব কাছে?
দুর্য্যোধন। পররাজ্য তুচ্ছ চিরদিন।
শকুনি। কারে কহ পররাজ্য তুমি?
ইন্দ্রপ্রস্থে পাণ্ডবের তিলমাত্র
নাহি অধিকার।
কর্ণ। নাই থাক্, তবু অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্র
ইন্দ্রপ্রস্থ পাণ্ডবেরে করেছেন দান।

শকুনি। মতিচ্ছন্ন বিকলাঙ্গ দুর্ব্বল যে জন,
দান তার অসিদ্ধ জগতে।

দুর্য্যোধন। কি কহিলে, মতিচ্ছন্ন পিতা?

শকুনি। নহে অকারণ পিতৃসম শ্বশুরেরে
কারাবাস মৃত্যুদণ্ড কেন দেবে বল?
যোগ্যপুত্র তুমি তার,
ভ্রম তার কর সংশোধন।

দুর্য্যোধন। হে মাতুল, ইন্দ্রপ্রস্থে যদি মোর
এত অধিকার, ছলে কেন
করিব গ্রহণ? ব'লে দাও যুধিষ্ঠিরে
প্রাপ্য ধন দিক্ ফিরাইয়া।

শকুনি। শিশু তুমি দুর্য্যোধন!
বাহুবলে স্বর্গধাম গড়িয়াছে তারা,
ফিরাইয়া দিবে না কদাপি।

দুর্য্যোধন। শত শত রথী মোর এত কি অক্ষম?

শকুনি। তুচ্ছ তারা ভীমার্জ্জুন-পাশে।

দুর্য্যোধন। কর্ণ?

কর্ণ। হে রাজন্, ধর্ম্মযুদ্ধে
শত শত ভীমার্জ্জুনে তুচ্ছ গণি আমি।
কিন্তু অধর্ম্মের রণে আমি চিরশক্তিহীন।

দুর্য্যোধন। কারে কহ অধর্ম্মের রণ?
সত্যই তো এ রাজ্যের কণামাত্রে
পাণ্ডবের নাহি অধিকার।

কর্ণ। অধিকার নাই যদি, কেন তবে

বাজসূয়-যজ্ঞে নিমন্ত্রণ
করিলে গ্রহণ? রাজচক্রবর্ত্তী বলি
কাল যারে করেছ স্বীকার,
কোন্ ধর্ম্মবলে আজ তার রাজ্য তুমি
অস্ত্রমুখে আনিবে ছিনায়ে?

দুঃশাসনের প্রবেশ।

দুঃশাসন। কোন্ ধর্ম্মবলে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির আমাদের হাজার হাজার গৃহত্যাগী প্রজাকে আশ্রয় দিয়েছেন, বল্‌তে পার?

বিকর্ণের প্রবেশ।

বিকর্ণ। তোমাদের প্রজারা গৃহত্যাগ করে কেন, বল্‌তে পার?

দুর্য্যোধন। কেন?

বিকর্ণ। চোখ নেই তোমাদের? দেখ্‌তে পাচ্ছো না? ধন-প্রাণ মান নিয়ে এ বাজ্যে কেউ নিরাপদে বাস কর্‌তে পাচ্ছে না, শান্তিবক্ষায় যাদের নিয়োজিত করেছ, অশান্তিব আগুন তারাই বেশী জ্বালিয়ে তুল্‌ছে।

দুর্য্যোধন। কই, রাজসভায় তো কেউ বিচারেব জন্য আস্‌ছে না।

বিকর্ণ। আস্‌তে দিচ্ছে না।

দুর্য্যোধন। কে?

বিকর্ণ। তোমার কর্ত্তব্যনিষ্ঠ কর্ম্মচারীর দল। তুমি সিংহাসনে ব'সে এদের চাটুবাক্য শুন্‌ছো, আর মনে ক'চ্ছো, তোমার রাজ্যে প্রজারা সোনার থালায় রাজভোগ খাচ্ছে। ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়ে দেখে এস, যে সময় চাটুকারেরা তোমায় ঘিরে ব'সে থাকে, সেই সময় পাণ্ডবেরা

ছদ্মবেশে প্রজাদের ঘরে ঘরে গিয়ে দেখে আসে,—কার পেটে ভাত নেই, কার উপর অবিচার হয়েছে, কার যোগ্যতার মর্য্যাদা দেওয়া হয় নি।

কর্ণ। এইজন্যই হস্তিনার প্রজাগণ ইন্দ্রপ্রস্থের দিকে ছুটেছে মহারাজ!

দুর্য্যোধন। কিন্তু তাদের আশ্রয় দিয়ে পাণ্ডবদের লাভ?

শকুনি। লাভ লোকচক্ষে তোমাকে হেয় করা, আর তোমার রাজ্য প্রজাশূন্য করা।

দুঃশাসন। তারপর একদিন সুযোগ বুঝে হস্তিনা আক্রমণ।

দুর্য্যোধন। হস্তিনা আক্রমণ! তুমি কি বল্‌ছো দুঃশাসন?

দুঃশাসন। ঠিকই বল্‌ছি দাদা!

কর্ণ। তুমি ভ্রান্ত। যুধিষ্ঠির কখনও পরস্বাপহরণ করে না।

শকুনি। দাঁও পেলে ছেড়েও দেয় না।

বিকর্ণ। সে বিদ্যা তোমাদের আছে মাতুল, পাণ্ডবদের নেই। বিশেষতঃ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির—

শকুনি। আরে তোমার ধর্ম্মরাজ তো নামে মাত্র রাজা, আসল রাজা হ'চ্ছে ভীম আর অর্জ্জুন। আর সবার মাথার উপর ব'সে আছেন প্রধান মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ।

দুর্য্যোধন। শ্রীকৃষ্ণ! আমার রাজ্য আক্রমণ করতে পাণ্ডবদের উত্তেজিত ক'চ্ছে শ্রীকৃষ্ণ! আমাদের পিতার স্নেহে তারা ভাগ বসিয়েছে, আমাদের মায়ের ভালবাসা তারা নিঃশেষে লুণ্ঠন ক'রে নিয়েছে। জতুগৃহে কবে তারা জীবন্ত দগ্ধ হ'য়ে যেতো, সেখানেও তাদের রক্ষা করেছে এই শ্রীকৃষ্ণের কূটবুদ্ধি।

বিকর্ণ। দাদা, আর যা বল্‌তে হয় বল, কিন্তু ভুলেও শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা ক'রো না।

দুঃশাসন। চুপ কর্ অপদার্থ!

কর্ণ। দুঃশাসন, কৌরবকুল যদি রক্ষা পায়, এই অপদার্থের জন্যই পাবে।

[প্রস্থান।

দুর্য্যোধন। দুঃশাসন, তুমি যুধিষ্ঠিরকে জানিয়ে দাও, আমার একজন প্রজাকেও যেন সে আশ্রয় না দেয়; যাদের আশ্রয় দিয়েছে, অবিলম্বে তাদের ফিরিয়ে দিতে হবে।

দুঃশাসন। জানিয়েছিলাম দাদা!

দুর্য্যোধন। কি বল্‌লে?

দুঃশাসন। বল্‌লে,—আমরা আশ্রিতকে ত্যাগ কর্‌বো না।

দুর্য্যোধন। না কর্‌লে রাজ্যটাই দিতে হবে।

বিকর্ণ। আসল কথা, ইন্দ্রপ্রস্থের স্বর্গভূমি তোমার চাই। কিন্তু সেজন্য এ ছলের কোন প্রয়োজন নেই দাদা! ইন্দ্রপ্রস্থ আক্রমণের কল্পনাও তুমি ক'রো না, আর পাশাখেলারও কোন দরকার নেই। তুমি যদি সত্যই ইন্দ্রপ্রস্থ চাও, আমি তোমায় দিতে পারি।

দুর্য্যোধন। কিরূপে?

বিকর্ণ। আমার হাতে একখানা পত্র দাও।

দুঃশাসন। কিসের পত্র?

বিকর্ণ। লিখে দাও,—ইন্দ্রপ্রস্থ আমাকে দান কর। ধর্ম্মরাজের রাজমুকুট যদি আমি নিয়ে আস্‌তে না পারি, আমার মাথাটা তোমায় উপহার দেবো।

দুর্য্যোধন। একটা রাজ্যের জন্য দুর্য্যোধন ভিক্ষা কর্‌বে?

বিকর্ণ। প্রবঞ্চনার চেয়ে ভিক্ষা অনেক ভাল দাদা!

দুর্য্যোধন। ধৈর্য্যের সীমা ছাড়িও না বিকর্ণ! দুর্য্যোধন রাজ্য-

লোভী নয়; কিন্তু তার অধিকারে হস্তক্ষেপ করলে সে দেবরাজকেও ক্ষমা করবে না।

বিকর্ণ। ধর্ম্মরাজ আমাদের অধিকারে কখনও হস্তক্ষেপ করেন নি। আমরাই বারবার তাঁদের অধিকারের উপর হাত বাড়িয়েছি। জতুগৃহে যে পৈশাচিকতা আমরা দেখিয়েছি, তার জন্য বহুপূর্ব্বেই আমাদের মাথা উড়ে যেতো, যায় নি শুধু ধর্ম্মরাজের দয়ায়। এর পরেও যদি আমরা তাদের নির্য্যাতন করি, তাহ'লে পাণ্ডবেরা সইতে পারেন, কিন্তু ধর্ম্ম সইবে না।

শকুনি। রাজনীতিক্ষেত্রে ধর্ম্মের স্থান নেই বাবা!

বিকর্ণ। [স্বগত] আচ্ছা—দাঁড়াও, আমি মাকে নিয়ে আসছি।

[প্রস্থান।

দুর্য্যোধন। ভিক্ষা! যুধিষ্ঠিরের কাছে দুর্য্যোধন করবে ভিক্ষা!

শকুনি। ছিঃ, তাই কখনও হয়?

দুর্য্যোধন। তার চেয়ে যুধিষ্ঠিরকে আমার কাছে ভিক্ষা চাইতে বল, আমি তাকে সর্ব্বস্ব দেবো।

শকুনি। [স্বগত] তাহ'লে আর মজা হ'লো কি! [প্রকাশ্যে] তুমি জেনে রাখ, ইন্দ্রপ্রস্থ তোমার! একবার যুধিষ্ঠিরকে এনে পাশার ছকের সামনে বসিয়ে দাও, রাজ্যটা পণ রেখে খেলা আরম্ভ কর, তারপর যা করবার আমিই করবো।

দুর্য্যোধন। না মাতুল, এত লোকবল অর্থবল থাকতে মহামানী দুর্য্যোধন ছলের আশ্রয় গ্রহণ করবে না, পাণ্ডবদের সঙ্গে আমার চিরদিনের শত্রুতা, তবু আমি তাদের সঙ্গে শত্রুতা করবো মুখোমুখী দাঁড়িয়ে। হয় রাজ্য নেবো, না হয় রাজ্য দেবো।

দুঃশাসন। তাহ'লে পাশাখেলা হবে না?

দুর্য্যোধন। হবে; তবে পণ রেখে নয়।

দুঃশাসন। তাহ'লে তোমাব ইন্দ্রপ্রস্থও গেল, হস্তিনাও যাবে।

দুর্য্যোধন। কেন, যুদ্ধ করতে পারবে না?

দুঃশাসন। কাকে নিয়ে যুদ্ধ করবে দাদা? যাদের শক্তিতে তুমি নিজেকে শক্তিমান্ মনে ক'চ্ছো, তারা কেউ তোমার নয়। পিতামহ ভীষ্ম, গুরু দ্রোণাচার্য্য, বীরবব কৃপাচার্য্য—এঁবা সব তোমার অন্নে পরিপুষ্ট হ'লেও পাণ্ডবের জয়গানে পঞ্চমুখ।

দুর্য্যোধন। তুমি কি মনে কর, এঁরা আমার পক্ষে অস্ত্রধারণ করবেন না?

শকুনি। অস্ত্রধারণ করতে পারেন, তবে সে অস্ত্রে ধার না-ও থাকতে পারে।

দুর্য্যোধন। কর্ণের অস্ত্রেও কি ধার নেই?

শকুনি। নিশ্চয়ই আছে; তবে ধারালো দিকটা কোন্‌দিকে থাকবে, বলা যায় না।

দুর্য্যোধন। আপনি বলতে চান, কর্ণ বিশ্বাসঘাতক?

শকুনি। এতবড় কথা কি আমি বলতে পারি বাবা? কর্ণ তোমার পরম বন্ধু, বিকর্ণ তোমার ভাই। এদের বিরুদ্ধে আমি যদি কোন কথা বলি, আবার হয়তো আমাকে কারাগারে যেতে হবে। তবে একথা বলতে পারি, আটঘাট বেঁধে না নিয়ে যুদ্ধ করতে যেও না, মরবে। আর ছলের কথা বলছো? রাজনীতি অর্থই ছলনা।

[প্রস্থান।

দুর্য্যোধন। দুঃশাসন!—

দুঃশাসন। তাইতো দাদা!

দুর্য্যোধন। এও কি সম্ভব? ভাই বিকর্ণ, সর্ব্বত্যাগী ভীষ্মদেব, দানবীর কর্ণ, স্নেহপরায়ণ দ্রোণাচার্য্য—এঁরা সবাই আমার বিরুদ্ধে! বাইরে শত্রু, ঘরেও শত্রু! কিন্তু এরা তো কেউ রাজ্যলোভী নয়। তবে হস্তিনার সিংহাসন নিয়ে এদের লাভ?

দুঃশাসন। লাভ শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্মরাজ্যস্থাপন।

দুর্য্যোধন। এখানেও শ্রীকৃষ্ণ! যেখানে বিরোধ, যেখানে রক্তপাত, যেখানে বন্ধুবিচ্ছেদ, সেইখানেই কি বাঁকা শ্যাম তার বাঁশী বাজায়? দুর্য্যোধনের অস্তিত্ব লোপ ক'রে সে তার ধর্ম্মসিংহাসন স্থাপন করবে? তা হবে না দুঃশাসন! পাণ্ডবদের প্রশ্রয় পেয়ে এই যাদবসন্তান আমাদের মাথায় পা তুলে দিতে চায়। আমি আগে পাণ্ডবদের ধ্বংস করবো, তারপর এই ধূর্ত্ত শ্রীকৃষ্ণকে বেঁধে এনে মশানে বলি দেবো।

দুঃশাসন। তারপর তার রাণীগুলোকে এনে হস্তিনার প্রাসাদে আবদ্ধ ক'রে রাখ্‌বো। কি বল দাদা?

দুর্য্যোধন। তোমার মন অত্যন্ত নীচ।

দুঃশাসন। আর তোমার মনটি বুঝি গঙ্গাজলে ধোয়া?

গীতকণ্ঠে বিদুরের প্রবেশ।

বিদুর।—

গীত।

সেদিন স্বপনে কহিলে শ্রীহরি, আসিবে কুটিরে মোর।
পথপানে চেয়ে কত হ'লো মোর দিবস-রজনী ভোর॥
শুষ্ক পাতার মর্ম্মরে মোর চমকি নয়ন চায়,
ভাবি মনে, বুঝি শ্যামের চরণ নূপুর বাজায়ে যায়;

আকাশে ভাসিলে নীল জলধর,
মনে করি, আসে ওই বংশীধর,
আশার পেছনে ঘুরি ক্ষণে ক্ষণে ঝরেছে নয়ন লোর।
কে বলিবে মোরে কোন্ শুভদিনে আসিবে গো চিত্তচোর?

দুঃশাসন। 'হরি—হরি' ক'বে মরতে হয়, ঘরে ব'সে মরুন; এখানে কি করতে এলেন?

বিদুর। কৃষ্ণনাম শুনতে পেলাম কিনা, তাই এলাম। হ্যাঁ বাবা সুযোধন, শ্রীকৃষ্ণ কি আসছেন?

দুর্য্যোধন। হ্যাঁ খুল্লতাত, শ্রীকৃষ্ণ আসছেন।

বিদুর। দেখতে পাবো? চোখ দুটো ঠিক থাকবে তো? হ্যাঁ বাবা, কবে আসবেন তিনি?

দুর্য্যোধন। যেদিন তাঁকে বেঁধে আনবো।

বিদুর। বেঁধে আনবে! তা তুমি পারবে সুযোধন, তুমি ইচ্ছে করলে সব পাব!

দুর্য্যোধন। পাণ্ডবদের সঙ্গে যদি আমাদের যুদ্ধ হয়, অস্ত্র ধরতে পারবেন?

বিদুর। অস্ত্র? আমি তো অস্ত্র ধরতে জানি না।

দুঃশাসন। আপনি জানেন কেবল হরিনাম করতে। যুদ্ধে কার জয় হবে বলতে পারেন?

বিদুর। যথা ধর্ম্ম, তথা জয়।

দুর্য্যোধন। আজ হ'তে আপনার মাসিক বৃত্তি বন্ধ।

বিদুর। বৃত্তি যিনি দেন, দরকার হয়, তিনিই দেবেন। তোমার দেওয়া না দেওয়ায় কিছু যায় আসে না।

দুর্য্যোধন। আপনি অকৃতজ্ঞ।

[অক্রুর।

বিদুর। শুধু আমি নই, তুমিও। আমরা শুধু তাঁর দান নিতেই জানি, দিতে কিছু জানি না।

[প্রস্থান।

দুর্য্যোধন। আশ্চর্য্য! এই দাসীপুত্র বিদুর পর্য্যন্ত আমার বিরোধী! তুমি ঠিক বলেছ দুঃশাসন! এরা আমার খেয়ে আমারই বুকে দাঁত বসিয়ে দিতে চায়। পাণ্ডবদের দেশত্যাগী না করলে এদের বিষদাঁত ভাঙবে না। মাতুলকে বল, পাশাখেলার জন্য প্রস্তুত হ'তে। হয় রাজ্য নেবো, না হয় রাজ্য দেবো।

[প্রস্থান।

দুঃশাসন। দেখি, ধর্ম্মের কত জোর।

[প্রস্থান।

তিন।

অলিন্দ।

জয়দ্রথের প্রবেশ।

জয়দ্রথ। দুঃশলা! দুঃশলা! দরোজা খোল। দেখেছ, এত বেলায় নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। আমি যে তেতে-পুড়ে এলাম, খেয়ালই নেই। তবু সে মোটে একটা স্বামী। দ্রৌপদীকে দেখ, পাঁচ পাঁচটা সোয়ামীকে তোয়াজ ক'চ্ছে। আর এ হতভাগী সোয়ামীকে গ্রাহ্যই করে না। [সুরে] সখি, কি হেরিলাম যমুনার তীরে?

দুঃশলার প্রবেশ।

দুঃশলা। এসেছ? এস, গুণের দেবতা আমার, বরণডালা সাজিয়ে রেখেছি, ভক্তি ক'রে বরণ করি এস।

জয়দ্রথ। ব্যাপার কি? এত ভোরে উঠলে কেন? এখনো তো সূর্য্য মাঝ-আকাশে যায় নি। যাও—যাও, কাঁচা ঘুমে উঠলে সোনার অঙ্গ কালি হবে যে!

দুঃশলা। ঠাট্টা হ'চ্ছে?

জয়দ্রথ। ঠাট্টা! তুমি জান না প্রিয়ে, তোমাকে আমি—

দুঃশলা। থাক্। আমি সব জানি।

জয়দ্রথ। সব মিথ্যেকথা।

দুঃশলা। কি মিথ্যেকথা?

জয়দ্রথ। তা তুমিই জান।

দুঃশলা। তোমার একটা কাণ ঝুলে পড়েছে কেন? কে টেনে লম্বা ক'রে দিয়েছে? দ্রৌপদী বুঝি?

জয়দ্রথ। এসব কি কথা? দ্রৌপদীর সঙ্গে আমার কাণের কি সম্পর্ক?

দুঃশলা। কি বলেছিলে তাকে?

জয়দ্রথ। কিছু বলি নি তো। আমি তাকে দেখিই নি!

দুঃশলা। নিশ্চয়ই দেখেছ।

জয়দ্রথ। দেখ্‌লেও কথা বলি নি।

দুঃশলা। নিশ্চয়ই বলেছ।

জয়দ্রথ। বল্‌লেও—খুব কম। আমি হ'চ্ছি কাজের লোক।

দুঃশলা। কাজের লোক পরস্ত্রীর উপর নজর দিতে গিয়েছিলে কেন?

জয়দ্রথ। কার কাছে কি ছাই শুনেছ? সারথি ব্যাটা বলেছে বুঝি? ব্যাটা মিথ্যাবাদী।

দুঃশলা। মিথ্যাবাদী তুমি। তোমার লজ্জা করে না? মেয়ে-মানুষের মার খেয়ে এসে আবার মুখনাড়া হ'চ্ছে?

জয়দ্রথ। মারলে আবার কখন? দুটো কথা বললেই মার হ'লো?

দুঃশলা। কথাই বা বলবে কেন? তুমি হ'চ্ছো রাজা দুর্য্যোধনের ভগ্নীপতি, আর সে তো একটা বেশ্যা।

জয়দ্রথ। থাক্—থাক্, সতী সবাই, নাম কিনেছে রাধা।

দুঃশলা। কি?

জয়দ্রথ। চোখ পাকাচ্ছ কেন? তোমাদের বংশে সতী যে কে, তা তো জানি নে।

দুঃশলা। তার অর্থ? আমি অসতী?

জয়দ্রথ। তোমার কথা ছেড়ে দাও। তোমাব সতী না হ'য়ে উপায় নেই।

দুঃশলা। কি রকম?

জয়দ্রথ। রাগ ক'রো না প্রিয়ে! ঢের ঢের রাজকন্যে দেখেছি, তোমার মত এত রূপ কারও দেখি নি।

দুঃশলা। তোমার মত মর্কটও আমি দেখি নি।

জয়দ্রথ। আমার মত মর্কট না হ'লে তোমার মত মর্কটীকে নিতই বা কে?

দুঃশলা। কি?

জয়দ্রথ। তোমাকে দেখ্‌লে মনেই হয় না যে তুমি শ্বশুর মশায়ের মেয়ে।

দুঃশলা। তুমি অতি অপদার্থ।

জয়দ্রথ। নইলে ঘরজামাই থাক্‌বো কেন?

দুঃশলা। মেয়েমানুষের মার্ খেয়ে এসে আবার তম্বী হ'চ্ছে।

জয়দ্রথ। মার্—মার্ ক'রো না বল্‌ছি। শুধু একটুখানি অপমান করেছে, তারই নাম হ'লো মার্?

দুঃশলা। অপমানই বা কর্‌বে কেন? আমার স্বামীকে অপমান কর্‌বো আমি, দ্রৌপদী কর্‌বে কেন?

জয়দ্রথ। আরে, ভালবেসে করেছে।

দুঃশলা। বটে, কি বল্‌লে সে পোড়ামুখী?

জয়দ্রথ। বল্‌লে, তোমাকে দেখ্‌তে বেশ।

দুঃশলা। খেয়েছে আমার মাথাটা। শ্যাওড়া গাছের পেত্নী, পাঁচজন নিয়ে ঘর ক'চ্ছে, তাতেও সাধ মেটে না? আবার আমার দিকে হাত বাড়িয়েছে? যাচ্ছি আমি বড়দার কাছে।

জয়দ্রথ। এই, এই, ও দুঃশলা! যেও না বল্‌ছি, ঢাকে কাঠি পড়্‌বে। এই, এই,—[অঞ্চল ধারণ] ও দুঃশলা,—

দুঃশাসনের প্রবেশ।

দুঃশাসন। কি হয়েছে?

জয়দ্রথ। [নিম্নস্বরে] দূর শালা!

দুঃশাসন। এই যে জয়দ্রথ, ফিরে এসেছ! খবর ভাল?

দুঃশলা। ভাল না ছাই। দেখ্‌তে পাচ্ছো না, দ্রৌপদী—

জয়দ্রথ। আঃ, তুমি যাও না।

দুঃশলা। আমি গেলে কি হবে? মেজদার চোখ নেই? মোটে দুটো কাণ, তার মধ্যে একটাই লম্বা!

দুঃশাসন। কাণ লম্বা কি?

জয়দ্রথ। আরে তুমিও যেমন। ওর মাথা খারাপ।

দুঃশলা। মাথা খারাপ আমার? তা বটে! দ্রৌপদী তোমায় মারে নি?

জয়দ্রথ। আরে দূর, মার্‌বে কেন?

দুঃশলা। অপমান তো করেছে?

দুঃশাসন। অপমান করেছে! রাজা দুর্য্যোধনের ভগ্নীপতিকে!

জয়দ্রথ। কথাটা হ'চ্ছে—

দুঃশলা। তুমি থাম।

জয়দ্রথ। দ্রৌপদী আমাকে—

দুঃশলা। ফের্ কথা?

জয়দ্রথ। সার্‌লে আমার দফাটা।

দুঃশলা। শোন মেজদা, তোমরা যদি আমার ভাই হও, এর প্রতিশোধ নাও। দ্রৌপদীর চুলের মুঠি ধ'রে হস্তিনায় টেনে নিয়ে এস। আমি তার পিঠে লাথি মার্‌বো।

জয়দ্রথ। [স্বগত] কাণার মেয়ের তেজ দেখেছ?

দুঃশাসন। তারা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছে?

জয়দ্রথ। তা করেছে।

দুঃশাসন। কিন্তু তুমি এমন অপদার্থ যে—

জয়দ্রথ। থাক্ ভায়া, বাকীটা আমি মেনে নিচ্ছি।

দুঃশলা। মেজদা, তুমি তৈরী হও; আমি বড়দার কাছে যাচ্ছি।

[প্রস্থান।

জয়দ্রথ। এই দুঃশলা, এই দুঃ—কি রকম লোক তুমি? হাতখানা টেনেও ধর্‌তে পার্‌লে না?

দুঃশাসন। ধর্‌বো কেন?

জয়দ্রথ। তা তো বটেই; তোমার আর কি? ঢাকে কাঠি পড়্‌লে আমারই মান যাবে।

দুঃশাসন। তোমার আবার মান!

জয়দ্রথ। না, যত মান তোমাদের।

দুঃশাসন। তোমার সাত পুরুষের ভাগ্য যে, এমন বংশের মেয়ে তুমি বিয়ে করেছ। তুমি কুকুর, তোমার পেটে ঘি সইবে কেন?

জয়দ্রথ। খাঁটি ঘি হ'লে সইতো ভায়া। এ যে শূয়ারের চর্ব্বি।

দুঃশাসন। বাচালতা রাখ। তুমি বেঁচে আছ কি ক'রে? ছি—ছি! স্ত্রীলোকের হাতে লাঞ্ছনা!

জয়দ্রথ। আরে লাঞ্ছনা তো স্ত্রীলোকের হাতেই ভাল লাগে। পুরুষের লাঞ্ছনায় কোন রস নেই।

দুঃশাসন। কিন্তু এর চরম প্রতিশোধ নিতে হবে।

জয়দ্রথ। আরে না—না, প্রতিশোধ নিলে তো ফুরিয়েই গেল।

দুঃশাসন। তবে কি কর্‌তে চাও?

জয়দ্রথ। ক্ষমা।

দুঃশাসন। এতবড় অপমানের ক্ষমা?

জয়দ্রথ। অপমান করেছে আমাকে; তোমাদের কি? আমি আবার যাবো, আবার অপমান হবো। [সুরে] "সখি, কি হেরিলাম যমুনার তীরে।"

দুঃশাসন। চুপ কর।

জয়দ্রথ। কর্‌লে তো রসভঙ্গ? তোমরা সব সমান।

দুঃশাসন। [স্বগত] বড় অহঙ্কার তোমার দ্রৌপদি! স্বয়ম্বর-সভায় তুমি কর্ণকে সূতপুত্র ব'লে অপমান করেছিলে, আজ আবার জয়দ্রথকে অপমান! আমি এর চরম প্রতিশোধ নেবো। তোমার

সারথি   [অন্তর।

সতী নাম যদি আমি ধূলিসাৎ কর্‌তে না পারি, বৃথাই আমার নাম দুঃশাসন।

[প্রস্থান।

জয়দ্রথ। ফের যাবো, যা থাকে কপালে।

গীতকণ্ঠে সহচরীগণের প্রবেশ।

সহচরীগণ।—

গীত।

আর যাস্‌ নে কদমতলায় নন্দঘোষের পো!
জানিস্‌ না তুই আয়ান ঘোষের কি ভয়ানক গোঁ।
একটা ঘুসি মার্‌লে চোখে দেখ্‌বি সর্ষের ফুল,
প্রেমের দফা হবে রফা, পাবি না রে কেঁদে কূল;
রাধার আশা ছেড়ে দিয়ে,
ঘরে থাক্‌ তুই ঘোমটা দিয়ে,
কাটা কাণ তুই চুল দিয়ে ঢাক্‌, বেশী আশা শিকেয় থো।

জয়দ্রথ। যা-যাঃ! হোক্‌ অপমান; যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ।

[প্রস্থান; পশ্চাতে সহচরীগণের প্রস্থান।

চার।

সভাপার্শ্বস্থ প্রাঙ্গণ।

[নেপথ্যে ধ্বনিত হইল,—জয় মহারাজ দুর্য্যোধনের জয়।]

গান্ধারীর প্রবেশ।

গান্ধারী। এত জয়ধ্বনি দিচ্ছে কে?

বিকর্ণের প্রবেশ।

বিকর্ণ। হ'লো না মা। বৃথাই তোমাকে তীর্থক্ষেত্র থেকে ফিবিয়ে নিয়ে এলাম। চল, আবার তোমাকে রেখে আসি। এখানে তুমি আর জলগ্রহণ করো না মা।

গান্ধারী। কি হয়েছে বিকর্ণ?

বিকর্ণ। পাশাখেলা শেষ হ'য়ে গেছে, ধর্ম্মরাজ আজ রাজ্যহারা।

গান্ধারী। রাজ্যহারা।

বিকর্ণ। শুধু রাজ্যহারা নয়, সর্ব্বহারা। প্রথম বাজীতে তাঁর রাজ্য গেছে, দ্বিতীয় বাজীতে পঞ্চপাণ্ডব রাজা দুর্য্যোধনের দাসত্বে আবদ্ধ হয়েছেন, আর তৃতীয় বারে—

গান্ধারী। মাথা হেঁট করলে যে? রাজ্য গেছে, স্বাধীনতা গেছে, আর তাদের আছে কি?

বিকর্ণ। স্ত্রী।

গান্ধারী। বিকর্ণ।

বিকর্ণ। কপট পাশাখেলায় ধর্ম্মরাজ দ্রৌপদীকে হারিয়ে ব'সে আছেন।

গান্ধারী। বল কি বিকর্ণ? স্ত্রীকে পণ রেখে খেলা! এ বিধান সবাই মেনে নিলে! তোমার পিতা কোথায়? ভীষ্মদেব, দ্রোণাচার্য্য, বিদুর,—এঁরা কি ক'চ্ছেন।

বিকর্ণ। নির্ব্বাক দর্শক হ'য়ে ব'সে আছেন।

গান্ধারী। কুলবধূকে পণ রেখে খেলা হ'চ্ছে, আর এই সব মহাপুরুষেরা প্রতিবাদ ক'চ্ছেন না?

বিকর্ণ। করেছিলেন। দাদা তাঁদের কথা গ্রাহ্য করেন নি। চ'লে এস মা! এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে এমন দৃশ্য দেখতে হবে, যা তুমি স্বপ্নেও কল্পনা কর নি।

গান্ধারী। কি বিকর্ণ?

বিকর্ণ। রাজার আদেশে মেজদা দ্রৌপদীকে কেশাকর্ষণ ক'রে নিয়ে আসছে।

গান্ধারী। কি, আমার কুলবধূকে কেশাকর্ষণ ক'রে আনবে আমারই পুত্র? এই সুযোধনের আদে ওরে, কেন আমার গর্ভপাত হয় নি? কেন আমি শৈশবে এদের ছাইয়ের উপর রেখে বলি দিই নি? এতবড় অনাচার আমার ঘরে! তুমি সুযোধনকে ডাক।

বিকর্ণ। ডেকে এসেছি; এখনি আসবেন। কিন্তু আমার মনে হয়, তোমার কিছু না বলাই ভাল।

গান্ধারী। কেন?

বিকর্ণ। পিতামহ ভীষ্মদেবের সহস্র অনুরোধ তিনি অগ্রাহ্য করেছেন, আচার্য্যকে বিদ্রূপ করেছেন, পিতার কথায় কর্ণপাতও করেন নি। তুমি কিছু বললে তোমাকে বোধ হয় অপমান করবেন।

গান্ধারী। অপমান কি বাকী আছে বিকর্ণ? আমার ঘরে

আমার কুলবধূকে কেশাকর্ষণ ক'রে নিয়ে আসছে, তবু আমার মান-মর্য্যাদা এখনো আছে? কুরুবৃদ্ধ পিতামহকে যে অসম্মান করেছে, পিতাকে যে গ্রাহ্য করে নি, মাকে সে প্রহার করতেও পারে।

দুর্য্যোধনের প্রবেশ।

দুর্য্যোধন। এই দুর্ভাগ্য নিয়েই দুর্য্যোধনের জন্ম! তার জন্মের মুহূর্ত্তে শৃগাল ডেকে উঠেছিল, সে তারই অপরাধ! সেই অপরাধে সবাই তাকে চিরদিন অভিশাপ দিয়েছে, চিরদিনই আঘাত করেছে, জননী পর্য্যন্ত তার মুখে একটা স্নেহচুম্বন দেন নি। সবার চেয়ে সে যাকে বেশী ভালবেসেছে, সেই করেছে তাকে বেশী অবজ্ঞা।

গান্ধারী। সুযোধন!—

দুর্য্যোধন। অস্বীকার করতে পার? একশোটা সন্তানকে তুমি দুধ খাইয়ে মানুষ করেছ। সবাই পেয়েছে তোমার অজস্র অমৃতের ধারা, আমি পাই নি। তৃষ্ণায় আমার ছাতি ফেটে গেছে; প্রবল আকর্ষণে মাতৃস্তন্য টেনেছি,—এক ফোঁটা দুধ বেরোয় নি। শৈশবে জেনেছি, আমাকে কেউ চায় না—তাই অভিমানে কেঁদেছি; যৌবনে বুঝেছি, আমার স্পর্শ বিষে ভরা,—তাই পলে পলে মৃত্যুকামনা করেছি; আজ প্রৌঢ়ত্বে এসে দেখছি,—যে সয়, সে শুধুই ঠকে; তাই আজন্মের পুঞ্জীভূত আঘাতের হিসাব নিতে হাত বাড়িয়েছি। কিন্তু তোমাকে তো আমি কখনো আঘাত করি নি মা!

গান্ধারী। আঘাত কর নি? জতুগৃহে যখন বিনাদোষে পাণ্ডবদের পুড়িয়ে মারবার চক্রান্ত করেছিলে, তখন কি আমার কথা তুমি অগ্রাহ্য কর নি? এই কপট পাশাখেলার জন্য একবারও কি তুমি আমার অনুমতি চেয়েছিলে?

দুর্য্যোধন। কপট পাশাখেলা!

গান্ধারী। নিশ্চয়। আমার ভাইকে আমি তোমার চেয়ে বেশী জানি।

দুর্য্যোধন। তুমি ভুল বুঝেছ মা! এ খেলায় কোন কৃত্রিমতা ছিল না। আর রাজায় রাজায় পাশাখেলা ক্ষত্রিয়ের চিরদিনের প্রথা।

বিকর্ণ। স্ত্রীকে পণ রেখে খেলাও কি চিরদিনের প্রথা?

দুর্য্যোধন। না। কিন্তু আমি এই দ্রৌপদীকে দেখ্‌বো। দেখ্‌বো কিসের জোরে পঞ্চস্বামীর ভোগ্যা হ'য়েও সে সতীর শিরোমণি, আর কেনই বা যুধিষ্ঠির একটা বারনারীর সংস্পর্শে থেকেও বিশ্ববন্দিত ধর্ম্মরাজ।

বিকর্ণ। তোমার দিকে কি পণ ছিল দাদা? রাণী ভানুমতী?

দুর্য্যোধন। না, রাজ্য।

বিকর্ণ। কেন? তাদের বাজী হবে স্ত্রী, আর তোমার বাজী একফোঁটা মাটি! এ খেলা খেলাই নয়, এ শুধুই ছলনা। রাজ্য কেড়ে নিয়েও তোমার তৃপ্তি হয় নি। পিতা-পিতামহের উপস্থিতিতে তুমি তোমার ভাইকে পাঠিয়েছ যাজ্ঞসেনীকে চুলের মুঠি ধ'রে টেনে আন্‌তে? তোমার এই ভাই কাল যে তোমার স্ত্রীর চুলের মুঠি ধর্‌বে, তা তুমি জান?

দুর্য্যোধন। বিকর্ণ!

গান্ধারী। দুঃশাসনকে ফেরাও সুযোধন!

দুর্য্যোধন। না মা, তা হয় না।

গান্ধারী। যুধিষ্ঠির তোমার বড় ভাই, দ্রৌপদী তারই স্ত্রী; আমার মত সেও তোমার প্রণম্যা।

দুর্য্যোধন। না। যুধিষ্ঠির যদি আমার ভাই হ'তো, আমি তার

স্ত্রীকে যোগ্য সম্মান দিতাম। কিন্তু সে তো আমার ভাই নয়, আমার পিতৃব্যের অবৈধ পুত্র।

গান্ধারী। ওঃ, সুযোধন!

দুর্য্যোধন। যাকে ভক্তি করি, সে করে ঘৃণা; যাকে স্নেহ করি, সে করে আঘাত! ভাগ্যবান দুর্য্যোধন!

গান্ধারী। আমার কথা শোন সুযোধন! যুধিষ্ঠিরকে তুমি ভাই ব'লে স্বীকার না করলেও সে মহামানব।

দুর্য্যোধন। মহামানব দুর্য্যোধন, যুধিষ্ঠির নয়;

বিকর্ণ। গোটা জগৎ তোমাকে মহামানব বললেও আমি বলবো না।

[প্রস্থান।

দুর্য্যোধন। মা!

গান্ধারী। দুঃশাসনকে ফেরাও। দ্রৌপদী যাই হোক্, একটা মানুষের স্ত্রী।

দুর্য্যোধন। কারও স্ত্রীকে আমি অসম্মান করি না মা! কিন্তু দ্রৌপদী কারও স্ত্রী নয়, সে একটা গণিকা।

গান্ধারী। মূর্খ পুত্র, তুমি কি বুঝ্‌বে তার সতীত্বের মহিমা? তার দুর্ভাগ্য যে, পাঁচজনের সঙ্গে তার বিবাহ হয়েছে। কিন্তু এত বড় দুর্ভাগ্যকে কে এমন মহীয়ান্ ক'রে তুলতে পারে? অসংখ্য স্ত্রীর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ যেমন প্রত্যেকের কাছে সম্পূর্ণ, কৃষ্ণাও তেমনি পঞ্চ স্বামীর প্রত্যেকের কাছে পূর্ণাঙ্গ মানুষ। কাউকে সে কম দেয় নি, কাউকে সে বেশী দেয় নি। মানবীর পক্ষে এ সাধনা সম্ভব নয়। সে দেবী, তাকে প্রণাম কর, তার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা কর। তোমার মাকে তুমি সতী ব'লে জান; কিন্তু দ্রৌপদী তার চেয়েও অনেক বড়।

দুর্য্যোধন। তুমি কি জান না, এই দেবী স্বয়ম্বর-সভায় কর্ণকে অপমান করেছিল?

কর্ণের প্রবেশ।

কর্ণ। কর্ণ তো তাকে ক্ষমা করেছে বন্ধু!

দুর্য্যোধন। সে তার মহত্ত্ব। আমার সে মহত্ত্ব নেই। আমি এর প্রতিশোধ নেবো।

কর্ণ। নারীর উপর প্রতিশোধ নেবেন রাজা দুর্য্যোধন! ছি,—এত ক্ষুদ্র তোমাকে আমি ভাবি নি বন্ধু!

দুর্য্যোধন। ক্ষুদ্র তারা, যারা প্রতিশোধ নিতে ভয় পায়। তোমাকে অঙ্গরাজ্যটা দান করেছি কি শত্রুকে 'ক্ষমা করবার জন্য! যারা তোমাকে সুতপুত্র ব'লে অবজ্ঞা করেছে, তাদের গলা টিপে ধর।

গান্ধারী। সুযোধন, আমি এই শেষবার বল্‌ছি,—পাণ্ডবদের রাজ্য ফিরিয়ে দাও, দাসত্বশৃঙ্খল থেকে তাদেব মুক্তি দাও, আর দ্রৌপদী যদি আসে, চোখের জলে তার চরণ ধুয়ে দাও।

দুঃশলার প্রবেশ।

দুঃশলা। ধুয়ে দেবে বই কি? আসুক্ না একবার।

গান্ধারী। কি করবে তুমি?

দুঃশলা। মুখে লাথি মারবো।

গান্ধারী। তার অপরাধ?

দুঃশলা। সে তোমার জামাইকে অপমান করেছে, তা জান?

গান্ধারী। তুমি যখন জেনেছ, তখন আর একটু জেনে এস তো মা, কেন অপমান করেছে।

দুর্য্যোধন। বিনা কারণে।

গান্ধারী। আমার বিশ্বাস হয় না।

দুঃশলা। কেন?

গান্ধারী। দ্রৌপদী যাকে অসম্মান করে, অসম্মান তার প্রাপ্য।

দুঃশলা। তা তো বটেই; পাণ্ডবেরা যা করে, সবই ভাল; অন্যায় যত আমরাই করি।

দুর্য্যোধন। এইখানেই আমাদের চরম দুর্ভাগ্য।

কর্ণ। মহারাজ! এখনও বলুন, আমি দুঃশাসনকে ফিরিয়ে আনি।

দুঃশলা। না মশায়, আপনি নিজের কাজে যান।

কর্ণ। তুমি বুঝ্‌তে পাচ্ছো না বোন, সতীর লাঞ্ছনা ধর্ম্ম কখনও সহ্য করেন না।

দুঃশলা। সতী! পাঁচটা পুরুষ যার, সে তো বেশ্যা।

গান্ধারী। চুপ্‌, তোমাকে পেটে ধরেছি ব'লে আমার কুলবধূকে অপমান কর্‌বার অধিকার দিই নি।

দুঃশলা। অসতীকে অসতী বল্‌বো, তাতে আমায় বাধা দেবে কে?

গান্ধারী। আমি দেবো। নিজের ঘরে ব'সে যত পার, তাদের নিন্দা কর, আমি দেখ্‌তে যাবো না। কিন্তু আমার ঘরে দাঁড়িয়ে আমার কুলবধূকে যে অসম্মান কর্‌বে, সে ছেলেই হোক্ আর মেয়েই হোক্, আমার কাছে তার ক্ষমা নেই।

দুঃশলা। কি, তুমি আমাকে ঘর দেখাচ্ছো? আমারও ঘর আছে, আমারও রাজ্য আছে।

গান্ধারী। যাও না মা! ভাইয়ের রাজভোগের চেয়ে নিজের শাকান্ন অনেক ভাল।

দুঃশলা। বেশ, আমি যাচ্ছি। তুমি বেঁচে থাক্‌তে আর আস্‌বো না। [প্রস্থান।

দুর্য্যোধন। এ কি মা, তুমি দুঃশলাকে—

গান্ধারী। দুঃশলার কথা থাক্‌, তুমি নিজের কথা বল। একশোটা ছেলের জ্বালায় আমি দিবানিশি জ্বল্‌ছি, তার উপর মেয়ের জ্বালা আমি সইবো না।

কর্ণ। মা!—

গান্ধারী। শোন সুযোধন, তুমি গুরুজনদের অনুরোধ অগ্রাহ্য করেছ, কিন্তু আমার আদেশ অমান্য কর্‌বার স্পর্দ্ধা তুমি ক'রো না। দ্রৌপদীর অসম্মান কর্‌তে তুমি হাত বাড়িও না বল্‌ছি; আমার আশীর্ব্বাদে তোমার সর্ব্বাঙ্গ লৌহ হয়েছে সত্য, কিন্তু তুমি জান না, সতীর দীর্ঘনিঃশ্বাসে লৌহ চূর্ণ হ'য়ে যায়। ইন্দ্রপ্রস্থ নিয়েছ—নাও, কিন্তু পরনারীর অসম্মান ক'রো না, ক'রো না।

দুর্য্যোধন। তুমি চঞ্চল হয়েছ কেন মা? আমার মায়ের চেয়ে বড় সতী যে, তাকে আমি চিনে নিতে চাই। কলঙ্ক হয় আমার হোক্‌, তবু তাকে আর কেউ অসতী ব'লে ব্যঙ্গ কর্‌বে না।

গান্ধারী। কুলাঙ্গার ছেলে, তুমি গোখরে সাপের মণি ছিনিয়ে আন্‌তে যাচ্ছ। মণি তুমি পাবে না, তোমার দেহটাই বিষে জর্জ্জরিত হবে। ডাক আমার ভাইটাকে, ডাক তোমার অনুচরদের; এতই যখন তোমাদের সাধ, ওরে পাপি, ওরে নরকের কীট, দেখে নে তোরা—সতীর কেশপাশ কেমন ক'রে সহস্র ফণী হ'য়ে দংশন করে। [প্রস্থান।

কর্ণ। রাজা, আমি নতজানু হ'য়ে মিনতি ক'চ্ছি, আমায় আদেশ দাও,—আমি দুঃশাসনকে ফিরিয়ে আনি।

দুর্য্যোধন। না।

কর্ণ। তবে আর কি বল্‌বো? নারায়ণ তোমায় রক্ষা করুন।

[প্রস্থান।

দুর্য্যোধন। সতী! সতী! বিশ্বময় রব উঠেছে দ্রৌপদী সতী-শিরোমণি। সতীর অপমান ভগবান্ কখনও সহ্য করেন না, আমি জানি। দ্রৌপদী যদি সতী হয়, ভগবান্ এসে তাকে রক্ষা করুন।

দ্রৌপদী। [নেপথ্যে] ধর্ম্মরাজ! ধর্ম্মরাজ!

যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ।

যুধিষ্ঠির। সুযোধন!
শোন ওই দ্রৌপদীর আকুল আহ্বান।
কেশে ধরি দুঃশাসন আনিয়াছে তারে।
হে ধীমান্, কৃষ্ণসখী যাজ্ঞসেনী,
তার তরে বিন্দুমাত্র শঙ্কা নাহি মোর;
ভয় শুধু তোমাদের লাগি।
ভাই! ভাই! অশ্রুজল বহায়ো না
সতীর নয়নে।

দুর্য্যোধন। আমি প্রভু, তুমি দাস,
তব উপদেশে মোর নাহি প্রয়োজন।

দ্রৌপদী। [নেপথ্যে] কোথা তুমি বৃকোদর?

ভীমের প্রবেশ।

ভীম। মরিয়াছে বৃকোদর, যাজ্ঞসেনি,
বৃথা তারে করিছ আহ্বান।

থাকে যদি সতীর মহিমা,
নিঃশ্বাসে জ্বালাও বহ্নি;
কেশপাশে সহস্র বৃশ্চিক তুমি
তোল জাগাইয়া।
ওরে পাপি দুর্য্যোধন,
নারীর লাঞ্ছনা করি পায় নাই
কেহ পরিত্রাণ।
তোমাদেরও শিরে
ন্যায়ের কঠোর দণ্ড এই দণ্ডে
আসিবে নামিয়া।

দুর্য্যোধন। আসুক্‌, দেখিব নয়নে আমি
পঞ্চভোগ্যা সতীর মহিমা।
আজি দ্রৌপদীর সতীনাম সনে
তোমারও লুপ্ত হোক্‌ ধর্ম্মরাজনাম।

দ্রৌপদী। [নেপথ্যে] ধনঞ্জয়! ধনঞ্জয়!—

অর্জ্জুনের প্রবেশ।

অর্জ্জুন। শক্তিহীন ধনঞ্জয়,
নিষ্ক্রিয় গাণ্ডীব তার! যাজ্ঞসেনি,
কর তুমি কৃষ্ণে আবাহন।
দীনবন্ধু পতিতপাবন
পতিত উদ্ধার তরে সুনিশ্চয়
আসিবে ছুটিয়া।

দ্রৌপদী। [নেপথ্যে] নকুল! সহদেব!

নকুল ও সহদেবের প্রবেশ।

নকুল
সহদেব } [যুধিষ্ঠিরের নিকট নতজানু হইয়া] দাদা

যুধিষ্ঠিব। কেন ভয়? রে অনুজ,
তৃণসম শক্তিহীন আমরা মানব,
মোদের রক্ষার ভাব নারায়ণ
কবেছে গ্রহণ। কব সবে
কৃষ্ণেবে স্মবণ! বাতুল চরণে তাঁর
কব এ মিনতি, পতির সম্মুখে যারা
পত্নীরে করিছে অপমান,
ভগবান্ তাহাদেব করুন মার্জ্জনা।

দুঃশাসনের কেশাকর্ষণে অশ্রুমুখী
দ্রৌপদীর প্রবেশ।

দুর্যোধন। দুঃশাসন! দুঃশাসন।
দুঃশাসন। কোথা তব দর্প যাজ্ঞসেন?
তুমিই না বলেছিলে,
"সূতপুত্রে বরিব না আমি"?
তুমিই না সিন্ধুরাজে করিয়াছ অপমান?
পঞ্চভোগ্যা বারনারী তুমি,
সতী বলি আপনাবে কবেছ প্রচার।
কোথা সে সতীত্ব-তেজ, কোথা তব
প্রিয়সখা শ্রীকৃষ্ণ মুরারি?

ডাক তারে, সতীরে করিতে রক্ষা
আসুক নামিয়া।

[প্রবলবেগে দ্রৌপদীকে ঠেলিয়া দিল ; দ্রৌপদী সশব্দে পঞ্চপাণ্ডবের পদতলে পতিত হইলেন ; প্রাসাদময় একটা হাহাকার-ধ্বনি উত্থিত হইল।

দুর্য্যোধন। দুঃশাসন! দুঃশাসন!

সহদেব। হে রাজন্, আমারে করিও ক্ষমা,
আমি ওই পাপদেহ চূর্ণ করি
ধূলিসনে দিব মিশাইয়া।

যুধিষ্ঠির। দাসের সে নাহি অধিকার।

নকুল। দাসেরো কি নাহি ধর্ম্ম?
দাসের পত্নীরে নিয়া
প্রভু কি করিতে পারে ছিনিমিনি খেলা?

যুধিষ্ঠির। পণে মোরা হারায়েছি পত্নী-অধিকার।

ভীম। পণ! পণ! পণরক্ষা ধর্ম্ম যদি,
পত্নীরক্ষা ধর্ম্ম কি হে নহে মহত্তর?

যুধিষ্ঠির। সব ধর্ম্ম তুল্য মূল্য ভাই!
সর্ব্ব চিন্তা পরিহরি
শ্রীহরিরে করহ স্মরণ।

অর্জ্জুন। হে অগ্রজ, পদতলে নির্য্যাতিতা
পত্নী যার ধূলায় লুণ্ঠিত,
জানি না সে কোন্ প্রাণে করে হরিনাম?
তুমি ডাক নারায়ণে, নারায়ণ
আসিবে ছুটিয়া। মাটির মানুষ মোরা,

হেন দৃশ্য সহিতে না পারি।
হে অগ্রজ, চরণে তোমার
সর্ব্বস্ব দিয়েছি ডালি।
ধরি পায়, হত্যা কর আমাদের সবে।

দুর্য্যোধন। মরণে দাসের নাই কোন অধিকার।
নিষ্ক্রিয় দর্শকসম রহ দাঁড়াইয়া।

ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব। নিরুপায়।

দুর্য্যোধন। দুঃশাসন,—

দুঃশাসন। ওঠ নারি!

[কেশাকর্ষণ করিয়া দ্রৌপদীকে তুলিল।]

পঞ্চস্বামী আজি তব সর্ব্বহারা সবে।
পুনরায় পঞ্চস্বামী করহ গ্রহণ।

দুর্য্যোধন। সূতপুত্রে একদিন অনাদরে
ঠেলিয়াছ পায়। আজি সেই সূতপুত্র
ষষ্ঠস্বামী হবে তব দ্রুপদনন্দিনি!

দ্রৌপদী। নির্ব্বিকার হিমাচল সম,
ধর্ম্মরাজ, নীরবে হেরিছ তুমি
পত্নীর লাঞ্ছনা? বৃকোদর,
মুষ্টিবদ্ধ বাহুযুগে রহিয়াছ
বদন ফিরায়ে? ধনঞ্জয়, হেঁটমুখে
কর তুমি অশ্রু বরিষণ?
হে নকুল, নির্ব্বাক-বিস্ময়ে তুমি
মনে মনে দাও অভিশাপ?

সহদেব, মুক্ত অসি করে নিয়া
পরীক্ষা করিছ তুমি কৃপাণের ধার?
ছি-ছি, ভুবন-বিখ্যাত-কীর্ত্তি
পঞ্চস্বামী যার, তার কেশ
দুঃশাসন করে আকর্ষণ, তবু তার
কর-যুগ অক্ষত রহিল?
মহাপাপী ওই হীন দুর্য্যোধন
কটুকথা কহিল আমারে,
তবু তার করিলে না রসনা ছেদন?

দুর্য্যোধন। শোন কৃষ্ণা,—

দ্রৌপদী। অনাচারি দুর্য্যোধন,
মাতৃসমা পরের ঘরণী আমি,
আমারে করিয়া অপমান
পাবে ত্রাণ ভাবিয়াছ মনে?
দাসত্ব-শৃঙ্খলে নিষ্ক্রিয় করেছ তুমি
পঞ্চস্বামী মোর, তবু আমি
নহি অসহায়। রক্ষিতে সতীর মান
সর্ব্বশক্তিমান্ জেগে আছে
শ্রীকৃষ্ণ মুরারি।

নকুল। ডাক তারে যাজ্ঞসেনি,
কংসসম চূর্ণ হোক্ পাপী দুর্য্যোধন।

দুঃশাসন। ডাক—ডাক, দেখি তুমি কত বড় সতী,
আর সতীরে করিতে রক্ষা
দেখি কত শক্তি ধরে কৃষ্ণসখা তব।

দুর্য্যোধন। কোথা সে লম্পট সখা?
এখনও কি চক্রধারী শোনে নাই
সখীর ক্রন্দন? দুঃশাসন!
নির্ব্বোধ জগৎ দেখে যাক্,
কি ধাম্মিক বারনারীজার ওই
রাজা যুধিষ্ঠির। শত শত দর্শক-গোচরে
সতীর বসন তুমি কর উন্মোচন।

ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, দ্রৌপদী। কি?

অর্জ্জুন। ধর্ম্মরাজ, যে রসনা হেন কথা
করে উচ্চারণ, সে পাপ-রসনা
এখনও কি ছেদনের হয় নি সময়?

ভীম। হে উদাসি যোগিবর,
নয়ন মুদিয়া তুমি আজ্ঞা দাও দাসে,
এই হীন নারকীর দল—

দুঃশাসন। চুপ্।

সহদেব। রে নারকি, আগুনে দহিতে যদি
নাহি থাকে সাধ,
ধরিও না সতীর বসন।

দুর্য্যোধন। [ব্যঙ্গস্বরে] সতী যাজ্ঞসেনী,
যুধিষ্ঠির ধর্ম্মরাজ,
আর নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ মুরারি।
হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[উপবেশন করিয়া] দুঃশাসন,
কেড়ে নাও সতীর বসন,
পঞ্চস্বামী ভোগ্যা যার,
সে সতীর যোগ্যস্থান উরুপরে মোর।

[সেই মুহূর্ত্তে ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব একসঙ্গে দুর্য্যোধনের নিকট ছুটিয়া আসিলেন।]

ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব। } দুর্য্যোধন!

যুধিষ্ঠির। স্থির হও ভাইসব,—

[নিমেষের মধ্যে দুঃশাসন দ্রৌপদীর বস্ত্র ধারণ করিল।]

দ্রৌপদী। ধনঞ্জয়! বৃকোদর!

[পাণ্ডবগণ ফিরিয়া দেখিলেন, যুধিষ্ঠির শিহরিয়া উঠিলেন, ভীমসেন আগাইয়া আসিলেন, নকুল সহদেব তরবারি বাহির করিলেন, ধনঞ্জয় যুধিষ্ঠিরের পদধারণ করিলেন; আর দুর্য্যোধন স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন; বিকর্ণ ছুটিয়া আসিয়া দুঃশাসনের হাত হইতে দ্রৌপদীর বসনাঞ্চল মুক্ত করিতে চেষ্টা করিলেন।]

যুধিষ্ঠির। ক্ষান্ত হও ভাইসব, নাহি ভয়,
নারায়ণ উঠিছে জাগিয়া।

[নকুল সহদেব তরবারি ফেলিয়া দিলেন।]

ভীম। আমি শুনিব না কোন উপদেশ।
আমি এই দুঃশাসনে চূর্ণ করি
রেণু সনে দিব মিশাইয়া।

[নকুল সহদেব তাঁহার দুই হস্ত ধারণ করিলেন।]

অৰ্জ্জুন। হে রাজন্, হয় মোরে হত্যা কর,
না হয় আদেশ দাও
যোগ্য প্রতিশোধ নিতে।

যুধিষ্ঠির। না। শুধু কৃষ্ণনাম করহ স্মরণ।

ভীম। ছেড়ে দে নকুল, ছেড়ে দাও সহদেব।

নকুল। মোরা দাস, ভুলিও না দাদা!

ভীম। ওঃ—

বিকর্ণ। দাদা, ছেড়ে দাও বসন-অঞ্চল।

দুঃশাসন। বিকর্ণ! [পদাঘাত]

বিকর্ণ। ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও ভাই,
যদি মরণের নাহি থাকে সাধ,
এই দণ্ডে অশ্রুজলে ধোয়াও চরণ।
হে রাজন্, মহামানী তুমি,
তোমারি বংশের মান,
নিজহাতে এইভাবে দলিছ চরণে?

দুর্য্যোধন। দুঃশাসন!

বিকর্ণ। না—না, ধৰ্ম্ম আছে, আছে ভগবান্।

দুর্য্যোধন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মুরারি,
সতী যাজ্ঞসেনী, যুধিষ্ঠির ধৰ্ম্মরাজ।
হাঃ-হাঃ-হাঃ!

দ্রৌপদী। হ্যাঁ—হ্যাঁ, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মুরারি।

দুর্য্যোধন। কৃষ্ণ যদি সত্য ভগবান্,
কৌরবের ভয়ে ঘুমঘোরে
আছে অচেতন।

[দুঃশাসন দ্রৌপদীর বস্ত্র আকর্ষণ করিতেছিল, বিকর্ণ বাধা দিতে চেষ্টা করিতেছিল; পাণ্ডবগণ ও বিকর্ণ "নারায়ণ—নারায়ণ" বলিয়া আকুলকণ্ঠে ডাকিতেছিলেন।]

দ্রৌপদী। কোথা তুমি দ্রৌপদীর সখা,
কোথা তুমি লজ্জা-নিবারণ?
শ্রীমধুসূদন, অচেতন কত রবে
আর? দেখ এই কুরুসভাতলে
শত শত দর্শক-গোচরে
পাপাত্মা কৌরবগণ
নারীর সম্ভ্রম নিয়া করিতেছে খেলা।
যে চক্র তোমার কংশ কেশী বৃষাসুরে
করেছে নিধন, কেন সে নীরব আজি?
হে কেশব, ব্যঙ্গ করে দর্পী তব নামে,
আমি যে সহিতে নারি।
এস, এস, হে মাধব,
রক্ষা কর নামের মহিমা,
রক্ষা কর সতীর সম্ভ্রম।

[নেপথ্যে সর্ব্বত্র ধ্বনিত হইল,—নারায়ণ—নারায়ণ!]

যুধিষ্ঠির। যাজ্ঞসেনি, বৃথা তুমি কর প্রতিরোধ,
নিশ্চেষ্ট রহিয়া তুমি
নারায়ণে লজ্জা মান কর সমর্পণ।

দ্রৌপদী। দীনবন্ধু! পতিতপাবন!
নাও লজ্জা, নাও মান,
সর্ব্বস্ব অঞ্জলি দিনু চরণে তোমার।

[নিশ্চেষ্ট দ্রৌপদীর বস্ত্র দুঃশাসন উন্মোচন করিয়া লইল ;
পতনোন্মুখী দ্রৌপদীর দেহ শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া ধারণ
করিলেন। দুঃশাসন অট্টহাস্য করিয়া দ্রৌপদীর বস্ত্র
দুর্য্যোধনের পদতলে রাখিল ; সকলের
দৃষ্টি বস্ত্রের দিকেই নিবদ্ধ ছিল।]

ভীম, অর্জ্জুন,
নকুল সহদেব। } দুঃশাসন

বিকর্ণ। কি করিলে শ্রীমধুসূদন ?

দুর্য্যোধন। ভগবান্ শ্রীমধুসূদন! মহাসতী যাজ্ঞসেনী!
দুঃশাসন, উলঙ্গিনী সতীরে আনিয়া
বসাও এ উরুতলে মোর।

[দুঃশাসন দ্রৌপদীর নিকট ছুটিয়া গেল ; সকলে সবিস্ময়ে
দেখিল, মহার্ঘ বসনে দ্রৌপদী শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া
আছেন। দুঃশাসন ভয়ে পিছাইয়া গেল ; দুর্য্যোধন
নির্ব্বাক্। পাণ্ডবগণ ও বিকর্ণ নতজানু।]

পাণ্ডবগণ ও বিকর্ণ। নারায়ণ! নারায়ণ!

কৃষ্ণ। সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ,
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ।

দুর্য্যোধন। কৃষ্ণ!

কৃষ্ণ। রে পাপি দুর্য্যোধন,
কৃষ্ণ নহে অচেতন কালনিদ্রাঘোরে।
সতীর ক্রন্দন তার পশিয়াছে কাণে।
কপট এ পাশাক্রীড়া দেখিয়াছে
স্বচক্ষে কেশব।

উন্মত্ত পতঙ্গ সম
সাধ করি ছুটিয়াছ আগুণের পানে।
এত যদি মরণের সাধ,
সে সাধ মিটিবে তব।
শোন্—শোন্ মতিচ্ছন্ন পাপাত্মা কৌরব,
স্মৃতির ফলকে মোর খোদিত রয়েছে
শত শত পাপের কাহিনী তব।
কিন্তু এই পাপ পাপের চরম।
কৃপাসিন্ধু নারায়ণ সব পাপ
হয় তো ক্ষমিতে পারে,
কিন্তু নারী-নির্য্যাতন
নারায়ণ জানে না সহিতে।

যুধিষ্ঠির। হে কেশব, বুদ্ধিহীন সুযোধন,
ক্ষমা কর তারে।

কৃষ্ণ। ক্ষমা? ধর্ম্মরাজ!
জগৎ জুড়িয়া নিরন্তর
পাপীরা করিবে পাপ, সাধুর ক্রন্দন
আমার আহার নিদ্রা করিবে হরণ,
শিরে মোর মুহুর্মুহুঃ হবে বজ্রপাত,
আর আমি শুধু ক'রে যাবো ক্ষমা?

দুঃশাসন। যাও—যাও, কে চাহিছে ক্ষমা?
স'রে যা লম্পট, দ্রৌপদীর কাছে তব
নাহি প্রয়োজন। [অগ্রসর হইল।]

কৃষ্ণ। সুদর্শন চক্র মোর বাধা নাহি মানে।

দুঃশাসন। কৃষ্ণ!

বিকর্ণ। চুপ্।

ভীম। শোন্—শোন্ কুলের পাংশুল,
শোন তুমি শ্রীমধুসূদন,
যে নারকী কলুষিত করে
দ্রৌপদীর ধরিয়াছে কেশে,
করিয়াছে বসনহরণ,
অবিলম্বে আমি তার বক্ষ চিরি
তাজা রক্ত পান করি হইব শীতল।

[প্রস্থানোদ্যোগ]

দুর্য্যোধন। বৃকোদর!

ভীম। আরও শোন পাপি দুর্য্যোধন,
লজ্জা, মান, নীতি, ধর্ম্ম করি বিসর্জ্জন,
ভ্রাতৃবধূ দ্রৌপদীরে দেখায়েছ
তুমি উরুদেশ। ধর্ম্মনীতি তুমি যদি
করিয়াছ ত্যাগ, তোমারে বধিতে
রণনীতি মানিব না আমি।
আসিছে কালান্ত রণ; সেই রণে
আমি ওই পাপ উরু চূর্ণ করি
দিব প্রতিফল।

যুধিষ্ঠির। ভীমসেন!

ভীম। আরও আছে; শোন সভাজন,
শত ভ্রাতা দুর্য্যোধন
আজীবন আমাদের করেছে আঘাত,

একা আমি গদাঘাতে
এই শত মহাপাপী করিব নির্ম্মল।

[প্রস্থান।

অর্জ্জুন। হে কেশব, হে অগ্রজ,
আমারে করিও ক্ষমা।
সহিয়াছি বহু অত্যাচার,
অটুট ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়াছে মোর।
যার বলে বলীয়ান্ হ'য়ে
দর্পী দুর্য্যোধন বজ্রাঘাত করিয়াছে
আমাদের শিরে, আমি সেই সূতপুত্র
রাধার নন্দনে যমালয়ে করিব প্রেরণ।

[প্রস্থান।

নকুল। এই পাপ অনুষ্ঠানে
কৌরবের সহায় হয়েছে যারা,
কালপূর্ণ হ'লে সকলেরে চূর্ণ করি
পাঠাইব শমন-সদনে।

[প্রস্থান।

সহদেব। কোথায় শকুনি? ডাক তারে।
দুঃশাসন। কেন? কি করিবে তুমি তার?
সহদেব। তাহারি চক্রান্তে লাঞ্ছিত পাণ্ডবগণ।
শপথ আমার শোন শ্রীমধুসূদন,—
যুধিষ্ঠির। তোমারও শপথ?
সহদেব। আমি এই পাতকের দিব প্রতিশোধ।
সপুত্রক শকুনিরে অসি মোর

দিবে বলিদান। মিথ্যা হয়
যদি এ শপথ মোর,
অনন্ত নরকে যেন হয় মোর গতি।

যুধিষ্ঠির। সুযোধন, এখনও নীরব?
ক্ষমা চাহ কেশবের পায়।

দুর্য্যোধন। দুর্য্যোধন জানে না চাহিতে ক্ষমা।

দুঃশাসন। রে লম্পট যাদবনন্দন,
কে ডেকেছে তোমারে হেথায়?

কৃষ্ণ। ডাকিয়াছে দুর্য্যোধন, ডেকেছে শকুনি,
ডাকিয়াছে প্রিয়সখী মোর।
সব চেয়ে তারস্বরে ডাকিয়াছ তুমি।

দুঃশাসন। আমি!

কৃষ্ণ। হ্যাঁ, তুমি!
একদিন কংশ ডেকেছিল,
ডেকেছিল মধু ও কৈটভ,
যুগে যুগে এমনি মানব-পশু
চরণ তুলিয়া দেয় ধর্ম্মের মাথায়,
তাইতো আসিতে হয়,
তাইতো সাজিতে হয় সমর-সজ্জায়।
দুঃশাসন, জানকীর কেশে ধরি
দশানন লভিয়াছে সবংশে মরণ,
তোমারও যোগ্যস্থান দশানন-পাশে।

দুঃশাসন। বন্ধ কর বাক্যস্রোত, নহে
অসি মোর শিরশ্ছেদ করিবে তোমার।

[অক্রুর।

কৃষ্ণ। এস কৃষ্ণা ! [দ্রৌপদীসহ প্রস্থানোদ্যোগ]

দুঃশাসন। কোথা যাও যাজ্ঞসেনি ?
পুনরায় কেশে ধরি আনিব টানিয়া।

দ্রৌপদী। শোন্ দুঃশাসন, পাপস্পর্শে তোর
খুলিয়াছে বেণী মোর।
যতদিন তোর রক্তে না পারিব
ধোয়াইতে কেশ, ততদিন আর
আমি বাঁধিব না বেণী।

[কৃষ্ণসহ প্রস্থান।

দুঃশাসন। দাদা, আমি এই দ্রৌপদীকে পুনরায় কেশাকর্ষণ ক'রে নিয়ে আস্‌বো। [প্রস্থানোদ্যোগ]

ঝটিকার বেগে গান্ধারীর প্রবেশ ও
দুঃশাসনকে কশাঘাত।

গান্ধারী। চুপ্ !

দুর্য্যোধন ও যুধিষ্ঠির। মা !

গান্ধারী। যাও, দূর হও আমার সম্মুখ থেকে। তুমি মাতৃ-জাতির ্রম অপমান করেছ; আজ হ'তে আমাকে মা ব'লে ডাক্‌বার তোমার কোন অধিকার নেই। আমি অভিশাপ দিচ্ছি, এ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত যেন এ জগতেই তোমায় ভোগ কর্‌তে হয়।

দুঃশাসন। আচ্ছা, তাই হবে। তবু ধর্ম্মের কাহিনী আমি শুন্‌বো না।

[প্রস্থান।

গান্ধারী। যুধিষ্ঠির!

যুধিষ্ঠির। দেবি!

গান্ধারী। তুমি সবাইকে নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে যাও।

যুধিষ্ঠির। কিন্তু আমরা যে রাজ্যহারা, ক্রীতদাস।

গান্ধারী। কে বলেছে তুমি রাজ্যহারা? কে বলে তোমরা ক্রীতদাস?

দুর্য্যোধন। আমি বলি।

গান্ধারী। তুমি উন্মাদ। পাণ্ডবদের সরলতার সুযোগ নিয়ে তুমি তাদের প্রবঞ্চনা করেছ। তুমি দস্যু, তুমি চোর।

দুর্য্যোধন। প্রমাণ দিতে পার?

বিকর্ণ। আমি পারি। নিয়ে এস মাতুলকে, আর নিয়ে এস তার পাশার ঘুঁটি। আর আমার হাতে একখানা চাবুক দাও; দেখবে প্রমাণ দিতে পারি কি না।

গান্ধারী। যুধিষ্ঠির পণ রেখেছিল রাজ্য, স্বাধীনতা; আর তোমার পণ ছিল শুধু রাজ্য। এর নাম খেলা না চুরি?

দুর্য্যোধন। তোমার কথাই আমি মেনে নিচ্ছি মা! আমি পাণ্ডবদের সর্ব্ব দায় থেকে মুক্তি দিলাম। এবার যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে আমিই নিজেই পাশা খেলবো। পণ থাকবে উভয়পক্ষে দ্বাদশ বৎসর বনবাস, আর এক বৎসর অজ্ঞাতবাস।

যুধিষ্ঠির। খেলার আর প্রয়োজন নেই ভাই! আমি পরাজয় স্বীকার ক'রে যাচ্ছি। এই দণ্ডেই দ্রৌপদীকে নিয়ে আমরা নির্ব্বাসনে চ'লে যাবো।

গান্ধারী। যুধিষ্ঠির!

যুধিষ্ঠির। প্রণাম দেবি! তুমি আমাদের বাধা দিও না, আমি

রাজ্য চাই না, চাই ভাই। রাজ্যটা মাঝখানে আছে ব'লেই ভাই হয়েছে আমার শত্রু। রাজ্য দিলে যদি ভাই পাওয়া যায়, একটা কেন, সহস্র ইন্দ্রপ্রস্থ আমি ধূলিমুষ্টির মত ত্যাগ করবো।

[প্রস্থান।

গান্ধারী। তাই যাও বাবা! ফিরে যখন আসবে, ভাই যদি তুমি না পাও, আর একটা মা পাবে।

[প্রস্থান।

বিকর্ণ। দাদা, এখনও যদি না ফের, মাকেও হারাবে।

[প্রস্থান।

দুর্য্যোধন। হারাবো? না, অনেক দিন আগেই হারিয়েছি। দ্রৌপদী সতী; কিন্তু যুধিষ্ঠির কিসে ধর্ম্মরাজ, আমি বুঝতে পাচ্ছি না। স্ত্রীকে যে পণ রাখে, সে শুধু পাপী নয়, মূর্খ।

[প্রস্থান।

পুষ্টি।

এক।

বিদুরের কুটির।

সশস্ত্র সুভদ্রা ও অভিমন্যুর প্রবেশ।

সুভদ্রা। আচ্ছা, এইবার তরবারি নাও অভিমন্যু! বেশ শক্ত ক'রে ধ'রো কিন্তু। আমাকে যদি তুমি বধ কর্‌তে পার, বুঝ্‌বো তুমি তোমার পিতার উপযুক্ত পুত্র।

অভিমন্যু। আমাকে যদি তুমি বধ কর্‌তে পার, বুঝ্‌বো তুমি ঠিক গয়লার মেয়ে।

[উভয়ে যুদ্ধ করিতে লাগিল।]

বিদুরের প্রবেশ।

বিদুর। বউ-মা!—

সুভদ্রা। কি বাবা?

বিদুর। এসব হ'চ্ছে কি তোমাদের? ছেলেটাকে যুদ্ধ শেখাচ্ছ বুঝি? কি যে কর ছাই! যেখানে যাই, খালি যুদ্ধ আর যুদ্ধ! মানুষ কি কিছুতেই শান্তিতে থাক্‌বে না?

সুভদ্রা। শান্তির জন্যই তো যুদ্ধের আয়োজন, বাবা!

বিদুর। আরে না—না; তার চেয়ে হরিনাম শেখাও, পরকালের কাজ হবে।

অভিমন্যু। তোমার হরিনাম এখন শিকেয় তুলে রাখ; জপের মালা রেখে এখন অস্ত্র তুলে নাও। [অসি দানোদ্যত]

বিদুর। না—না; তোরা অসি চালা, আমি শুধু বাঁশীই বাজাবো। তোরা আকাশ ফাটিয়ে হুঙ্কার দে, আমি হরিনাম ক'রে একটু কাঁদি।

গীত।

পরাণ আমার কাঁদে
ধরা যখন কেঁপে ওঠে সমর-ভেরীনাদে।
রক্ত-নেশার মানুষ ছোটে, কত কাঁটা পায়ে ফোটে,
তবু কেন ফেরে না সে, কে ফেলেছে ফাঁদে?
দীপক রাগে গেও না গান,
হে ভগবান্, হে ভগবান্,
পশুর মত মানুষেরে মাতায়ো না রক্তস্বাদে।

সুভদ্রা। কি বল্‌তে এসেছিলেন?

বিদুর। হ্যাঁ। শুনেছ মা ঘোষযাত্রার কথা? বনের মধ্যে যেখানে যুধিষ্ঠির কুটির বেঁধে আছে, দুর্য্যোধন সপরিবারে সেখানে ঐশ্বর্য্য দেখাতে গিয়েছিল।

সুভদ্রা। তা জানি। তারপর?

বিদুর। পথে গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেনের সঙ্গে তাদের কলহ বাধে। চিত্রসেন তাকে সপরিবারে বন্দী ক'রে রেখেছে।

অভিমন্যু। বন্দী!

বিদুর। শুন্‌ছি তাদের সবাইকে বলি দেবে।

সুভদ্রা। বলেন কি?

বিদুর। প্রজারা ঘরে ঘরে উৎসব ক'চ্ছে আর বল্‌ছে, এবার

পাণ্ডবেরা রাজা হবে; আমরা রামরাজ্যে বাস করবো। আমি যাচ্ছি কুন্তীদেবীর কাছে; তুমি এস মা!

[প্রস্থান।

সুভদ্রা। অভিমন্যু।

অভিমন্যু। কেন মা?

সুভদ্রা। পরীক্ষা দিতে পারবে?

অভিমন্যু। কিসের পরীক্ষা মা?

সুভদ্রা। এই সাতবছর ধ'রে যা শিখিয়েছি।

অভিমন্যু। পারবো মা!

সুভদ্রা। তবে চল।

অভিমন্যু। কোথায়?

সুভদ্রা। আগে রাজপ্রাসাদে গিয়ে একখানা রথ আর অস্ত্র চেয়ে নেবো।

অভিমন্যু। তারপর?

সুভদ্রা। যুদ্ধ।

অভিমন্যু। কার সঙ্গে?

সুভদ্রা। চিত্রসেনের সঙ্গে।

অভিমন্যু। কে করবে যুদ্ধ?

সুভদ্রা। তুমি করবে বাবা; আমি তোমার রথ চালনা করবো।

অভিমন্যু। তোমার উদ্দেশ্য কি?

সুভদ্রা। জ্ঞাতিদের মুক্ত করা।

অভিমন্যু। জ্ঞাতিরা মরুক্।

সুভদ্রা। মরতে তাদের হবে জানি, কিন্তু পরের হাতে মরবে কেন?

অভিমন্যু। তাতে আমাদেরই লাভ।

সুভদ্রা। বীর-সন্তান লাভালাভের বিচার করে না, পরের হাতে তোমাদের বংশের মান ধূলিলুণ্ঠিত, তোমাদের কুলবধূরা লাঞ্ছিত, অপমানিত।

অভিমন্যু। তারা যখন প্রকাশ্য সভায় বড়মাকে অপমান করেছিল, তখন তুমি কোথায় ছিলে মা? আমার মায়ের বুকে তারা মারবে লাথি, আর আমি তাদের মা-বোনদের ফুল-চন্দন দিয়ে পূজো করবো, নয়?

সুভদ্রা। নিশ্চয়ই করবে। যাঁর ছেলে তুমি, তিনি এত শক্তি থাকতেও স্ত্রীর লাঞ্ছনা নীরবে সহ্য করেছেন।

অভিমন্যু। তিনি দেবতা হ'তে পারেন, আমার তো মা দেবতা হবার সাধ নেই।

সুভদ্রা। এ দেবতার মহত্ত্ব নয়, মানুষের কর্ত্তব্য।

অভিমন্যু। মায়ের অপমান সহ্য করা যদি মানুষের কর্ত্তব্য হয়, তাহ'লে মানুষ আমি হবো না মা! আমি দাঁতাল পশু হ'য়ে শত্রুর বুকে দাঁত বসিয়ে দেবো।

সুভদ্রা। শত্রু হ'লেও তারা জ্ঞাতিশত্রু; তাদের বিচার করবে তুমি; তাদের মাথার উপর অপরকে লাঠি ধরতে দিও না। বিচারের আগে অপরের লাঞ্ছনা থেকে তোমার জ্ঞাতিদের মুক্ত কর।

অভিমন্যু। জ্ঞাতি! জ্ঞাতি! এই জ্ঞাতিধর্ম্মই আমাদের পথের ধূলোয় টেনে এনেছে। জ্ঞাতি ব'লে তারা আমাদের মাথায় কেবলি বজ্রাঘাত করবে, আর আমরা করবো শুধু ক্ষমা! ক্ষমা করবো তাকে, যে ক্ষমার মর্ম্ম বোঝে।

সুভদ্রা। ধর্ম্মরাজের চেয়ে ধর্ম্মজ্ঞান কি তোমার বেশী?

অভিমন্যু। ধর্ম্মরাজের মাকে যদি চুলের মুঠি ধ'রে টেনে আন্তো, তাহ'লে তিনি দুঃশাসনের গলা টিপে ধর্তেন। এ যে স্ত্রী, পরের মেয়ে।

সুভদ্রা। তুমি তাহ'লে যাবে না? আচ্ছা, আমি একাই যাবো।

অভিমন্যু। তাই নাকি? এত মায়া শত্রুর উপর? তবে আমাকে অস্ত্রশিক্ষা দিলে কেন? শত্রুর মাথাই যদি না নেবো, তবে অস্ত্র ব্যবহার কর্বো কখন?

সুভদ্রা। তুমি কেন ভাব্ছো অভিমন্যু? পাপীর অত্যাচার, নিগৃহীতের আর্ত্তনাদের হিসাব সব শ্রীকৃষ্ণের কাছে জমা হ'চ্ছে। একদিন তাঁর ডাক আস্বে, আর সেদিন বেশী দূরে নয়। তখন নির্ব্বিচারে শত্রুর উপর তুমি অস্ত্রের ধার পরীক্ষা ক'রো।

অভিমন্যু। কবে শ্রীকৃষ্ণের ডাক আস্বে মা? কবে দুঃশাসনের রক্তে বড়মার বেণী লাল হ'য়ে উঠ্বে? কবে একশো ছেলের মৃত-দেহেব মাঝখানে অন্ধরাজ বুক চাপড়ে কাঁদবেন?

সুভদ্রা। সেদিন আস্ছে অভি! কিন্তু বড় ভাগ্যহীন এই কৌরবরাজ। এত শক্তি, এত গুণ থাক্তেও কাউকেই তিনি আপনার কর্তে পারেন নি। কি যেন একটা পিপাসা তাঁর মধ্যে আছে, কেউ তা মেটাতে পারে নি; তাই তাঁর পিপাসা সংসারে নিরন্তর অনর্থের সৃষ্টি ক'রে চলেছে।

অভিমন্যু। তোমার মত দয়া আমার নেই মা! আমি তাকে ঘৃণা করি।

সুভদ্রা। একমাত্র ধর্ম্মরাজ ছাড়া সবাই তাঁকে ঘৃণা করে; তাঁর জননী পর্য্যন্ত। তাঁর এই দুর্ভাগ্যই সংসারে অসংখ্য অকল্যাণ ডেকে এনেছে।

কৃষ্ণের প্রবেশ ।

কৃষ্ণ । সুভদ্রা,—

সুভদ্রা । একি, দাদা ? বড় অসময়ে এলে । আমি যাচ্ছি ।

কৃষ্ণ । কোথায় ?

সুভদ্রা । চিত্রসেনকে সম্ভাষণ করতে ।

কৃষ্ণ । সম্ভাষণ হ'য়ে গেছে দিদি, কৌরবেরা মুক্ত ।

সুভদ্রা । কে মুক্ত করলে ?

কৃষ্ণ । ধর্ম্মরাজের আদেশে ভীমার্জ্জুন তাদের উদ্ধার করেছেন ।

অভিমন্যু । আদেশটা ধর্ম্মরাজের ; কিন্তু পরামর্শটা বোধ হয় তোমার ।

কৃষ্ণ । আমি সাতেও নেই, পাঁচেও নেই ।

অভিমন্যু । আহা, মামা, তুমি কি সরল !

কৃষ্ণ । রহস্য ক'চ্ছ অভিমন্যু ?

অভিমন্যু । আচ্ছা, শুনতে পাই বড়মা তোমার সখী । তাঁর অপমান তোমার গায়ে বিঁধলো না ?

কৃষ্ণ । কেন, আমি তো এসেছিলাম ।

অভিমন্যু । এসেছিলে তো চুরির পরে তদন্ত করতে । তাও যদি এলে, দুঃশাসনের হাতখানি কেটে ফেলতে পারলে না ?

কৃষ্ণ । সে শক্তি কি আমার আছে ?

অভিমন্যু । কংশবধের বেলায় তো খুব শক্তি ছিল । সে যে মায়ের লাঞ্ছনা ! তোমার মাকে আর ধর্ম্মরাজের মাকে যেদিন অমনি ধ'রে রাজসভায় নিয়ে আসবে, সেদিন দেখবো, কেমন তোমাদের ধৈর্য্য ।

কৃষ্ণ। সেদিন তুমিই তরবারি নিয়ে ছুটে যাবে।

অভিমন্যু। সে গুড়ে বালি, মামা! আমি বরং ঢাক, ঢোল বাজাবো।

সুভদ্রা। মামাকে প্রণাম কর অভিমন্যু!

অভিমন্যু। তা না হয় ক'চ্ছি। [প্রণাম] কিন্তু তুমি লোক ভাল নও। তোমার বাবাকেও তো দেখেছি; কি সরল আর কি মহৎ! তোমাকে দেখ্‌লে মনেই হয় না যে তিনি তোমার বাবা। আচ্ছা, তুমি মায়ের মাথাটি ব'সে ব'সে খাও, আমি চল্‌লাম।

[প্রস্থান।

সুভদ্রা। অনেক দিন কেন আস নি দাদা? কোথায় গিয়েছিলে?

কৃষ্ণ। পাত্রী দেখ্‌তে।

সুভদ্রা। সারাজীবন কি কেবলি পাত্রী দেখ্‌বে?

কৃষ্ণ। আমার পাত্রী নয়, পাত্রী তোমার ছেলের।

সুভদ্রা। অভিমন্যুর? এই কচি ছেলের বিবাহ দিতে চাও তুমি?

কৃষ্ণ। ক্ষতি কি? মুখের দিকে চেয়ে রইলে যে?

সুভদ্রা। দেখ্‌ছি তোমার চোখ দুটো। উদ্দেশ্য ছাড়া তো কোন কাজই তুমি কর না দাদা! হঠাৎ ভাগ্নের বিয়ের জন্য তোমার মন চঞ্চল হ'য়ে উঠলো কেন, তাই ভাব্‌ছি।

কৃষ্ণ। তোমার যদি আপত্তি থাকে—

সুভদ্রা। আপত্তি টিক্‌বে কেন দাদা? তোমার মনে যখন উঠেছে, তখন বিবাহ হবেই। আমি শুধু তোমার মনের কথাটাই ভাব্‌ছি। আমরা কাছের জিনিষ দেখ্‌তে পাই না, তুমি অনেক দূরের জিনিষও স্পষ্ট দেখ্‌তে পাও। বল পাত্রীটি কে?

কৃষ্ণ। বিরাটরাজের মেয়ে উত্তরা।

সুভদ্রা। ধর্ম্মরাজকে বলেছ ?

কৃষ্ণ। তোমার মত থাক্‌লে বল্‌বো।

সুভদ্রা। তুমি তো জান, তোমার মতই আমার মত।

কৃষ্ণ। আচ্ছা, আমি তাহ'লে আসি দিদি!

সুভদ্রা। এখনি যাবে ? তুমি কি শুধু এইজন্যই এসেছিলে ?

কৃষ্ণ। হ্যাঁ দিদি!

সুভদ্রা। মনের ভাষা কখনও কাউকে বুঝতে দিলে না নারায়ণ! এত রাজকার্য্য, এমন অসংখ্য কর্ত্তব্য অবহেলা ক'রে তুমি যখন অভিমন্যুর বিবাহের জন্য মেতে উঠেছ, তখন এ তুচ্ছ ব্যাপার নয়; এরই সঙ্গে জড়িত আছে তোমার ধর্ম্মরাজ্যস্থাপনের আয়োজন।

কৃষ্ণ। এ তুই কি বল্‌ছিস ভদ্রা ?

সুভদ্রা। চিরদিন দেখে এলাম, যখনি কোন মহান্ ত্যাগের প্রয়োজন হয়েছে, তখনি তুমি সব চেয়ে স্নেহের পাত্র যে, তারই দিকে হাত বাড়িয়েছ। আমি জানি, তোমার চোখ দুটি যখন কৌতুকে নাচ্‌তে থাকে, তখন তোমার মনের মধ্যে একটা মহা-বিপ্লবের সূচনা হ'চ্ছে।

কৃষ্ণ। ভদ্রা!

সুভদ্রা। এ কণ্ঠস্বর আমি চিনি নারায়ণ! কিন্তু আমাকে বোঝাবার কোন প্রয়োজন নেই। আমি ধনঞ্জয়ের স্ত্রী, তোমার শিষ্যা। আমি মর্‌বো, তবু টল্‌বো না।

কৃষ্ণ। কি যে বল্‌ছো তুমি, আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না। যাক্, তুমি একবার পিসীমাকে সংবাদ দাও।

[সুভদ্রার প্রস্থান।

কৃষ্ণ। আমি সবাইকে ফাঁকি দিতে পারি, পারি না শুধু সুভদ্রা আর শকুনিকে। [প্রস্থানোদ্যোগ]

শকুনির প্রবেশ।

শকুনি। দাঁড়াও।

কৃষ্ণ। এ কি, শকুনি? তুমি এখানে কখন এলে?

শকুনি। তোমার পিছে পিছেই এসেছি। অনেক দিন তোমার পিছু নিয়েছি, কিছুতেই ধর্‌তে পাচ্ছি না। আজও হারিয়ে ফেলে-ছিলাম। হঠাৎ মনে হ'লো, অভিমন্যু বড় হয়েছে, মাথাটা পাক্‌লো কি না, তুমি নিশ্চয়ই দেখ্‌তে আস্‌বে।

কৃষ্ণ। ভাগ্নের মাথা তোমার মত সবাই চিবিয়ে খায় না।

শকুনি। তোমার কাছে আমি তো শিশু দয়াময়! তারপর খবর কি? মাথাটা পেকেছে দেখ্‌লে? খাওয়া যাবে?

কৃষ্ণ। পাগলের মত কি বল্‌ছো?

শকুনি। দয়াময়, তুমি যার উপর ভর করেছ, তার ভিটেয় বাতি জ্বল্‌বে না। এই সুভদ্রা মেয়েটা তোমাকে সংসারে সবার চেয়ে বেশী চিনেছে; তার বুকটা খালি না কর্‌লে তোমার আর ঘুম হ'চ্ছে না।

কৃষ্ণ। কে বল্‌লে?

শকুনি। আমি বল্‌ছি। দ্রৌপদী তোমার সখী; তার বস্ত্রহরণ না করালে কি তোমার চল্‌তো না?

কৃষ্ণ। সেজন্য তুমিই অপরাধী।

শকুনি। আমি!

কৃষ্ণ। তুমি নও? কপট পাশাখেলায় তুমিই পাণ্ডবদের হারাও নি।

শকুনি। আমি তো কপট পাশা খেল্‌তে চাই নি। পাশার

ঘুঁটির মধ্যে কে আত্মগোপন করেছিল? কে আমার মুখে হাত চাপা দিয়ে সত্যকথা বল্‌তে বাধা দিয়েছিল? পাশার রেখাগুলো কে আঙুল দিয়ে ঢেকে রেখেছিল?

কৃষ্ণ। নরাধম, পশু, তুমি নিজের দোষ আমার উপর চাপিয়ে দিয়ে সাধু সাজতে চাও?

শকুনি। থামো। জোর ক'রে বল্‌লেই মিথ্যা সত্য হ'য়ে যায় না। প্রথম পাশার ঘুঁটি যখন পড়্‌লো, পদ্মগন্ধে চারদিক ছেয়ে গেল; চেয়ে দেখ্‌লাম তোমার একখানা কালো হাত।

কৃষ্ণ। তোমার এ আষাঢ়ে গল্প বিশ্বাস করবে কে?

শকুনি। কেউ করবে না কেশব, কেউ বিশ্বাস করবে না। সংসারে শকুনির নামটাই কালীমাখা হ'য়ে রইলো, যে যন্ত্রী তাকে চালন করেছে, তাকে কেউ চিন্‌লে না। আমি তো বেশ ছিলাম। কৌরবের এত নির্য্যাতনেও তো আমি ধর্ম্মপথ ত্যাগ করি নি। কেন তুমি আমায় এই পাপপঙ্কে টেনে আন্‌লে? কেন তুমি শঙ্খ বাজিয়ে এই বাঁকাপথে আমায় নিয়ে এলে ঠাকুর?

কৃষ্ণ। তুমি কি এই প্রলাপ বক্‌তেই আমার কাছে এসেছ?

শকুনি। না কেশব! পিতার এই হাড় ক'খানা আমার কাছে ছিল; এই হাড়ে আমি পাশা গ'ড়েছি। এই পাশাই আমার জীবনে চরম কলঙ্ক এনে দিয়েছে। ভেবেছিলাম, গঙ্গার জলে বিসর্জ্জন দেবো; কিন্তু গঙ্গা হয়তো শুকিয়ে যাবে, তাই তোমার কাছে এনেছি। এই নাও ঠাকুর, তোমার পায়েই এই সর্ব্বনেশে অস্থি বিসর্জ্জন দিলাম।

কৃষ্ণ। শকুনি!

শকুনি। নারায়ণ! আমায় মুক্তি দাও। এ পাপের ভার আর আমি বহন করতে পাচ্ছি না।

কৃষ্ণ। শকুনি!

শকুনি। আমায় ডেকো না। আমায় ফিরিয়ে দাও, ফিরিয়ে দাও। [পদধারণ]

কৃষ্ণ। [এক হাতে শকুনির মস্তক স্পর্শ করিলেন, অন্য হাতে শঙ্খনাদ করিলেন।]

শকুনি। ওঃ—[আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন।] আবার শঙ্খনাদ!
নারায়ণ, আমি শক্তিহীন।

কৃষ্ণ। সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ,
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ।

শকুনি। ফিরিয়ে দিলে না ঠাকুর? জগতের চোখে শকুনি বিভীষিকা হ'য়েই থাক্‌বে? তাই হোক্,—তোমারই ইচ্ছা জয়যুক্ত হোক্।

[প্রস্থান।

কৃষ্ণ। উপায় নেই শকুনি, ধর্ম্মরাজ্যস্থাপনের জন্য তোমার মত সহায় আর আমার কেউ নেই।

বিদুরের প্রবেশ।

বিদুর। কই রে অভিমন্যু, কই? [থমকিয়া দাঁড়াইলেন।] তুমি কি সেই?

কৃষ্ণ। কে বিদুর?

বিদুর। আমার বংশীধর।

কৃষ্ণ। আমি সেই। কেন আমায় ডেকেছ বিদুর?

বিদুর। তোমায় তো ডাকি নি। আমি যাকে ডেকেছি, তার শিরে শিখিচূড়া, গলায় কদমের মালা, পায়ে নূপুর, হাতে বাঁশী।

তোমার হাতে শঙ্খ, মাথায় রাজমুকুট, গলায় রত্নহার। তোমায় তো আমি চিনি না বন্ধু!

কৃষ্ণ। তবে আমি যাই?

বিদুর। যাও, তাকে পাঠিয়ে দিও।

কৃষ্ণ। সে আর আস্‌বে না বিদুর!

বিদুর। আস্‌বে, নিশ্চয়ই আস্‌বে।

গীত।

আমার হৃদি-বৃন্দাবনে বাজ্‌বে কালার বাঁশী।
ফুট্‌বে আবার আঁধার ব্রজে উজল মধুর হাসি গো,
উজল মধুর হাসি।
প্রেম-যমুনায় বইবে উজান, ছাপিয়ে যাবে কূল,
মন-কদমের ডালে ডালে ফুট্‌বে শত ফুল,
রইবে না এ অন্ধকার, খুলে যাবে বন্ধ দ্বার,
আঁধার ফুঁড়ে পড়্‌বে ঝ'রে আলোক রাশি রাশি গো,
আলোক রাশি রাশি॥

[প্রস্থান।

কৃষ্ণ। কে কাঁদে? আবার কে কাঁদে? আঃ, কত কান্না তুমি কাঁদ্‌তে পার ধরণি? চুপ—চুপ, আমি প্রস্তুত, আমি প্রস্তুত। মাভৈঃ! মাভৈঃ!

[প্রস্থান।

দুই।

পাণ্ডবগণের কুটির।

অর্জ্জুন ও যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ।

অর্জ্জুন। আমরা তো বলেছিলাম দাদা, দুর্য্যোধনকে মুক্ত কর্‌বার কোন প্রয়োজন নেই। ক্ষমাকে যে দুর্ব্বলতা মনে করে, তাকে ক্ষমা করা নিষ্ফল।

যুধিষ্ঠির। জাতির মান-সম্ভ্রম যেখানে পরের হাতে লুণ্ঠিত, সেখানেও তুমি ফলাফলের বিচার কর্‌তে চাও?

অর্জ্জুন। কেন চাইবো না দাদা? দুর্য্যোধন তো আমাদের জ্ঞাতি ব'লে স্বীকার করে না।

যুধিষ্ঠির। আমরা তো করি। আমরা তো জানি, সে আমাদের ভাই।

অর্জ্জুন। কিছুতেই কি তোমার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গবে না?

যুধিষ্ঠির। অর্জ্জুন,—

অর্জ্জুন। জতুগৃহ দাহের পর আশা করেছিলাম, তুমি অভিশাপ দেবে, কপট পাশাখেলার পর ভেবেছিলাম, রাজ্য হারিয়ে তোমার মুখ থেকে অভিশাপ বেরিয়ে আস্‌বে। দুঃশাসন যখন দ্রৌপদীর চুলের মুঠি ধ'রে নিয়ে এলো, তখনও তোমার মুখের দিকে চেয়ো াম, তুমি নির্ব্বিকার। কিন্তু সভার মধ্যে দ্রৌপদীর বস্ত্রাকর্ষণ কোন্ প্রাণে তুমি সইলে দাদা? হাত তোমার বাঁধা ছিল, মুখ তো বাঁধা ছিল না।

যুধিষ্ঠির। অর্জ্জুন, আমি রাজ্য হারিয়েছি তাই পাবার জন্য। দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণে আমি নিঃশ্বাস ফেলি নি কেন জান? দ্রৌপদী

আমাদের সবার চেয়ে শক্তিময়ী; কেউ তার অনিষ্ট করতে পারে না; তার দুঃখে চোখের জল ফেল্‌বার অহঙ্কার আমার নেই ভাই!

অর্জ্জুন। তাই ব'লে বসনহরণও তুমি চেয়ে চেয়ে দেখ্‌বে?

যুধিষ্ঠির। বসনহরণ! কে পারে দ্রৌপদীর বসনহরণ করতে? দুঃশাসন? ভুল দেখেছ তোমরা। দুঃশাসনের হাতের উপরে আর একখানা কালো হাত ছিল; সেই করেছে বসন আকর্ষণ। অভাগা দুঃশাসন শুধু উপলক্ষ্য হ'য়ে রইলো।

অর্জ্জুন। তুমি ঠিক জান?

যুধিষ্ঠির। আমি দেখেছি। আরও দেখেছি, বসনহরণ ব'লে গোটা পৃথিবী যাকে জানে, সে বসন নয় বাসনা।

অর্জ্জুন। দাদা!—

যুধিষ্ঠির। দ্রৌপদী শক্তিময়ী, কিন্তু তার একটা অহঙ্কার ছিল, সতীত্বের অহঙ্কার। সে জান্‌তো না যে মানুষের কোন শক্তি নেই। যতক্ষণ সে নিজে প্রতিরোধ করেছে, ততক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ তো দেখা দেন নি। যখন লজ্জা মান সব সমর্পণ ক'রে নিশ্চেষ্ট হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল, তখনই শ্রীকৃষ্ণ তার পার্শ্বে দাঁড়িয়েছেন।

অর্জ্জুন। মানুষের কোন শক্তি নেই?

যুধিষ্ঠির। না। সুযোধনের চক্রান্তে মহর্ষি দুর্ব্বাসা যখন শত শিষ্য নিয়ে আমাদের কুটিরে পারণ করতে এসেছিলেন, আমাদের তখন এক দানা অন্ন ছিল না। তারপর কি হ'লো অর্জ্জুন?

অর্জ্জুন। ক্ষুধার্ত্ত কৃষ্ণ এসে রন্ধনস্থালী থেকে একখণ্ড শাকান্ন গ্রহণ ক'রে বল্লেন,—"তৃপ্তোহং।" সশিষ্য দুর্ব্বাসা নদীতীরে নিশ্চল হ'য়ে প'ড়ে রইলেন।

যুধিষ্ঠির। এই কৃষ্ণই সকল কাজের যন্ত্রী, আমরা যন্ত্র মাত্র

অর্জ্জুন। তুমি যেন আমায় কি বল্‌তে চাও দাদা!

যুধিষ্ঠির। কৌরবদের উদ্ধার ক'রে তুমি চাও প্রতিদান। কিন্তু উদ্ধার তো "তুমি" কর নি ভাই!

অর্জ্জুন। সে কি দাদা? আমিই তো গাণ্ডীবের শরাঘাতে—

যুধিষ্ঠির। গাণ্ডীব? অর্জ্জুন! শ্রীকৃষ্ণ যেদিন তোমার পার্শ্বে থাক্‌বেন না, সেদিন তুমি এ গাণ্ডীব তুল্‌তেই পার্‌বে না।

সহদেবের প্রবেশ।

সহদেব। ভিক্ষায় যাবে না দাদা?

যুধিষ্ঠির। চল ভাই।

অর্জ্জুন। না গেলেও তো হয় দাদা। শ্রীকৃষ্ণ যখন সব করেন, আহারও তিনি জোগাবেন।

যুধিষ্ঠির। আমরা যে নির্ভর কর্‌তে পারি না; তাই তিনি ভার নিতে পারেন না।

সহদেব। দাদা, মহর্ষি দুর্ব্বাসাকে কে পাঠিয়েছিল?

যুধিষ্ঠির। সুযোধন।

সহদেব। তা হ'লে এত উপকারে লাভ কি দাদা?

যুধিষ্ঠির। উপকারের লাভ শুধু উপকার।

সহদেব। আচ্ছা দাদা, সংসারে তুমি কাকে বেশী ভালবাস?

যুধিষ্ঠির। সুযোধনকে।

অর্জ্জুন। কেন?

যুধিষ্ঠির। কারণ সে ভাগ্যহীন।

সহদেব। তা ব'লে আমাদের চেয়ে তার দাবী বেশী?

যুধিষ্ঠির। তোমাদের পক্ষে আছে জগৎ-সংসার, আমার স্নেহ

তোমাদের না পেলেও চলে। কিন্তু সুযোধনের আমি ছাড়া কেউ নেই। আমি যেদিন তার দিকে চেয়ে নিঃশ্বাস ফেল্‌বো, সেদিন তার মৃত্যু। [প্রস্থান।

অর্জ্জুন। কবে নিঃশ্বাস পড়্‌বে তোমার? কবে ছাই হ'য়ে যাবে শতভ্রাতা দুর্য্যোধন?

[প্রস্থান।

সহদেব। দুর্য্যোধন বেঁচে থাকে থাক্, কিন্তু এই শকুনিকে আমি দেখ্‌বো। [প্রস্থান।

জয়দ্রথের প্রবেশ।

জয়দ্রথ। এতক্ষণে সব গেছে। গোয়ালঘরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পায়ে ঝিনঝিনে ধ'রে গেল, তবু নড়ে না। গরুটাই কি কম পাজী? প্রথম মার্‌লে এক চাঁট, তারপর দিলে ল্যাজের বাড়ি, তারপরেই গুঁতোর পর গুঁতো। বেরুতেও পারি না, দাঁড়াতেও পারি না। যাক্, এখন কাজ হ'লে বাঁচি। কিন্তু ভীমটাকে তো দেখ্‌লুম না। ওৎ পেতে আছে না কি? এই, কে আছ?

দ্রৌপদীর প্রবেশ।

দ্রৌপদী। কে ডাক্‌ছে?

জয়দ্রথ। আমি গো আমি,—জয়দ্রথ।

দ্রৌপদী। আবার তুমি কেন এসেছ?

জয়দ্রথ। না:, তোমাদের দেখ্‌তে এলুম।

দ্রৌপদী। তোমার কি লজ্জা নেই?

জয়দ্রথ। লজ্জা থাক্‌লে তোমার বস্ত্রহরণ দেখ্‌লুম কি ক'রে?

দ্রৌপদী। সেদিন তোমায় বলেছি না, আর কখনও আমাদের ঘরে আস্‌বে না?

জয়দ্রথ। বল্‌লেই বা; তা ব'লে আমি অভিমান ক'রে ব'সে থাক্‌বো? তোমাদের এই দুঃখ-কষ্টের সময় আমি আপনার লোক চোখ বুজে ব'সে থাক্‌বো?

দ্রৌপদী। তুমি আমাদেব দুঃখেব ভাব লাঘব করতে এসেছ? বেশ, ওঁরা ভিক্ষে ক'রে আসুন, তারপর এসো।

জয়দ্রথ। না ভাই, ওদের আমি মুখ দেখ্‌বো না। ওরা বড় খারাপ লোক, ভগ্নীপতির মান রাখে না। সেদিন আমার কি অপমানটাই কর্‌লে।

দ্রৌপদী। অপমান আমিও করেছি।

জয়দ্রথ। মেয়েছেলের অপমান আমি ক্ষমা কর্‌তে পারি, কিন্তু পুরুষ হ'য়ে পুরুষের অপমান সইবো কেন? সে কথা থাক্‌। তুমি ভিখারীগুলোর সঙ্গে এখনও প'ড়ে আছ কি ক'রে আমি তাই ভাব্‌ছি।

দ্রৌপদী। সে ভাবনায় তোমার প্রয়োজন নেই।

জয়দ্রথ। নিশ্চয়ই আছে। আমরা পাঁচজন থাক্‌তে তোমাকে এরা না খাইয়ে মারবে? পরের মেয়ে ঘরে এনে চালাকি? তোমার ননদ তো কেঁদেই অস্থির। বলে, তুমি বৌদিকে নিয়ে এস।

দ্রৌপদী। তাঁর দয়ার সীমা নেই; কিন্তু আমার কাছে সে সবই নিষ্ফল।

জয়দ্রথ। এ তোমার রাগের কথা।

দ্রৌপদী। তুমি রাগের অপাত্র।

জয়দ্রথ। দেখ, তুমি আর একদিন আমায় অপমান করেছ,

আমি তা গায়ে মাখি নি; আজ যদি আবার অপমান কর, আজও কিছু বল্‌বো না; কিন্তু এর পরেও যদি আবার—

দ্রৌপদী। তুমি বেরিয়ে যাও।

জয়দ্রথ। এই দেখ, তুমি চট্‌ছো কেন? বকাবকি না ক'রে এখনও চল।

দ্রৌপদী। কোথায় যাবো?

জয়দ্রথ। কেন, আমার দেশে।

দ্রৌপদী। জয়দ্রথ, তোমার আজ রন্ধ্রগত শনি। আর এখানে অপেক্ষা কর্‌লে তোমাকে আমি রক্ষা কর্‌তে পার্‌বো না।

জয়দ্রথ। তুমি যাবে না?

দ্রৌপদী। না।

জয়দ্রথ। তোমার ননদ যে তোমায় নিতে পাঠিয়েছে।

দ্রৌপদী। ব'লো গিয়ে, আর দু'বছর পরে যাবো।

জয়দ্রথ। এদের সঙ্গে কেন তুমি দুঃখ সইবে, শুনি।

দ্রৌপদী। আমার ইচ্ছা।

জয়দ্রথ। কিন্তু আমার ইচ্ছে নয়।

দ্রৌপদী। তোমার ইচ্ছায় আমি পদাঘাত করি।

জয়দ্রথ। পদাঘাতটা আমার বাড়ীতে গিয়ে ক'রো। পেটে খেলে পিঠেও সইবে। চল।

দ্রৌপদী। সাবধান মর্কট, এখনও বল্‌ছি দূর হও। বাইরে কার পদশব্দ শুন্‌তে পাচ্ছি, কেউ যদি এসে পড়ে, তোমার মাথাটাই উড়ে যাবে।

জয়দ্রথ। বেরিয়ে এস; বাইরে রথ রেখে এসেছি। চ'লে এস বল্‌ছি।

দ্রৌপদী। জয়দ্রথ!—

জয়দ্রথ। এস না সতীলক্ষ্মি! [হস্তধারণের উদ্যোগ]

সহসা ভীমের প্রবেশ।

ভীম। জয়দ্রথ!

দ্রৌপদী। এই মর্কটটাকে জানিয়ে দাও যে, আগুণে হাত দিলে হাত পুড়ে যায়। জানিয়ে দাও যে, নারীর অসম্মান করলে মাথাটা দিয়ে যেতে হয়।

[প্রস্থান।

জয়দ্রথ। ও দ্রৌপদি, আরে আমার ব্যবস্থা ক'রে যাও।

ভীম। ব্যবস্থা আমিই ক'চ্ছি। ওবে দুর্য্যোধনের পা-চাটা কুকুর, তারা করেছে বস্ত্রহরণ, আর তুমি এসেছ ধর্ম্মহরণ করতে? [সজোরে হস্তধারণ]

জয়দ্রথ। না মশায়, না।

ভীম। না? [ঝাঁকানি দিলেন !]

জয়দ্রথ। ওরে বাবা, ও ভাই ভীম! গাঁটগুলো সব নড়ে গেল।

ভীম। কেন এসেছিলে মর্কট? জান না এ যমালয়?

জয়দ্রথ। জানি মশায়; আমার কোন দোষ নেই। আমায় খবর দিয়ে এনেছে।

ভীম। কে?

জয়দ্রথ। ওই দ্রৌপদী। আমি যত স'রে যাই, ততই জড়িয়ে ধরে।

ভীম। বটে? [কেশাকর্ষণ]

জয়দ্রথ। উঃ, যেখানে সেখানে ধরছো কেন?

ভীম। ওরে কামান্ধ পশু, ওরে হস্তিমূর্খ,—

জয়দ্রথ। সব মেনে নিচ্ছি দাদা! এবার ছাড়। এই কানমলা; হাজার ডাকলেও আর আমি আসবো না।

ভীম। আবার দ্রৌপদীর নামে দোষারোপ করলে তোমাকে জীবন্ত সমাধি দেবো মর্কট!

জয়দ্রথ। কি একশোবার মর্কট মর্কট কর? ঘরে পরে এ জ্বালা আমার সয় না—হ্যাঁ।

ভীম। আবার অপমান-জ্ঞানও আছে?

জয়দ্রথ। না, আমার থাকবে কেন? তোমাদের আছে। সভার মধ্যে তোমাদের বউকে যখন—

ভীম। চুপ্—[চপেটাঘাত]

জয়দ্রথ। কি রকম অভদ্র তুমি, ভগ্নীপতির গায়ে হাত তোল?

ভীম। আবার যদি তোমায় এখানে দেখি, মৃত্যু তোমার কেউ রোধ করতে পারবে না। যাও, বেরিয়ে যাও।

জয়দ্রথ। যাচ্ছি। ভীম, তোমার বড় অহঙ্কার। সবার গায়েই তুমি এমনি ক'রে হাত তোল। আমি যদি তোমার এ অহঙ্কার চূর্ণ করতে না পারি, তাহ'লে লোকালয়েই আর ফিরবো না। এত-দিন তোমরা ঘরজামাই দেখেছ, এবার সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে দেখ্‌বে।

[প্রস্থান।

ভীম। ধৃতরাষ্ট্রের একশোটা ছেলের সঙ্গে এই পশুটাও মরবে দেখ্‌ছি। দ্রৌপদি! দ্রৌপদি!—

[প্রস্থান।

তিন।

কর্ণের গৃহ।

সদ্যঃস্নাত কর্ণের প্রবেশ।

কর্ণ। ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং,
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোস্মি দিবাকরম্।

গীতকণ্ঠে চক্রের প্রবেশ।

চক্র।—

গীত।

ডাক এসেছে, কোমর বেঁধে এগিয়ে চল্, এগিয়ে চল্।
পুণ্যধ্বজা তুলে নে তুই, পাপের-মুকুট পায়ে দল্।

কর্ণ। কার ডাক এসেছে?

পূর্ব্ব গীতাংশ।

চক্র।—

বিষে যাদের ডুব্‌লো ধরা, কাঁদ্‌লো সতী নারী,
তাদের বুকে মই দিতে আজ সাজ্‌লো চক্রধারী;

কর্ণ। জানি।

পূর্ব্ব গীতাংশ।

চক্র।—

মহাজনের মহাযাগে ভাগ নিবি চল্ আগে আগে,
পিছে যদি থাকিস্ প'ড়ে মিছে হবে বাহুবল।

[প্রস্থান।

কর্ণ। কার যেন পদধ্বনি আসিছে ভাসিয়া।
কে এলো অঙ্গনে মোর?
পদ্মগন্ধে ভরিল ভবন,
প্রাণ মোর আনন্দ ধরিতে নারে।
কে? কে?

দুঃশাসনের প্রবেশ।

দুঃশাসন। আমি।

কর্ণ। দুঃশাসন!

দুঃশাসন। মুখ ফেরালেন যে? আমায় দেখে ভাল লাগ্‌লো না বুঝি?

কর্ণ। তোমাকে দেখে কার ভাল লাগে দুঃশাসন?

দুঃশাসন। কেন মশায়, কার গরু চুরি করেছি আমি?

কর্ণ। গরু চুরির ক্ষমা আছে, কিন্তু নারীর বসনহরণের ক্ষমা কোন শাস্ত্রে লেখা নেই।

দুঃশাসন। এই নারীটির উপর আপনার তো রাগ কম ছিল না।

কর্ণ। তাই ব'লে আমি তাকে অসম্মান করতে চাই নি।

দুঃশাসন। পাঁচজনের ভোগ্যা যে, তার আবার সম্মান!

কর্ণ। সম্মান আছে কি না, চোখের উপরই তো দেখ্‌লে। আরও দেখ্‌তে চাও? দেখ্‌বে দুঃশাসন, যেদিন সে তার মুক্তবেণী বন্ধন করবে।

দুঃশাসন। সেদিন সূর্য্য আর উঠ্‌বে না।

কর্ণ। আগে আগে উঠ্‌বে।

দুঃশাসন। আপনি বুঝি খুব সুখী হবেন?

কর্ণ। পাপীর শাস্তিতে ধাম্মিকেরা সবাই সুখী হয়।

দুঃশাসন। আপনি তাহ'লে একজন মস্ত ধার্ম্মিক?

কর্ণ। যা বল্‌তে এসেছ, ব'লে বিদায় হও।

দুঃশাসন। আপনি জানেন, এখন পাণ্ডবেরা কোথায় অজ্ঞাতবাস ক'চ্ছে? আমরা দেশে দেশে চর পাঠিয়েছি, কোথাও তাদের সন্ধান পাই নি।

কর্ণ। তাদের বিরহে তুমি খুব কাতর হয়েছ নাকি?

দুঃশাসন। আপনি কি জানেন না, তাদের অজ্ঞাতবাসের এক বৎসর শেষ হ'য়ে এসেছে! এখন যদি তারা ধরা পড়ে, আবার তেরো বছর বনবাস। অজ্ঞাতবাস নির্ব্বিঘ্নে শেষ হ'লে তারা আবার ইন্দ্রপ্রস্থ দাবী করবে।

কর্ণ। শুধু ইন্দ্রপ্রস্থ নয়; ঐ সঙ্গে তোমাদের একশোটা মাথাও দাবী করবে।

দুঃশাসন। তাহ'লে আপনি আছেন কি করতে?

কর্ণ। আমি নিয়েছি অর্জ্জুনের ভার। কিন্তু ভীমের গদা পিঠ পেতে নেবে কে?

দুঃশাসন। সেজন্য আপনাকে ভাব্‌তে হবে না, আপনি অর্জ্জুনের ভাবনাই ভাবুন।

কর্ণ। তোমার কথা শেষ হয়েছে দুঃশাসন?

দুঃশাসন। আসল কথা এখনও বলা হয় নি।

কর্ণ। দয়া ক'রে ব'লে বিদায় হও।

দুঃশাসন। আপনাকে এখনি সৈন্যচালনা করতে হবে।

কর্ণ। কোথায়?

দুঃশাসন। বিরাটরাজ্যে?

কর্ণ। কি করেছেন বিরাটরাজ ?

দুঃশাসন। করে নি কিছু। তার গোধন-হরণ করতে হবে।

কর্ণ। অর্থাৎ গরু চুরি করতে হবে। হ্যাঁ হে দুঃশাসন, তোমরা শেষে গরুচুরি করবে ? সত্যযুগ হ'তে আজ পর্য্যন্ত রাজারা অনেক চুরি করেছে, কিন্তু গরু চুরি কেউ করে নি।

দুঃশাসন। বাগাড়ম্বর রাখুন; এখনি যেতে হবে।

কর্ণ। কিন্তু আমি বুঝতে পাচ্ছি না, এতদিন পরে তোমরা বিরাটরাজের দিকে হাত বাড়িয়েছ কেন ?

দুঃশাসন। আপনি কি শোনেন নি, গন্ধর্ব্বের হাতে বিরাটরাজের সেনাপতি কীচক নিহত।

কর্ণ। বল কি দুঃশাসন ? কীচক নিহত ? গন্ধর্ব্বের হাতে ? ও—বুঝেছি, আচ্ছা, তুমি যাও। আমি সৈন্যচালনা করবো।

দুঃশাসন। আপনার এখানে নাচগানের ব্যবস্থা নেই ?

কর্ণ। গানের ব্যবস্থা আছে। শুনবে ?

দুঃশাসন। শুনি।

কর্ণ। বৃষসেন !

কৃষ্ণমূর্ত্তি লইয়া বৃষসেনের প্রবেশ।

বৃষসেন। ডাকছো বাবা ?

কর্ণ। তোমার ঠাকুর এখনও জাগে নি বৃষসেন ?

বৃষসেন। না বাবা !

কর্ণ। তোমার ঠাকুরের এত ঘুম কেন বাবা ? জাগিয়ে দাও। এই ভদ্রলোক একটু আলাপ করবেন।

দুঃশাসন। না—না, আমি যাচ্ছি। [প্রস্থানোদ্যোগ]

বৃষসেন। যাবেন কেন? দাঁড়ান; এক্ষুনি জাগ্‌বে। [হাত ধরিয়া টানিয়া আনিল।]

গীত।

জাগো মাধব কৃষ্ণ মুরারি!
কেশি-বৃষ-নাশন, কংস-নিসূদন, গিরিগোবর্দ্ধনধারি!
পাতকের তাপে আজ তপ্ত ধরণীতল,
নিভে গেছে পুণ্যের রবিকর নিরমল,
অলস শয়ন ঘোর ওঠ ছাড়ি মনোচোর,
তৃষিত ধরার মুখে ঢাল অমৃতের বারি।

দুঃশাসন। থাম্ হতভাগা।

বৃষসেন। এই দেখুন, জেগেছে। [পুতুল আগাইয়া ধরিল।]

[দুঃশাসন পুতুল টানিয়া লইয়া আছাড় মারিয়া প্রস্থান করিল; বৃষসেন কাঁদিয়া উঠিল।]

কর্ণ। বৃষসেন!

বৃষসেন। দেখ্‌লে বাবা, ভেঙ্গে চৌচির ক'রে ফেলেছে।

কর্ণ। কেঁদো না বৃষসেন! এক ঠাকুর ভেঙ্গেছে, আজই তোমাকে আর এক ঠাকুর এনে দেবো।

বৃষসেন। বাবা!—[কাঁদিতে লাগিল।]

কর্ণ। যাও বাবা! তোমার মাকে বল, সমস্ত প্রাসাদ গঙ্গাজলে ধৌত কর্‌তে হবে। আমি আজই তোমায় নূতন পুতুল আনিয়ে দেবো।

[বৃষসেনের প্রস্থান।

কর্ণ। কীচক নিহত? কে সে বীর গন্ধর্ব্ব, যে কীচককে বধ কর্‌তে পারে? ভীম নয় তো?

কৃষ্ণের প্রবেশ ।

কৃষ্ণ । কর্ণ ?

কর্ণ । কে ? কে !

কৃষ্ণ । আমি কৃষ্ণ ।

কর্ণ । তাই পদ্মগন্ধে ভরেছে ভবন !
দীনের কুটিরে তুমি রাজরাজেশ্বর !
কত ভাগ্য আমার শ্রীহরি !
কৃপা করি নিজগুণে আসিয়াছ যদি,
হে কেশব, দেহ শিরে রাঙা পা দুখানি ।
কর আশীর্ব্বাদ, পাপের দাসত্ব হ'তে
অচিরেই মুক্ত যেন হই । [প্রণাম]

কৃষ্ণ । স্বস্তি ।

কর্ণ । ভাণ্ডারে আমার
তব যোগ্য উপচার কিছু নাই দেব !
পাতি দিনু উত্তরীয় মোর ;
শ্রীমধুসূদন, রাখ তব রাজীব চরণ ।
[উত্তরীয় পাতিয়া দিল, শ্রীকৃষ্ণ
তাহার উপর পদস্থাপন করিলেন ।]

কৃষ্ণ । শোন কর্ণ, তুমি জ্ঞানী, সত্যসন্ধ তুমি ;
কৌরবের পক্ষ তুমি কর পরিহার ।

কর্ণ । নিরুপায়, হে মাধব,
পণে বদ্ধ আমি, প্রাণান্তেও
দুর্য্যোধনে করিব না ত্যাগ ।

কৃষ্ণ। স্বচক্ষে দেখেছ তুমি
দ্রৌপদীর বস্ত্র-আকর্ষণ।

কর্ণ। বিদরে হৃদয় মোর সে পাপস্মরণে।

কৃষ্ণ। ঘোষযাত্রা অনুষ্ঠানে
তুমিও তো ছিলে সাথী কৌরবরাজের।

কর্ণ। সে লজ্জা রাখিতে স্থান নাহি মোর হৃদে।

কৃষ্ণ। মনে কর জতুগৃহদাহে—
কত পাপ করেছে কৌরব।

কর্ণ। জানি সব যদুনাথ!
তবু আমি নিরুপায়।

কৃষ্ণ। পরম ধার্ম্মিক তুমি, পাপচারী সনে
এইরূপে চ'লে যাবে নরকের পথে?

কর্ণ। এই মোর বিধিলিপি দেব!

কৃষ্ণ। শোন কর্ণ!

কর্ণ। শ্রবণ বধির মম; আমি ভাগ্যহীন,
তোমার অমিয়-বাণী
শুনিবারে নাহিক শকতি।
তুমি তো সকলি জান।
মল্লভূমে যেইদিন সূতপুত্র বলি
আমারে দিল না কেহ রণে অধিকার,
সেইদিন এই পাপী দুর্য্যোধন
ভাই বলি দিল আলিঙ্গন,
মুকুট পরায়ে শিরে
মানুষের অধিকার সে-ই দিল মোরে।

শূদ্র বলি গুরু ভৃগুরাম
অনায়াসে তেয়াগিল যারে,
দুর্য্যোধন কভু তারে করে নাই ঘৃণা।
মহাপাপী দুর্য্যোধনে তাই আমি
বাসি বড় ভালো। যদি সে নরকে যায়,
সূতপুত্র যাবে তার সাথে।

কৃষ্ণ। সূতপুত্র নহ তুমি বীর!

কর্ণ। সূতপুত্র নহি আমি!

কৃষ্ণ। না।
অধিরথ নহে তব পিতা।
ক্ষত্রিয়াণী মাতা তব,
দেবতা জনক।

কর্ণ। কহ দেব, জন্মদাতা কে তবে আমার?

কৃষ্ণ। সূর্য্যদেব।

কর্ণ। সূর্য্যদেব! হীন সূতপুত্র বলি
ত্রিভুবন বর্জ্জন করিল যারে,
সেই কর্ণ সূর্য্যের নন্দন?
তাই কি রবির কর লাগে মোর ভাল?
তাই, মাঝে মাঝে রাহু যবে
গ্রাসে দিনকরে, অশ্রু ঝরে
নয়নে আমার। হে মাধব,
কহ মোরে, জননী কে মোর।

কৃষ্ণ। কুন্তীদেবী জননী তোমার।

কর্ণ। কোন্ কুন্তী? পাণ্ডব-জননী?

	যুধিষ্ঠির ভীমার্জ্জুন সহোদর মোর!
	কেন আমি সূতপুত্র বলি তবে
	বিদিত ভুবনে?
কৃষ্ণ।	মায়েব কুমাবীকালে জনম তোমাব,
	কলঙ্কেব ভ.য়—মা ে‌ামারে
	করিয়াছে ‍্যাগ।
কর্ণ।	অপত্যস্নেহেব চেয়ে
	বড হ'লো কলঙ্কেব ভয়।
	বাসুদেব, সুধায়ো মায়েরে মোর,
	আমার জন্মেব তবে আমিই কি দায়ী?
	জন্মেব দায়িত্ব যদি নিতে পাবে মাতা,
	কেন বা সে পাবিবে না
	কলঙ্কের পঙ্কের তিলক?
কৃষ্ণ।	আপনি সুধাও তাবে,
	দ্বাবদেশে অশ্রুমুখী জননী তোমার।
কর্ণ।	ফিবে যেতে বল।
কৃষ্ণ।	কর্ণ!—
কর্ণ।	এতদিন পবে জননীর স্নেহে মোব
	নাহি প্রয়োজন।
কৃষ্ণ।	কথা শোন বীব বৈকর্ত্তন,
	শক্তিমান্ পঞ্চভ্রাতা যার,
	কৌরবের অন্নদাস হ'য়ে
	কেন বা সে যাপিবে জীবন?
	পণে বদ্ধ সূতপুত্র কৌরবের পাশে।

তুমি তো সে সূতপুত্র নও।
মরিয়াছে সূতপুত্র আজি,
নবজন্মে তুমি আজ
পাণ্ডবের জ্যেষ্ঠ সহোদর।

কর্ণ। না মুরারি! যতদিন দেহে আছে প্রাণ,
পিতা মোর অধিরথ, রাধা মাতা মোর।

কৃষ্ণ। তুমি জান, একদিন পাণ্ডবেরা
সসাগরা ধরণীর হবে অধীশ্বর।
তুমি যদি যোগ দাও পাণ্ডবের সনে,
তুমি হবে ধরণীর একচ্ছত্র রাজা।

কর্ণ। রাজ্যলোভে অভাগা কৌরবে আমি
করিব না ত্যাগ।

কৃষ্ণ। ভেবে দেখ, পাণ্ডবে কৌরবে
সুনিশ্চয় বাধিবে সমর;
সোদর জেনেও পাণ্ডবের শিরোপরি
পারিবে কি তুলিতে কৃপাণ?

কর্ণ। বাসুদেব, কৌরবের সনে
পিতা মোর রণে যদি হন আগুয়ান,
তারও শিরশ্ছেদ আমি করিব নিশ্চয়।
মায়ের স্নেহের রসে মধুময় ভাই;
যে অভাগা আজনম
জননীর স্নেহসুধা পায় নি কখন,
সোদরের মমতা সে
কি জানিবে দেব?

পাপী হোক্, তাপী হোক্,
ভাই মোর রাজা দুর্য্যোধন।

কৃষ্ণ। ভাল; জননীরে ডেকে এনে
কর সম্ভাষণ।

কর্ণ। না কেশব, হয়তো বা ভুলে যাবো
কর্ত্তব্য আমার।

কৃষ্ণ। কর্ণ!—

কর্ণ। ধরি পায়, অন্তর্য্যামি,
অভাজনে দেখায়ো না লোভ।

কৃষ্ণ। দাতাকর্ণ তুমি, প্রার্থীরে বিমুখ তুমি
কর নি কখনো।
আমি ভিক্ষার্থী তোমার কাছে;
ভিক্ষা মোর করহ পূরণ।

কর্ণ। হায়, ভাণ্ডারে আমার
তব যোগ্য উপচার কিছু নাই দেব!
এই ভিক্ষা নিয়ে যাও
হে রাজ-ভিক্ষুক, অর্জ্জুন ব্যতীত
অন্য কোন পাণ্ডবেরে
আমি কভু করিব না বধ।
জননীরে কহিও মুরারি,
কর্ণ বা অর্জ্জুন সহ
পঞ্চপুত্র জীবিত রহিবে তার।

কৃষ্ণ। দাতা বলি, বীর বলি
বিদিত ভুবনে তুমি হে মহান্,

ধর্ম্মে হোক্ অচঞ্চল মতি ;
লহ বর মতিমান্ !

কর্ণ। দেবে যদি, এই বর দাও—
লোভে ক্ষোভে কভু যেন
দুর্য্যোধনে তেয়াগিতে
প্রবৃত্তি না হয় মোর।

কৃষ্ণ। তাই হোক্ বীরবর! নাহি ভয়,
পাপের সংসর্গ তব স্বর্গপথ
করিবে না রোধ। [প্রস্থানোদ্যোগ]

কর্ণ। একটু দাঁড়াও দেব! বৃষসেন!

বৃষসেনের প্রবেশ।

বৃষসেন। পুতুল এনেছ বাবা?

কর্ণ। আন্‌তে হয় নি বৃষসেন! তোমার কান্না শুনে পুতুল আপনি এসেছে।

বৃষসেন। কই বাবা, কই বাবা?

কর্ণ। এই যে বৃষসেন তোমার পুতুল। এ পুতুল মাটির নয়, রক্তমাংসে গড়া। নিয়ে যাও, ভাল ক'রে বেঁধে রাখ ; এক মুহূর্ত্তের জন্য ছেড়ে দিও না।

বৃষসেন। ওকেও যদি ভেঙ্গে ফেলে?

কর্ণ। এ পুতুল তখনি ভাঙ্গবে বৃষসেন, যখন তুমি অন্যায় কথা বল্‌বে আর অন্যায় কাজ কর্‌বে।

[প্রস্থান।

বৃষসেন। হ্যাঁ গা, তুমি আমার পুতুল?

কৃষ্ণ। হ্যাঁ, আমিই তোমার পুতুল।

বৃষসেন। তোমার হাতে চক্র কই?

কৃষ্ণ। তোমাদের দেউড়িতে ফেলে এসেছি।

বৃষসেন। ফেল্‌লে হবে না, নিয়ে এস।

কৃষ্ণ। এখনি যাচ্ছি।

বৃষসেন। না, তুমি পালিয়ে যাবে।

কৃষ্ণ। কখ্‌খনো পালাবো না। তুমি একটু চোখ বুজে থাক, আমি আস্‌ছি।

বৃষসেন। না, তোমার হাত বেঁধে দিই; বাঁধা হাত নিয়ে পালাতে গেলে রাস্তার লোক চোর ব'লে ধরিয়ে দেবে। [ফুলের মালায় শ্রীকৃষ্ণের হাত বাঁধিয়া দিল।]

কৃষ্ণ। আচ্ছা, তুমি চোখ বোজ, আমি আস্‌ছি।

বৃষসেন। আর একটু ছোট হ'য়ে এস পুতুল! আমি তোমার মাথা নাগাল পাচ্ছি না।

কৃষ্ণ। তাই হবে।

[শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান।

বৃষসেন।—

গীত।

আমি শুন্‌বো না আর বাঁশী।
চক্রধারি, শঙ্খ বাজাও আমার বুকে আসি।

ক্ষুদ্র চক্রধারীর প্রবেশ।

চক্রধারী।—　　শঙ্খ আমার বাজে যদি,
বইবে ধরায় রক্তনদী;

বৃষসেন।—　ফুট্‌বে তবু অরুণ আলোক, নিশায় আঁধার নাশি।

চক্রধারী।— আসবে মরণ মেলি পাখা,
ঘুচবে কত সিঁদুর শাঁখা;
বৃষসেন।— বাঁচার চেয়ে মরণ ভাল, জীবন যদি সর্ব্বনাশী।

চক্রধারী। তাই হবে বৃষসেন! মহাজাতির কল্যাণে নরমেধ যজ্ঞই আমি করবো। শান্তিময় ধরণীর বুকে অশান্তির প্রবল বন্যা নিয়ে এসেছে যারা, তাদের শ্মশানের উপর মহামানবের মন্দির গ'ড়ে উঠুক্।

[উভয়ের প্রস্থান।

চার।

উত্তর গো-গৃহ।

দুর্য্যোধনের প্রবেশ।

দুর্য্যোধন। কেউ ফিরলো না। একা ওই নপুংসকের শরাঘাতে অর্দ্ধেক সৈন্য প্রাণ দিয়েছে, আর অর্দ্ধেক পৃষ্ঠপ্রদর্শন ক'রে চ'লে গেল। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, শকুনি—কেউ দুটো দিন যুদ্ধ করতে পারলে না। রাজা দুর্য্যোধনের একি শোচনীয় পরাজয়! কিন্তু কে এই নপুংসক? মানুষ না সাক্ষাৎ যম? একা আমার এতবড় বাহিনী বিধ্বস্ত ক'রে দিলে!

বিকর্ণের প্রবেশ।

বিকর্ণ। আর দাঁড়িয়ে কেন মহারাজ? চল।

দুর্য্যোধন। এতবড় বিরাট বাহিনীর এমন শোচনীয় পরাজয়! একি কলঙ্ক!

বিকর্ণ। এর চেয়ে অনেক বেশী কলঙ্ক তো আগেই তুমি গায়ে ছাপ মেবে নিয়েছ দাদা।

দুর্য্যোধন। বিকর্ণ!

বিকর্ণ। এতবড একটা বংশের ছেলে তুমি, তোমারই আদেশে সহস্র চক্ষুব উপবে তোমাব কুলবধূব শাড়ী কেডে নেওয়া হ'লো, তবু তোমাব মুখটা তো আগুনে ঝল্‌সে গেল না।

দুর্য্যোধন। তাহ'লে তুমি বুঝি আনন্দিত হ'তে?

বিকর্ণ। কেন হবো না? এবা তোমাবই দোষে আজ আমরা সবংশে মর্‌তে বসেছি। তোমার জন্য পিতাব মুখ পুড়েছে, মায়ের মাথা লজ্জায় নুয়ে পডেছে; ভীষ্মদেব, দ্রোণাচার্য্য, কর্ণ, কৃপাচার্য্য সবাবই মুখে তুমি কলঙ্ক লেপন করেছ। এতেও তোমাব সাধ মিট্‌লো না, আবার এসেছ ঢাকঢোল বাজিয়ে গোধন হরণ করতে।

দুর্য্যোধন। হবণ নয় মূর্খ, সবলে অধিকাব কর্‌তে।

বিকর্ণ। ও একই কথা। পবেব জিনিষ গ্রহণ করার নামই চুরি, তা তুমি গোপনেই নাও আব প্রকাশ্যেই নাও।

দুর্য্যোধন। মূর্খ। রথেব উপরে ওই নপুংসক কে, বল্‌তে পার?

বিকর্ণ। বল্‌তে ঠিক পাচ্ছি না, তবু সন্দেহ হ'চ্ছে—

দুর্য্যোধন। কি?

বিকর্ণ। ও কে রথেব দিকে ছুটে যাচ্ছে দাদা?

দুর্য্যোধন। তাইতো, এ যে কৃষ্ণ।

বিকর্ণ। এইবার বল্‌তে প   াদা ওই নপুংসকের নাম—

দুর্য্যোধন। কি?

বিকর্ণ। অর্জ্জুন :

দুর্য্যোধন। অর্জ্জুন! তাইতো বটে; ওই তো সেই আজানু-লম্বিত বাহু। কিন্তু এ যে নপুংসক।

বিকর্ণ। উর্ব্বশীর শাপের কথা শোন নি? এক বৎসরের জন্য ধনঞ্জয় ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

দুর্য্যোধন। ডাক—ডাক, সবাইকে ডাক। পাণ্ডবেরা ধরা পড়েছে।

বিকর্ণ। তাতে তোমার কোন লাভ নেই দাদা! অজ্ঞাতবাসের এক বৎসর কাল শেষ হয়েছে।

দুর্য্যোধন। শেষ হ'য়ে গেছে!…একি, সহসা রণস্থল স্তব্ধ হ'য়ে গেল কেন? কে ওই এলোকেশী ঝড়ের বেগে ছুটে আসছে বিকর্ণ?

বিকর্ণ। মা।

দুর্য্যোধন। মা? রণস্থলে মা?

বিকর্ণ। রণস্থল নয়, চুরির স্থল। দেখ্‌ছো দাদা, মা তোমার দিকেই ছুটে আসছেন?

দুর্য্যোধন। আমার দিকে! ও—আচ্ছা, তুমি ব'লো, আমি হস্তিনায় যাত্রা করেছি। আমি যাই—

বেগে গান্ধারীর প্রবেশ।

গান্ধারী। সুযোধন! আমার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে তুমি গো-হরণ করতে এসেছ? জগতে কোন রাজা যা কল্পনাও করতে পারে নি, তুমি সেই ঘৃণিত কাজ করতে হাত বাড়িয়েছ? মহামানব ভীষ্মদেব, আচার্য্য দ্রোণকে পর্য্যন্ত তুমি চোর সাজিয়ে এনেছ? আমার ছেলে চোর? ওরে মূর্খ, ওরে নরকের কীট, পৃথিবীর বুকের

উপর দিয়ে তুমি অসংখ্য অনাচারের ঢেউ বইয়ে দিয়েছ, সর্ব্বংসহা পৃথিবী সব সইতে পারে, কিন্তু আমি আর সইবো না।

দুর্য্যোধন। কেন সইবে না মা? আমি তো মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসি নি। তুমিই আমার রূপ দিয়েছ। ভূমিষ্ঠ হ'য়েই তো আমি দানবের আকার ধারণ করি নি। সব শিশুর মত আমিও তো দেবতা হ'য়েই এসেছিলাম। তবে কোন্ অপরাধে তুমি আমার প্রাপ্য সম্পদ্ মাতৃস্নেহ যুধিষ্ঠিরকে দান কর, শুনি? মায়ের দুধ খেয়েই তো সন্তান মায়ের প্রকৃতি অর্জ্জন করে মা! যে সন্তানকে তুমি এক ফোঁটা দুধ দিলে না, সে তোমার প্রকৃতি কোথায় পাবে জননি?

গান্ধারী। আঁতুড় ঘরে যার মা মরে, সেও তো এত অনাচারী হয় না।

দুর্য্যোধন। মা, নিজের সম্পদ্ যমকে দেওয়া যায়, পরকে দেওয়া যায় না।

গান্ধারী। চ'লে এস।

দুর্য্যোধন। কোথায়?

গান্ধারী। বিরাট-রাজসভায়।

দুর্য্যোধন। কেন?

গান্ধারী। দন্তে তৃণ ধারণ ক'রে ক্ষমা ভিক্ষা করবে। আর এই মুহূর্ত্তে দুঃশাসন আর শকুনিকে ত্যাগ করবে।

দুর্য্যোধন। এর কোনটাই আমি পারবো না।

বিকর্ণ। কেন পারবে না?

দুর্য্যোধন। দুর্য্যোধন মরতে জানে, তবু মাথা নোয়াতে জানে না।

গান্ধারী। মাথা এখনও উঁচু আছে তোমার?

দুর্য্যোধন। চিরদিন থাকবে।

গান্ধারী। তুমি ক্ষমা চাইবে না?

দুর্য্যোধন। না। আজ আমি ফিরে যাচ্ছি,—আবার আস্‌বো।

গান্ধারী। দাঁড়াও।

বিকর্ণ। এই তরবারিখানা নাও মা! তোমার বংশে যে কলঙ্ক লেপন করেছে, তাকে হত্যা কর। [প্রস্থানোদ্যোগ] তবে সাবধান, এক ফোঁটা রক্ত যেন মাটিতে না পড়ে।

[প্রস্থান।

গান্ধারী। [দৃঢ়ভাবে] আমি তোমার শিরশ্ছেদ কর্‌বো। [তরবারি উত্তোলন]

যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ।

যুধিষ্ঠির। ক্ষান্ত হও বড় মা!

গান্ধারী। কে? যুধিষ্ঠির, তুমি এখানে!

যুধিষ্ঠির। আমরা এই এক বৎসর বিরাটরাজের গৃহেই আত্ম-গোপন করেছিলাম।

গান্ধারী। কৌরববাহিনীকে তোমরাই হটিয়ে দিয়েছ?

যুধিষ্ঠির। আমরা সকলে নই মা, একা অর্জ্জুন।

গান্ধারী। কোথায় অর্জ্জুন?

যুধিষ্ঠির। ঐ যে, তোমায় দেখে এদিকেই আস্‌ছে।

গান্ধারী। ঐ নপুংসক বৃহন্নলাই অর্জ্জুন? কীচককে বধ করেছে কে?

যুধিষ্ঠির। বল্লভরূপী ভীম।

গান্ধারী। ধর্ম্ম আছেন যুধিষ্ঠির! আমি জানি, কেউ তোমাদের অনিষ্ট কর্‌তে পার্‌বে না। এইবার তোমরা তোমাদের প্রাপ্য বুঝে

নাও। জেনে রাখ, শুধু ইন্দ্রপ্রস্থ নয়, হস্তিনারাজ্যেও তোমারি অধিকার।

দুর্য্যোধন। আমিও ব'লে রাখি, শুধু হস্তিনা নয়, ইন্দ্রপ্রস্থেও আমারি অধিকার।

গান্ধারী। পৃথিবীর আলো বাতাসেও তোমার অধিকার নেই। তুমি সৃষ্টির কলঙ্ক, তোমার জন্য পৃথিবী সহজে নিঃশ্বাস ফেল্‌তে পাচ্ছে না। আমি তোমাকে হত্যা ক'রে পৃথিবীর ভার লাঘব কর্‌বো। [তরবারি উত্তোলন]

যুধিষ্ঠির। ক্ষমা কর দেবি, হতভাগা সুযোধন তোমার ক্রোধের পাত্র নয়। [তরবারি কাড়িয়া লইলেন।]

গান্ধারী। তুমি এখনও বল্‌ছো ওকে ক্ষমা কর্‌তে! তুমি কি পাষাণ? তোমার কি মানমর্য্যাদাও নেই যুধিষ্ঠির? এরা কেবলি তোমায় আঘাত কর্‌বে আর তুমি কর্‌বে ক্ষমা!

যুধিষ্ঠির। আমি যে বড় ভাই।

অর্জ্জুনের প্রবেশ।

অর্জ্জুন। বড় ভাইয়ের কর্ত্তব্য তুমি তো পালন করেছ, দাদা! এবার বড় ভাইয়ের অধিকার বুঝে নাও।

যুধিষ্ঠির। কি অধিকার অর্জ্জুন?

অর্জ্জুন। হস্তিনা আর ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসন।

যুধিষ্ঠির। হস্তিনার সিংহাসন আমি সুযোধনকে দান ক'চ্ছি।

দুর্য্যোধন। দান ক'চ্ছো দুর্য্যোধনকে?

যুধিষ্ঠির। সুযোধন, আমার ইন্দ্রপ্রস্থ ফিরিয়ে দাও।

দুর্য্যোধন। ইন্দ্রপ্রস্থ তোমার নয়, আমার।

গান্ধারী ও অর্জ্জুন। তোমার!

দুর্য্যোধন। হ্যাঁ।

গান্ধারী। দেবে না তুমি ইন্দ্রপ্রস্থ?

দুর্য্যোধন। শুধু ইন্দ্রপ্রস্থ কেন মা? হস্তিনাও দেবো। কিন্তু অধিকার ব'লে নয়, আমার কাছে ভিক্ষা চেয়ে নিতে হবে।

অর্জ্জুন। ভিক্ষা!

গান্ধারী। যুধিষ্ঠির করবে ভিক্ষা!

দুর্য্যোধন। ভিক্ষায় তো তার অভ্যাস আছে মা। একমুঠো চাল যে ভিক্ষা করতে পারে, সে একটা রাজ্য ভিক্ষা করতে পারবে না?

অর্জ্জুন। না। নিজের জিনিষ ভিক্ষা ক'রে নিতে হয় না, নিতে হয় গলা টিপে।

দুর্য্যোধন। তাহ'লে গলা টিপেই আদায় ক'রো, আমি দেবো না সিংহাসন।

গান্ধারী। মরবে নির্ব্বোধ!

দুর্য্যোধন। সেও ভাল; তবু বড়র দাবী নিয়ে কেউ আমার কাছে এক কণা শস্যও পাবে না। আমি যে পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে থাকবো, সে পৃথিবী থাকবে আমার পায়ের তলায়।

অর্জ্জুন। রণস্থল থেকে যদি সসৈন্যে পালিয়ে না আসতে, এতক্ষণে তোমার মাথাটা ধর্ম্মরাজের পায়ের তলায় গড়াগড়ি যেতো।

দুর্য্যোধন। মরার পরে আমার মাথাটা কার পায়ের তলায় থাকবে, আমি দেখতে আসবো না। কিন্তু আমার জীবিত মাথাটা থাকবে সবার উপরে।

গান্ধারী। সুযোধন!—

দুর্য্যোধন। আমাব এক কথা মা, দিতে হয় ভিক্ষা দেবো, না হয় কিছুই দেবো না।

যুধিষ্ঠিব। সুযোধন, ভাইয়ে ভাইয়ে এই কলহে কাবও লাভ নেই। তুমি নির্ব্বিবাদে বাজ্যভোগ কব, আমাব কোন আপত্তি নেই। তোমাব কাছে ভিক্ষা কবৃতেও আমাব কোন লজ্জা নেই; কিন্তু তাতে তোমাবই অমঙ্গল হবে। তুমি আমাদেব পাঁচ ভাইকে শুধু পাঁচখানা গ্রাম ফিবিয়ে দাও।

অর্জ্জুন। দাদা!—

যুধিষ্ঠিব। দাও সুযোধন। আজন্ম কলহেব অবসান কব, শুধু পাঁচখানা গ্রাম।

দুর্য্যোধন। মুখে বল্লে হবে না যুধিষ্ঠিব। নতজানু হ'য়ে ভিক্ষা চেয়ে নিতে হবে।

অর্জ্জুন। আমি তোমাকে এই মুহূর্ত্তেই যমালয়ে পাঠাবো নবাধম! [ধনুকে জ্যা বোপণ, যুধিষ্ঠিবেব বাধাদান] কেন বাধা দিচ্ছ দাদা? পায়ে ধবি তোমাব, আমি এইদণ্ডেই ওব ছিন্নমুণ্ড শববিদ্ধ ক'রে অন্ধবাজেব পায়েব তলায় পাঠিয়ে দেবো।

গান্ধাবী। তাই দাও অর্জ্জুন, তাই দাও। এই হিংস্র পশুকে হত্যা ক'বে পৃথিবীকে ভারমুক্ত কব। আমি তোমায় প্রাণ খুলে আশীর্ব্বাদ কবৃবো।

যুধিষ্ঠির। সুযোধন. এখনও কথা শোন। শুধু পাঁচখানি গ্রাম।

দুর্য্যোধন। অধিকাব ব'লে সূচ্যগ্র ভূমিও আমি দেবো না।

[প্রস্থানোদ্যোগ]

গান্ধারী। সুযোধন!—

দুর্য্যোধন। মায়েব অনুবোধেও নয়। [প্রস্থানোদ্যোগ]

[পুষ্টি।

অর্জ্জুন। কৌরবরাজ!

দুর্য্যোধন। রক্তচক্ষুর ভয়েও নয়।

[প্রস্থান।

যুধিষ্ঠির। যাক্, নাই দিলে, তবু ভাই।

গান্ধারী। ভাই নয়, শত্রু। শুধু তোমার নয়, সমগ্র পৃথিবীর শত্রু। একে ক্ষমা করার কোন অধিকার তোমার নেই। যুধিষ্ঠির, অনুরোধ ক'রে যা পেলে না, জোর ক'রে তা আদায় কর। এ আমার উপদেশ নয়, আদেশ। [প্রস্থান।

যুধিষ্ঠির। আদেশ! তাইতো।

[প্রস্থান।

অর্জ্জুন। আর কতদিন? নারায়ণ, এখনও কি সময় হয় নি?

অভিমন্যুর প্রবেশ।

অভিমন্যু। মশায়!

অর্জ্জুন। কে?

অভিমন্যু। যুদ্ধ কি থেমে গেছে? কাউকে তো দেখ্ছি না! কারা জিত্লে বল্তে পারেন? কি হ'লো? উত্তর দিচ্ছেন না যে?

অর্জ্জুন। ক্ষমা কর বালক! তোমাকে দেখে মনটা বড় চঞ্চল হ'য়ে উঠেছিল। অনেকদিন আগে একটি শিশুর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। দীর্ঘ অদর্শনে সে হয়তো আমায় ভুলে গেছে। আবার নূতন ক'রে তার সঙ্গে পরিচয় করতে হবে।

অভিমন্যু। আপনার সঙ্গে তো অস্ত্রশস্ত্র দেখ্ছি। আপনিও যুদ্ধ করেছেন বুঝি?

অর্জ্জুন। হ্যাঁ।

অভিমন্যু। ওই চোরগুলোর পক্ষে তো?

অর্জ্জুন। স্তব্ধ হও প্রগল্‌ভ বালক!

অভিমন্যু। ওঃ—গরু চুরি কর্‌তে এসে দাপট কত!

অর্জ্জুন। সাবধান বালক, আমায় উত্যক্ত ক'রো না, তুমি জান না আমি কে?

অভিমন্যু। কোন্ মহাবীরের নন্দন আপনি? দেখে তো মনে হয় না যে জীবনে কখনও অস্ত্র ধরেছেন। কি বল্‌বো, মামার সঙ্গে আস্‌তে দেরী হ'য়ে গেল। চোরগুলোকে যদি একবার দেখ্‌তে পেতাম,—ওঃ।

অর্জ্জুন। অস্ত্র ধর্‌তে জান?

অভিমন্যু। মা'র কাছে যা শিখেছি, চোরকে শিক্ষা দিতে তাই যথেষ্ট।

অর্জ্জুন। নারীর কাছে অস্ত্রশিক্ষা ক'রে আমার কাছে আস্ফালন কর্‌তে এসেছ?

অভিমন্যু। নারী ব'লে ব্যঙ্গ ক'চ্ছেন? সে নারী আপনার মত বীরপুরুষকে গ্রাহ্যও করে না।

অর্জ্জুন। বিরক্ত ক'রো না বর্ব্বর! যাও, দূর হও।

অভিমন্যু। বর্ব্বর আমি? চোর, ডাকাত, জল্লাদের দল,—

অর্জ্জুন। মৃত্যু তোমাকে স্মরণ করেছে বালক! [তরবারি নিষ্কাসন]

অভিমন্যু। আমাকে নয়, আপনাকে। [প্রতিরোধ]

[উভয়ের যুদ্ধ]

অর্জ্জুন। কে তুমি বালক? তুমি কে?

অভিমন্যু। তোমার যম। [অর্জ্জুনের তরবারি হস্তচ্যুত হইল।] কি বীরপুরুষ, দিই মাথাটা কেটে?

সুভদ্রার প্রবেশ

সুভদ্রা। ওরে, সর্ব্বনাশ করিস্ নে। ফেল দে তরবারি, ফেলে দে হতভাগা! মাথাটি তোল গো, কোন ভয় নেই।

অর্জ্জুন। সুভদ্রা!

সুভদ্রা। ছি-ছি-ছি, ছেলের কাছে হেরে গেলে!

অর্জ্জুন। ছেলে! কার ছেলে! কি বল্‌ছো তুমি?

সুভদ্রা। বল্‌ছি তোমার মাথা। ওরে ও হতভাগা ছেলে, তরবারিটা তুলে দে; প্রণাম কর্।

অভিমন্যু। কাকে প্রণাম কর্‌বো?

সুভদ্রা। তোর বাবাকে।

অভিমন্যু। বাবা?

সুভদ্রা। হ্যাঁ রে বোকা ছেলে, এ-ই তোর বাবা।

অভিমন্যু। [প্রথমে বিস্মিত হইল; তারপর এক পা এক পা করিয়া পিতার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল।] এই আমার পিতা বিশ্ববিজয়ী ধনঞ্জয়! দীর্ঘকায়, আজানুলম্বিত বাহু, আকর্ণ-বিশ্রান্ত নয়ন, গাণ্ডীবধারী—ছি-ছি-ছি, কি কল্লাম আমি? বাবা, আমায় ক্ষমা কর। [প্রণাম]

অর্জ্জুন। পদতলে নয় বাবা, আমার বুকে এস। দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর ধ'রে আমি এমনি একটি বীর-শিশুকেই ধ্যান করেছি, যে আমার হাত থেকে তরবারি ছিনিয়ে নেবে। ওরে আমার সাধনার কৌস্তুভ রত্ন, আমি সহস্রবার তোমার হাতে পরাজয়ের কলঙ্ক মেখে নেবো। তুমি চিরদিন জয়ী হও, আমি চির-পরাজিতই থাক্‌বো।

সুভদ্রা। চল বৃহন্নলা, তোমার ছাত্রীকে আশীর্ব্বাদ কর্‌বো।

অর্জ্জুন। ছাত্রী! উত্তরা!

সুভদ্রা। হ্যাঁ; তোমার ছাত্রী, আমার পুত্রবধু।

অর্জ্জুন। সে কি!

সুভদ্রা। সবাই জানে, আর তুমি জান না? উর্ব্বশীর শাপে বুদ্ধিটাও কি লোপ পেয়েছে! বিবাহ যে স্থির হ'য়ে গেছে।

অর্জ্জুন। এ তো বড আশ্চর্য্য। আমার পুত্রের বিবাহ; আর আমি জানি না?

সুভদ্রা। তুমি আবার জান্‌বে কি? জান্‌বো আমি।

অর্জ্জুন। অপরাধ হয়েছে দেবি! নিমন্ত্রণটা হবে তো?

সুভদ্রা। তা হ'তে পাবে।

উত্তরার প্রবেশ।

উত্তরা। ও ছেলে, তোমার দেরী হ'চ্ছে ব'লে আমিই ছুটে এলাম। সবাই বাদ্যভাণ্ড নিয়ে তোমায় নিতে আস্‌ছে; কত উপহার এনেছে, দেখ্‌লে তুমি অবাক্ হ'য়ে যাবে। আমি আর কি কর্‌বো বল? তাড়াতাড়ি এক ছড়া মালা গেঁথে আনলাম। ধর, সবার আগে আমার উপহার নিতে হবে বাপু!

অর্জ্জুন। শুধু মালা নয় মা! মালার সঙ্গে আমি তোমাকেও চাই।

উত্তরা। কি রকম!

সুভদ্রা। কথাটা বুঝলে না মা? তোমাকে—

উত্তরা। দাঁড়াও—দাঁড়াও, তুমি আবার কে?

সুভদ্রা। উনি তোমার ছেলে তো? তাহ'লে আমি তোমার মেয়ে।

উত্তরা। মেয়ে!

সুভদ্রা। হ্যাঁ মা!

উত্তরা। বড় গোলমেলে কথা বল্‌ছো তোমরা। ওই যে ভদ্র-লোক তোমার অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে পরীক্ষা ক'চ্ছে, ও কে?

অর্জ্জুন। তোমার বর।

সুভদ্রা। মালাটা ওর গলায়ই পরিয়ে দাও।

[অর্জ্জুন ও সুভদ্রার প্রস্থান।

উত্তরা। এই!

অভিমন্যু। কি?

উত্তরা। ওঁদের কথা কিছু বুঝ্‌লে?

অভিমন্যু। না।

উত্তরা। বল্‌লে, তুমি আমার বর।

অভিমন্যু। য্যা—য্যাঃ।

উত্তরা। ওঃ, বাঁদরের মত মুখ ভ্যাঙ্গাচ্ছে।

অভিমন্যু। কি, আমি বাঁদর?

উত্তরা। তাইতো মনে হ'চ্ছে।

অভিমন্যু। মাথাটা উড়িয়ে দেবো, জান?

উত্তরা। মুখটা পুড়িয়ে দেবো, জান?

অভিমন্যু। যা—যাঃ, দূর হ'।

উত্তরা। দূর হবো কি? মালাটা যে দিতে বল্‌লে।

অভিমন্যু। মালা! তাইতো। পুরুষ হ'য়ে স্ত্রীলোকের মালা পর্‌বো!

উত্তরা। নারী হ'য়ে পুরুষের গলায় মালা দেবো!

অভিমন্যু। কিন্তু মা'র কথা তো রাখতেই হবে।

উত্তরা। গুরুর কথা তো না রাখলে চলে না। এখন উপায়?

অভিমন্যু। উপায় বিবাহ।

উত্তরা। বিবাহ! তোমাকে! [অভিমন্যুকে ভাল করিয়া নিরীক্ষণ]

অভিমন্যু। দেখ্‌তে হবে না। কুলে শীলে রূপে গুণে সব ঠিক। আর কথা যখন উঠেছে, বিয়ে হ'য়েই গেছে। বিশেষতঃ মামা যখন এর মধ্যে আছেন। দাও।

উত্তরা।— **গীত।**

আমি মালা দেবো তার গলে
যে বেঁধে রাখ্‌বে পিষে মহাবলে জুতোর তলে।
অশ্রুতে যে গল্‌'বে না,
ভয় ভাবনায় টস্‌'বে না,
কারেও যে টল্‌বে না, চল্‌বে ধরায় আপন বলে।
থাক্‌বে না যে আঁচল ধ'রে,
আমার কাছে নিত্য ঘরে,
আমি যাবো তারি ঘরে, ফুট্‌বো দুজন দলে দলে।

অভিমন্যু। ব্যস্‌—ব্যস্‌, তাহ'লে আর কথা নেই। হুবহু মিলে যাচ্ছে। চ'লে এস।

উত্তরা। কিন্তু—

অভিমন্যু। কিন্তু কি?

উত্তরা। তুমি যে ব্যাটাছেলে।

অভিমন্যু। ব্যাটাছেলেকেই তো বিয়ে করতে হয়, কোন্ মেয়ে-ছেলে তোমাকে বিয়ে করবে শুনি? চ'লে এস—চ'লে এস। তোমার বরাত ভাল যে এমন বর পেয়ে গেলে। মহাবীর অর্জ্জুনের ছেলে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভাগ্নে, নিজেও বড় যে সে ব্যক্তি নই। এস, এস, শুভস্য শীঘ্রং!

[উত্তরাসহ প্রস্থান।

———

পাঁচ।

রাজপ্রাসাদের একাংশ।

গান্ধারী ও শকুনির প্রবেশ।

গান্ধারী। আমি সোজাসুজি তোমায় জিজ্ঞাসা ক'চ্ছি, তোমার এই ক্রূর অভিসন্ধি ত্যাগ করবে কি না?

শকুনি। ত্যাগ করার মত কোন অভিসন্ধি আমার নেই।

গান্ধারী। শকুনি!—

শকুনি। আমায় বিশ্বাস কর দিদি, অন্যায় বা অসম্ভব আমি কিছুই করি নি।

গান্ধারী। মাথা হেঁট ক'রে কেন, আমার মুখের দিকে চেয়ে বল। তোমার জন্মের পর মা যখন রোগশয্যায়, তখন আমিই তোমাকে স্তন্য দিয়ে বাঁচিয়েছিলাম। মনে আছে সে কথা?

শকুনি। আছে।

গান্ধারী। সুযোধন তৃষ্ণায় হাহাকার করেছে, তার প্রাপ্য দুধের ভাগ সবটুকু আমি তোমাকে দিয়েছি।

শকুনি। সত্য।

গান্ধারী। আজ সে দুধের ঋণ পরিশোধ করতে পারবে?

শকুনি। পারবো।

গান্ধারী। তাহ'লে এ যুদ্ধ বন্ধ কর।

শকুনি। কি উপায়ে?

গান্ধারী। মাথাটা নাড়া দাও, উপায়ের অভাব হবে না।

শকুনি। কিন্তু—

গান্ধারী। "কিন্তু প্রতিশোধ নেওয়া হবে না।" কার উপর প্রতিশোধ নেবে মূর্খ? এ শাস্তি কার? যদি জান্‌তাম আমার বুকটা শূন্য ক'রেই এ কালানল নিভে যাবে, তাহ'লেও আমি বাধা দিতাম না। কিন্তু সমস্ত পৃথিবীতে আজ আগুণ ধ'রে গেছে। অকালে মহাপ্রলয়ের গর্জ্জন আমি শুন্‌তে পাচ্ছি। এ দুর্দ্দৈব থেকে পৃথিবীকে রক্ষা কর।

শকুনি। কর্‌বো, আমি তোমার দুধের ঋণ পরিশোধ কর্‌বো।

গান্ধারী। যদি আর কিছু না কর্‌তে পার, একটা মানুষকে হত্যা ক'রে কোটি কোটি মানুষের প্রাণ রক্ষা কর।

শকুনি। কাকে হত্যা কর্‌বো?

গান্ধারী। সুযোধনকে।

শকুনি। দিদি!

গান্ধারী। কত মা পুত্রহীন হবে, কত সতীর সিঁদুর মুছে যাবে, কত সংসার ছারখার হ'য়ে যাবে। একজনকে হত্যা কর্‌লে যদি এতগুলো মানুষকে রক্ষা করা যায়,—তাই কর শকুনি, তুমি তাই কর। [শকুনির হাতে ছুরি দিলেন।]

শকুনি। ঋণ-পরিশোধ! সবার কাছেই আমি ঋণী, আমার কিছু পাওনা নেই। আচ্ছা, আমি যাচ্ছি। রাক্ষসি, কেন আমায় দুধ দিয়েছিলি? তখন যদি জান্‌তাম, একদিন এর প্রতিদান দিতে হবে, তাহ'লে আমি দুধ না খেয়ে বিষ খেতাম। [স্বগত] বাবা, হ'লো না; বাদী হ'লো তোমারই মেয়ে। [প্রস্থানোদ্যোগ; নেপথ্যে সহসা শঙ্খনাদ] ওঃ—আবার, আবার ওই শঙ্খনাদ। আমি পার্‌বো না দিদি! ওই শঙ্খ বাজে,—ও আমায় মুক্তি দেবে না। ও কি

বল্‌ছে, জান? "আমি ওদের মেরে রেখেছি, তুমি নিমিত্তের ভাগী হও।" আমি যাই, আমি যাই। [প্রস্থান।

গান্ধারী। তবু মনটা কেন কাঁদে? কুলাঙ্গার পুত্রের জন্য কেন এত মায়া!

দুর্য্যোধনের প্রবেশ।

দুর্য্যোধন। মা!—

গান্ধারী। কোথা থেকে আস্‌ছো?

দুর্য্যোধন। পিতার আদেশে দ্বারকায় গিয়েছিলাম শ্রীকৃষ্ণের সাহায্য চাইতে।

গান্ধারী। সাহায্য পেয়েছ?

দুর্য্যোধন। পেয়েছি। শ্রীকৃষ্ণ তার দুর্দ্ধর্ষ নারায়ণী সেনা আমাকে দান করেছেন।

গান্ধারী। আর তিনি নিজে?

দুর্য্যোধন। অর্জ্জুনের সারথি। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন, এ যুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবেন না। এদিকে তাঁর বিশাল নারায়ণী সেনা আমারই অধীন; এদের প্রত্যেকে শ্রীকৃষ্ণের মত শক্তিমান্।

গান্ধারী। তাই তুমি মহানন্দে ছুটতে ছুটতে এসেছ? তোমার মত অপদার্থের এমনি মতিভ্রমই হয়। এর পরেও কি তুমি আশা কর যুদ্ধে তোমারই জয় হবে?

দুর্য্যোধন। নিশ্চয়ই। ভারতের অধিকাংশ রথী মহারথী আমারই সঙ্গে যোগ দিয়েছে। পাণ্ডবদের মাত্র আট অক্ষৌহিণী দুর্ব্বল সৈন্য, আর আমার দশ অক্ষৌহিণী যমের কিঙ্কর; তার উপর বিশ্ববিখ্যাত নারায়ণী সেনা।

গান্ধারী। ফুৎকারে উড়ে যাবে। একা অর্জ্জুনের সঙ্গে একদিন যুদ্ধ করে, এতবড় শক্তি তোমার এই দশ অক্ষৌহিণী বীরপুরুষের নেই। শুধু পাশুপত অস্ত্র ত্যাগ করলেই এক মুহূর্ত্তে সে তোমাদের নির্ম্মূল করতে পারে। তার উপর শ্রীকৃষ্ণ তার সারথি।

কৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ তো অস্ত্র ধারণ করবে না।

গান্ধারী। এ স্তোকবাক্যে তুমি আমার ওই মূর্খ পুত্রটিকে ভোলাতে পার, কিন্তু আমি ভুলবো না। যে রথ তুমি চালাবে, তার গতিরোধ করতে মহেশ্বরেরও সাধ্য নেই।

কৃষ্ণ। কি আশ্চর্য্য, আমি তো নিরস্ত্র সারথি।

গান্ধারী। তারও কোন প্রয়োজন ছিল না। তুলসী পাতায় তোমার নামটি লিখে অর্জ্জুনের রথে ফেলে দাও, রথ আপনিই চলবে, শত্রুর মাথা আপনিই লুটিয়ে পড়বে। তোমার দোষ নেই কৃষ্ণ। তোমার চেয়ে তোমার নারায়ণী সেনাকে যে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়েছে, তার ধ্বংস কেউ রোধ করতে পারে না।

কৃষ্ণ। কিন্তু তুমি জান না দেবি, আমার নারায়ণী সেনা—

গান্ধারী। থাক্ আমাকে আর বোঝাতে হবে না, যদি পার বোঝাও ওই মহামানী রাজাটাকে, যে, অধর্ম্ম কখনও জয়ী হয় না।

[প্রস্থান।

কৃষ্ণ। মহারাজ দুর্য্যোধন, আমি এখনও বলছি, সাধ ক'রে আগুনে হাত দিও না।

দুর্য্যোধন। আগুনের সাধ্য নেই যে, দুর্য্যোধনের হাত পুড়িয়ে দেয়।

কৃষ্ণ। শুধু তোমাকে নয়, এ আগুন সমগ্র জগৎটাকেই পোড়াবে, আর এ পোড়া ঘা কোনদিন শুকুবে না। ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের যে ভয়াবহ দৃষ্টান্ত তুমি আজ স্থাপন করেছ, এর পরিণামে গোটা পৃথিবী আপ্রলয় বিষের জ্বালায় জর্জ্জরিত হবে। ভাই ভাইকে আর বিশ্বাস করবে না, মা আর ছেলের কাছে নির্ভয়ে দাঁড়াতে পারবে না। তুমি বীর, তুমি শক্তিমান্; একবার ভাল ক'রে নিজের কথা ভাব, তোমার অসীম শক্তি নিয়ে তুমি ভাইদের সঙ্গে মিলিত হও। একশো পাঁচ ভাইয়ের মিলিত শক্তিতে পৃথিবী স্বর্গে পরিণত হবে।

দুর্য্যোধন। না কৃষ্ণ, কৌরব-পাণ্ডবে মিলন অসম্ভব।

কৃষ্ণ। অসম্ভব কেন ভাই? তারা তো হাত বাড়িয়েছে, তুমি তাদের বাহুবন্ধনে ধরা দাও। রাজভোগ তুমিই খেয়ো, তাদের দিও একমুঠো শাকভাত; রাজত্ব তুমিই ক'রো, তাদের দিও একটুখানি স্বাধীন আশ্রয়।

দুর্য্যোধন। বলেছি তো, ভিক্ষা ক'রে সর্ব্বস্ব নিক্, দাবী ক'রে কিছুই পাবে না।

কৃষ্ণ। ভাইয়ের কাছে ভাই যদি দাবী না করবে, কে দাবী করবে রাজা? বংশের রক্ত যে দাবী স্বীকার করেছে, তুমি কেন তা অস্বীকার করবে, বল?

দুর্য্যোধন। তারা আমাদের বংশের কেউ নয়।

কৃষ্ণ। বৃথা অভিমান ত্যাগ কর দুর্য্যোধন! পাণ্ডবেরা ধর্ম্মের আশ্রিত, তাদের পরাস্ত করতে পারে, ত্রিভুবনে এমন শক্তি নেই।

দুর্য্যোধন। পরীক্ষাটাই হোক্।

কৃষ্ণ। স্বয়ং মহাদেব অর্জ্জুনের শক্তি পরীক্ষা করেছেন।

দুর্য্যোধন। দুর্য্যোধন ভাঙ্গড়-ভোলা মহাদেব নয়, দুর্য্যোধন—দুর্য্যোধন।

কৃষ্ণ। তুমি উন্মাদ হয়েছ, অন্ধরাজের উচিত, তোমাকে বেঁধে কারাগারে নিক্ষেপ করা।

দুর্য্যোধন। হীন গোপনন্দন, তুমি আমার প্রাসাদে দাঁড়িয়ে আমাকে চোখরাঙাতে সাহস কর?

কৃষ্ণ। করি। তুমি সবার কাছে মহামানী সম্রাট্ হ'লেও আমার চোখে একটা তুচ্ছ পিপীলিকা।

দুর্য্যোধন। কৃষ্ণ।

কৃষ্ণ। চুপ্। অসংখ্য অপরাধে অপরাধী তুমি। তোমারই জন্য পৃথিবীতে আজ অধর্ম্মের বন্যা ব'য়ে যাচ্ছে। তবু আমি তোমায় শেষ সুযোগ দিতে এসেছিলাম। তুমি যখন শুনলে না, আমি তোমায় চরম দণ্ড দেবো।

দুর্য্যোধন। তার আগেই আমি তোমায় বন্দী করবো পাষণ্ড। অর্জ্জুনের রথের রশ্মি তোমাকে আর ধারণ করতে হবে না। সারাজীবন ধ'রে তুমিই আমার মুখের আহার, চোখের ঘুম বিষাক্ত করেছে, তোমারি বলে বলীয়ান্ হ'য়ে পাণ্ডবেরা আমার মাথার উপরে পা তুলে দিয়েছে। যুধিষ্ঠিরের চেয়েও তুমি আমার বড় শত্রু।

কৃষ্ণ। শত্রু বই কি, লম্পট। আমারই জন্য তুমি সেদিন ভ্রাতৃবধূর নগ্নরূপসুধা পান করতে পার নি, তাকে উরুদেশে বসিয়ে স্বর্গসুখ ভোগ করতে পার নি। ওরে হীন, ওরে নরাধম,—

দুর্য্যোধন। আমি তোমার শিরশ্ছেদ করবো।

কৃষ্ণ। শোন্, শোন্ পাপাচারি নিকৃষ্ট কৌরব,
ভারে তোর টলিছে মেদিনী,

আর্ত্তনাদে পূরিয়াছে গগনমণ্ডল,
বিশ্বের মঙ্গল তরে ধ্বংস তোর
অনিবার্য্য গতি।
ধর্ম্মরাজ্য করিতে স্থাপন
ধরিয়াছি নরের জনম।
গণ্ডূষে শুষিব আমি
পাপের জোয়ার, ধর্ম্মের বন্যায়
আবার এ ধরাতলে বহিবে প্লাবন।
রে পাতকি, যাদের চরণতলে
টলমল করিছে ধরণী,
তাহাদের মৃত্যুদণ্ড রক্তাক্ষরে
লিখেছে নিয়তি।
[মৃত্যুদণ্ড খুলিয়া দেখাইলেন।]
চেয়ে দেখ, সর্ব্বশীর্ষে লেখা আছে
পাপনাম তোমারি নারকি!

দুর্য্যোধন। রে জল্লাদ, নিয়তির দণ্ডাদেশ
আমার সমীপে তুমি এনেছ বহিয়া!
বাহুবলে দুর্য্যোধন বিশ্বজয়ী আজ,
নিয়তি লুণ্ঠিত মোর চরণের তলে।
শোন—শোন যাদব-নন্দন,
হ'তে পার তুমি ভগবান্,
তবু দুর্য্যোধন নতশিরে
মানিবে না কভু
তোমার নির্দ্দেশ।

গীতক ৬ বিদুরের প্রবেশ।

বিদুর।—

গীত।

ওরে মানি!
নয়ন খুলে দেখ না মুখে যোগায় কে এ ধরায় খানি।
থাক্‌তে আঁখি অন্ধসম মরিস্ না আর ঘুরে,
পরশমণি কাছেই জ্বলে, লুকিয়ে নেই সুদূরে,
লোভের ঠুলি মানের ঝুলি,
দে ফেলে, নে বুকে তুলি
সকল চাওয়ার শেষ পাওয়া ওর অভয় রাতুল চরণখানি।

দুর্য্যোধন। দূর হও উন্মাদ।

বিদুর। বেশ হয়েছে, খুব শিক্ষা হয়েছে। বিশ্ববন্দিত নারায়ণ তুমি, তুমি হ'লে কিনা সারথি! গলায় দড়ি জুট্‌লো না!

কৃষ্ণ। চল বিদুর, তোমার ঘরে যাই। আমি বড় ক্ষুধার্ত্ত।

বিদুর। থাক্ দয়াময়, আমার ঘরে শুধু দুটি ক্ষুদ আছে; তাতে এই বিরাট সারথির ক্ষুধা মিট্‌বে না।

কৃষ্ণ। কার ক্ষুধা মিটবে বিদুর?

বিদুর। ক্ষুদ্র বংশীধারীর।

কৃষ্ণ। বেশ, বংশীধারীই তোমার ঘরে যাবে।

বিদুর। এস।

[প্রস্থান।

কৃষ্ণ। বিদায় দুর্য্যোধন, সবংশে ধ্বংসের জন্য প্রস্তুত হও। আবার যদি জন্ম হয়, জীবনে আর কোন নারীকে উরু দেখিও না।

[প্রস্থান।

দুর্য্যোধন। ওই পাখী ডাক্‌ছে, আর একটু পরে কুরুক্ষেত্রে রক্তের নদী ব'য়ে যাবে। এখনও কি যুধিষ্ঠির আমার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার কর্‌বে না? ক্ষীণজীবী পাণ্ডবগণ সত্যই কি আমার কাছে ভিক্ষা-পাত্র তুলে দাঁড়াবে না?

জয়দ্রথের প্রবেশ।

জয়দ্রথ। মহারাজ! আর ভয় নেই, হ'য়ে গেল।

দুর্য্যোধন। কি হ'য়ে গেল?

জয়দ্রথ। দফা রফা।

দুর্য্যোধন। কার?

জয়দ্রথ। পাণ্ডবদের।

দুর্য্যোধন। কি হয়েছে?

জয়দ্রথ। শিবের কাছে বর পেয়েছি মশায়! অর্জ্জুন ছাড়া পাণ্ডবদের কারও কাছে আমি হার্‌বো না। আপনি অর্জ্জুনটাকে দেখুন, বাকী চারটেকে আমি পিষে রুটি বানাবো, তবে আমার নাম জয়দ্রথ।

দুর্য্যোধন। ভীম তোমাকে প্রহার করেছিল না?

জয়দ্রথ। প্রহার তো ছোটকথা; একেবারে সংহার। এইবার আমি ওর ভুঁড়ি ফাটাবো। তবে আপনিও সাবধান, ইতিমধ্যে আপনার উরুটি না ছাতু ক'রে ফেলে।

দুর্য্যোধন। চুপ কর।

জয়দ্রথ। না মশায়, সাবধানের মার নেই। মাথা ভাঙ্গলে সওয়া যায়, কিন্তু উরু গেলে সবই গেল; ভবিষ্যতে আবার যে কাউকে দেখাবেন,—

দুর্য্যোধন। দূর হও অপদার্থ!

জয়দ্রথ। দূর হবো কি? আমি যুদ্ধে যাচ্ছি; আপনারা আসুন, আজ ভীমকে এক হাত নেবো। আপনি বরং একটা কাজ করুন।

দুর্য্যোধন। কি?

জয়দ্রথ। মহারাণীকে বলুন উরুখানায় কাঁথা জড়িয়ে দিতে।

দুর্য্যোধন। জয়দ্রথ!

জয়দ্রথ। বলা যায় না, সব তাঁর ইচ্ছা।

[প্রস্থান।

দুর্য্যোধন। মূর্খের দল মরবে, তবু মাথা নত করবে না।

যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ।

যুধিষ্ঠির। সুযোধন!—

দুর্য্যোধন। এই যে, রণসাজে সেজে এসেছ দেখ্‌ছি।

যুধিষ্ঠির। তাহ'লে যুদ্ধ অনিবার্য্য?

দুর্য্যোধন। তুমিই জান। ভিক্ষা না চাইলে আমি সূচ্যগ্রভূমিও দেবো না।

যুধিষ্ঠির। তা আমি পারি না সুযোধন, কারণ তাতে তোমারই অমঙ্গল হবে।

দুর্য্যোধন। তাহ'লে কুরুক্ষেত্রেই ভাগ্য নির্ণীত হোক্।

যুধিষ্ঠির। এ পঙ্কের মধ্যে তুমি আমায় নামিও না ভাই! আমি রাজ্য চাই না, চাই ভাই। ভীমের প্রতিজ্ঞা তোমার মনে আছে? যুদ্ধ যদি হয়, তোমরা একশত ভাই তারই গদার আঘাতে প্রাণ দেবে।

দুর্য্যোধন। তখন তুমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে সিংহাসনে ব'সো।

যুধিষ্ঠির। তার চেয়ে আর একটা কাজ করবি ভাই? এখনো দিনের আলো ফুটে ওঠে নি। এখানে কেউ নেই। এই সময় চোখের পলকে তুমি আমার শিরশ্ছেদ কর। আমি ম'রে গেলে আমার ভাইয়েরাও বুক ফেটে ম'রে যাবে। তখন আর কেউ তোমার সঙ্গে বাদ সাধবে না। শুধু একটা অনুরোধ, আমার মাকে তুমি দেখো, আর দ্রৌপদীকে দ্বারকায় পাঠিয়ে দিও। [নিজের তরবারি-খানা দুর্য্যোধনের হাতে তুলিয়া দিলেন।]

দুর্য্যোধন। দুর্য্যোধন মরবে, তবু গুপ্তহত্যা করবে না। [তরবারি ফেলিয়া দিলেন।]

যুধিষ্ঠির। নিয়তিঃ কে ন বাধ্যতে।

[সহসা শঙ্খ বাজিয়া উঠিল; পাণ্ডবসৈন্যগণ নেপথ্যে জয়ধ্বনি দিল,—"জয় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের জয়।"]

গান্ধারীর প্রবেশ।

গান্ধারী। সুযোধন, শুনছো ওই শঙ্খনাদ?

দুর্য্যোধন। হ্যাঁ মা, আমিও প্রস্তুত।

গান্ধারী। যুদ্ধ তুমি করবেই?

দুর্য্যোধন। আমি তো যুদ্ধ ক'চ্ছি না মা, যুদ্ধ ক'চ্ছে যুধিষ্ঠির; আমি প্রতিরোধ করবো। আশীর্ব্বাদ কর মা, আমি যাই। জীবনে অনেক অধিকারে তুমি আমায় বঞ্চিত করেছ; আজ আমি জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে তোমার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা ক'চ্ছি, আজ আর তোমার দানের হস্ত সঙ্কুচিত ক'রো না জননি! [নতজানু হইলেন।]

যুধিষ্ঠির। আমিও তোমার আশীর্ব্বাদ নিতে এসেছি দেবি! [নতজানু হইলেন।]

গান্ধারী। নারায়ণ, গান্ধারীকে পরীক্ষা ক'চ্ছো? নিজের হাতে, বিষবৃক্ষ রোপণ করেছি ব'লে তাকে আমি উপড়ে ফেল্‌তে পার্‌বো না? কে তুমি? মায়া? চোখের জল ফেল্‌ছো? ফেল; এই তো আরম্ভ; আরও অনেক অশ্রু ঢাল্‌তে হবে। কে, ধর্ম্ম? কি সুন্দর তুমি। এগিয়ে এস, এগিয়ে এস; আমি বিক্ত নিঃস্ব হ'য়েও তোমাকে নিয়েই ভবসিন্ধু পাড়ি দেবো।

যুধিষ্ঠির ও দুর্য্যোধন। আশীর্ব্বাদ কর মা!

গান্ধারী। কর্ম্মানুযায়ী ফল লাভ কর।

দুর্য্যোধন। বল মা, জয়লক্ষ্মী কার?

গান্ধারী। যথা ধর্ম্ম, তথা জয়।

[প্রস্থান।

যুধিষ্ঠির। সুযোধন!

দুর্য্যোধন। যাও যুধিষ্ঠির, আমার মায়ের আশীর্ব্বাদ তুমিই নিয়ে যাও; আমি অভিশাপ নিয়েই চল্‌লাম। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের বীজ এই-খানেই উপ্ত হয়েছিল; ইন্দ্রপ্রস্থে নয়, হস্তিনায় নয়, রাজসূয় যজ্ঞে নয়। দুর্য্যোধন সবই সইতে পার্‌তো, পারে নি শুধু এই দস্যুতা সহ্য কর্‌তে। সারাজীবন আমার মায়ের স্নেহ তুমিই ভোগ করেছ; আজ জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণেও মায়ের আশীর্ব্বাদ তুমিই লুটে নিলে। সবার কাছে তুমি ধর্ম্মরাজ, কিন্তু আমার কাছে পরস্বাপহারী দস্যু।

[প্রস্থান।

যুধিষ্ঠির। নারায়ণ, হতভাগ্যের সুমতি দাও।

বিকর্ণের প্রবেশ।

বিকর্ণ। ধর্ম্মরাজ!—

যুধিষ্ঠির। কে, ভাই বিকর্ণ? এখনও যুদ্ধে যাও নি?

বিকর্ণ। আপনার সঙ্গেই যাবো।

যুধিষ্ঠির। তুমি যেন কি বল্‌তে চাও বিকর্ণ!

বিকর্ণ। আমি এই মহাপাপী কৌরবদেব পক্ষে যুদ্ধ কর্‌বো না।

যুধিষ্ঠির। তবে বর্ম্মচর্ম্মে সেজে এসেছ কেন?

বিকর্ণ। আমি আপনার পক্ষে যুদ্ধ কর্‌বো।

যুধিষ্ঠির। কেন বিকর্ণ?

বিকর্ণ। আমি জানি, এদের ধ্বংস অনিবার্য্য। এই বংশটাকে ধ্বংসের মুখ থেকে রক্ষা কর্‌তে অনেক চেষ্টা করেছি, কোন ফল হয় নি। পিপীলিকার মত এরা আগুণের দিকে ছুটে যাচ্ছে, আমি জেনে শুনে এদের সঙ্গে দগ্ধ হ'তে যাবো না।

যুধিষ্ঠির। সুযোধনের দুর্ভাগ্য। ভেবেছিলাম, তোমারই জন্য এই বংশটা রক্ষা পাবে। মা তাকে অভিশাপ দিয়েছেন, তুমিও তাকে ত্যাগ কর্‌তে চাও?

বিকর্ণ। নইলে আমাকেও মর্‌তে হবে।

যুধিষ্ঠির। ভাইকে ত্যাগ কর্‌লেই কি তুমি অমর হ'য়ে যাবে?

বিকর্ণ। না; কিন্তু পাপীর পক্ষে যুদ্ধ করা অধর্ম্ম।

যুধিষ্ঠির। অসময়ে জ্ঞাতিকে ত্যাগ করা তার চেয়ে অধর্ম্ম।

বিকর্ণ। আপনি তাহ'লে আমাকে গ্রহণ কর্‌বেন না?

যুধিষ্ঠির। না।

বিকর্ণ। ধর্ম্মরাজ!—

যুধিষ্ঠির। তুমি তো জান, ভাইয়ের অধিকার নিয়েই এ যুদ্ধ। আর এক জনের ভাইকে কেড়ে নিয়ে আমি ভাইয়ের অধিকার প্রতিষ্ঠা কর্‌তে পার্‌বো না।

বিকর্ণ। ত্রেতাযুগে ধর্ম্মপ্রাণ বিভীষণ দশাননকে ত্যাগ ক'রে রামের সঙ্গে তো যোগ দিয়েছিলেন?

যুধিষ্ঠির। তাই তিনি দেশদ্রোহী ব'লে মানুষের মনে অমর হ'য়ে আছেন। তুমি কি দেশদ্রোহী হ'য়ে অমর হ'তে চাও, না দেশের জন্য যুদ্ধ ক'রে মরতে চাও?

বিকর্ণ। দেশ যদি নরকে যায়?

যুধিষ্ঠির। ফেরাতে চেষ্টা করবে; না পার, তুমিও দেশের সঙ্গে নরকেই যাবে। "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।"

[প্রস্থান।

বিকর্ণ। এমন মহাপুরুষেরও শত্রু হয়!

[প্রস্থান।

মুকুল।

এক।

পাণ্ডব-শিবির।

দ্রৌপদী ও ভীমের প্রবেশ।

দ্রৌপদী। আজ ক'দিন যুদ্ধ চল্‌ছে বৃকোদর?

ভীম। বার দিন।

দ্রৌপদী। কই, এখনও তো আমার বেণী বাঁধা হ'লো না, এখনও তো তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা পালন কর্‌তে পার্‌লে না।

ভীম। তুমি নিশ্চিন্ত হও যাজ্ঞসেনি! আমার গদার আঘাতে অচিরেই একশত কৌরব ধরাশায়ী হবে; দুঃশাসনের রক্ত যদি তোমায় না এনে দিতে পারি, বৃথাই আমি ক্ষত্রিয়সন্তান।

দ্রৌপদী। কিন্তু দ্রোণাচার্য্য আজ চক্রব্যূহ নির্ম্মাণ ক'রে যুদ্ধ কর্‌বেন, সে সংবাদ রাখ?

ভীম। চক্রব্যূহ!

সহদেবের প্রবেশ।

সহদেব। হ্যাঁ দাদা, চক্রব্যূহ। দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমরা কেউ চক্রব্যূহে প্রবেশের কৌশল জানি না।

ভীম। অর্জ্জুন তো জানে।

সহদেব। তিনি তো শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নারায়ণী সেনা জয় কর্‌তে গেছেন।

দ্রৌপদী। তাহ'লে উপায়?

সহদেব। উপায় কিছু দেখ্‌ছি না যাজ্ঞসেনি! রণক্ষেত্রের দিকে চেয়ে দেখ, আচার্য্য দ্রোণ কি ভীষণ বূ্যহ রচনা ক'রে অপেক্ষা ক'চ্ছেন। আজ আর কেউ বাঁচ্‌বে না মেজদা! জয়েব আশা আর কিছুমাত্র নেই।

ভীম। তাইতো সহদেব, এমন ভয়ানক ব্যূহ তো আর কখনো দেখি নি। তাহ'লে কি আজই পাণ্ডবকুল ধ্বংস হবে? প্রতিজ্ঞা রক্ষা হবে না? এখনও যে কৃষ্ণাব বেণী বাঁধা হয় নি, এখনও যে দুঃশাসনেব বুকেব বক্ত পান করা হয় নি, দুর্য্যোধন এখনো তার পাপ উরু নিয়ে সদর্পে বিচরণ ক'চ্ছে।

দ্রৌপদী। ধর্ম্মরাজ কি ক'চ্ছেন?

সহদেব। হাস্‌ছেন, আব বল্‌ছেন, "রাখে হরি মারে কে?"

ভীম। শ্রীকৃষ্ণই বা এ সময় অর্জ্জুনকে সরিয়ে নিলে কেন? নারায়ণী সেনা কি আমি বধ কর্‌তে পার্‌তাম না? এসব শকুনির চক্রান্ত। শ্রীকৃষ্ণকে সে ছলে ভুলিয়েছে।

দ্রৌপদী। ছি বৃকোদব, তুমি ভুলে যাচ্ছ, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নারায়ণ।

ভীম। নারায়ণ মাথায় থাক্; এখন চক্রব্যূহ-নারায়ণের কি উপায় করি বল।

সুভদ্রার প্রবেশ।

সুভদ্রা। উপায় আমি কর্‌তে পারি দেব!

ভীম। তুমি! তুমি কি কর্‌বে মা?

সুভদ্রা। চক্রব্যূহে প্রবেশের পথ আমি জানি।

ভীম,
দ্রৌপদী, } তুমি জান!
সহদেব।

সুভদ্রা। হ্যাঁ।

ভীম। তবে আর ভয় নেই। সহদেব, ধর্ম্মরাজকে বলগে, তাঁর কোন চিন্তা নেই; আমার সুভদ্রা-মা' চক্রব্যূহের কৌশল জানেন। বল তো মা লক্ষ্মি, বল তো একবার কৌশলটা। আমি ছুটে গিয়ে ওই ব্যূহটা চূর্ণ ক'রে দিয়ে আসি। কৃষ্ণা, একটু ভূর্জ্জপত্র নিয়ে এস তো, আমি বেশ ক'রে কৌশলটা এঁকে নিই।

সুভদ্রা। কিন্তু এ কৌশল শেখাতে প্রায় এক প্রহর সময় চাই। সময় যে আর নেই দেব!

ভীম। তাইতো, সৈন্যগণ প্রস্তুত হ'য়ে আছে। তাহ'লে কি সব যাবে? বেণী বাঁধা হবে না? ক্ষত্রিয়ের পণ মিথ্যা হবে? চক্রব্যূহ—চক্রব্যূহ—ওঃ, সহদেব, কি করি?

সুভদ্রা। ধর্ম্মরাজ যদি অনুমতি করেন, আমি যুদ্ধে যাবো।

দ্রৌপদী। তুমি যুদ্ধে যাবে কি?

সহদেব। আমরা জীবিত থাকতে আমাদের কুলবধূ যাবে যুদ্ধে?

ভীম। তা কি হয়?

সুভদ্রা। এ ছাড়া আর উপায় নেই।

ভীম। না থাকে, সবাই দ্রোণাচার্য্যের হাতে প্রাণ দেবো, তবু তোমার হাতে অস্ত্র তুলে দেবো না মা।

সুভদ্রা। আমি তো দাদার সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করেছি।

দ্রৌপদী। তখন ছিলে তুমি মেয়ে; আজ যে তুমি আমাদের কুলবধূ বোন্! মেয়ের যা সাজে, বউয়ের তা সাজে না।

সুভদ্রা। একটা বংশ ধ্বংস হ'যে যাবে, তবু আমি শিবিরের মধ্যে আবদ্ধ হ'য়ে থাক্‌বো?

ভীম। তুমি যে মা; তোমার সম্ভ্রমের বিনিময়ে আমরা বাঁচতে চাই না।

সুভদ্রা। তাহ'লে কি হবে দিদি?

দ্রৌপদী। কৃষ্ণের বোন্ তুমি, তাঁর করুণায় তোমার এ অবিশ্বাস কেন? পাণ্ডবেরা তাঁরই ভরসায় যুদ্ধে নেমেছেন; উপায় তিনিই কর্‌বেন।

ভীম। কর্‌বেন কখন?

দ্রৌপদী। এখনি।

সেনানীর সাজে অভিমন্যুর প্রবেশ।

অভিমন্যু। মা! মা!

দ্রৌপদী। কি অভিমন্যু? একি সাজ তোমার?

অভিমন্যু। এ সাজ ধর্ম্মরাজ পাঠিয়ে দিয়েছেন বড়মা! তোমরা বিশ্বাস ক'চ্ছো না? আজ যুদ্ধে আমি যে সেনাপতি।

সকলে। সেনাপতি!

অভিমন্যু। সত্যি বল্‌ছি। আচার্য্য চক্রব্যূহ নির্ম্মাণ করেছেন তো? চক্রব্যূহে প্রবেশের পথ আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। কাজেই আমি আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ।

ভীম। তুমি চক্রব্যূহে প্রবেশের পথ জান?

অভিমন্যু। হ্যাঁ জ্যাঠামশায়। আমি যখন মায়ের গর্ভে, বাবা একদিন কৌশলটা মাকে শেখাচ্ছিলেন, মা শিখেছেন কিনা, জানি না; আমি কিন্তু শিখে ফেলেছি। তবে বেরুবার পথটা আর জান্‌তে পারি নি; মা তখন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন কিনা।

ভীম। কুলপ্রদীপ, তুমি তোমার পিতার চেয়ে কীর্ত্তিমান্ হও। আজ আমাদের ভরাতরী কূলে এসে ডুবতে বসেছে; এস তুমি কর্ণধার, তরণীর হাল ধর্‌বে এস।

সহদেব। কিন্তু দাদা,—

ভীম। ওরে সহদেব, সৈন্যদের ডাক্‌, তারা আমাদের তরুণ সেনাপতিকে এসে অভিবাদন করুক্‌। আঃ, অর্জ্জুন কোথায় গিয়ে রইলো? হতভাগা দেখ্‌লে না যে তার ষোল বছরের ছেলে আজ বিশাল পাণ্ডববাহিনীর সেনাপতি। এস যাদু, এস মাণিক, তোমাকে নিয়ে আজ কৌরবকুলের সমাধি রচনা কর্‌বো।

দ্রৌপদী। ছি-ছি-ছি, এই শিশুকে যমের মুখে ঠেলে দিয়ে তোমরা শত্রুসংহার কর্‌তে যাচ্ছ?

সুভদ্রা। ভয় কি দিদি? শিশু হ'লেও সিংহশাবক, শ্রীকৃষ্ণের ভাগিনেয়।

সহদেব। তুমি ভুলে যাচ্ছ, অভিমন্যু চক্রব্যূহে প্রবেশ কর্‌তেই জানে, নির্গমনের কৌশল জানে না।

সুভদ্রা। নির্গমনের প্রয়োজন যখন হবে, তখন চক্রব্যূহ শবব্যূহে পরিণত হবে।

ভীম। ঠিক বলেছ মা! হবে না কেন? শ্রীকৃষ্ণের ভগ্নী তো! এমন মা যার, সে একাই কুরুক্ষেত্র জয় কর্‌তে পারে।

সহদেব। না দাদা, মর্‌তে হয়—আমরাই মর্‌বো, অভিমন্যুকে এ বিপদের মুখে ঠেলে দিতে পার্‌বো না।

ভীম। আরে পার্‌বে না তো জানি! কিন্তু উপায়?

দ্রৌপদী। উপায় না থাকে, তোমরাই মর্‌বে; এই কচি ছেলেটাকে মার্‌তে চাও কেন?

অভিমন্যু। কচি—কচি ক'রো না, ওতে আমার অপমান হয়।

ভীম। হবেই তো। তোমরা ভাব্ছো কেন? অভিমন্যুব পিছে পিছে আমিও চক্রব্যূহে প্রবেশ করবো। হয়তো আজই কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের অবসান। এস সহদেব !

সহদেব। ভাল ক'চ্ছো না দাদা! কাচ তুলতে গিয়ে কাঞ্চন ডালি দিও না।

সুভদ্রা। কাচ নয়, মাণিক; আর মানুষের জীবন কাঞ্চন নয়, একমুঠো ধূলো।

সহদেব। ব্যস্। ছেলে যদি ধ'রে আনতে চায়, মা বলে বেঁধে আনতে। অনেক মা দেখেছি, কিন্তু তোমার মত রাক্ষসী মা দেখি নি। যাক্, আমাদের আর কি! মা-ই যখন শত্রু, তখন আমরা আর কি করবো? চল দাদা!

[প্রস্থান।

ভীম। [সুভদ্রাকে] কি যেন কথাটা মা? সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য—

সুভদ্রা। মামেকং শরণং ব্রজ,—

ভীম। ব্যস্—ব্যস; আর দেখ্তে হবে না। মামেকং শরণং। অর্থটা কি অভি?

অভিমন্যু। সব ছেড়ে আমারই শরণ নাও।

ভীম। কথাটা তোমার বড়মাকে শিখিয়ে দিয়ে এস।

[প্রস্থান।

দ্রৌপদী। ছেলের যদি কিছু হয় রাক্ষসি, তোর মাথাটা আমি চিবিয়ে খাবো।

[প্রস্থান।

সুভদ্রা। [স্বগত] কৃষ্ণ, তুমি পালিয়ে গেলে কেন? তোমার

সখাকেই বা সরিয়ে নিলে কেন দাদা? উত্তরার সঙ্গে অভিমন্যুর বিবাহের প্রয়োজন ছিল কি এই দিনটির জন্য? এই যে এসেছ তুমি, এই যে নিয়তির চিত্রপট খুলে দাঁড়িয়ে আছ। কি বল্‌ছো তুমি নারায়ণ? আবার বল, আবার বল,—

"দেহিনোস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা,
তথা দেহান্তর প্রাপ্তির্দ্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি।"

অভিমন্যু। কি দেখ্‌ছো মা?

সুভদ্রা। দেখ্‌ছি অভিমন্যু, জগৎ দুঃখময়, অনন্ত শান্তি বিরাজিত ওই উর্দ্ধলোকে।

অভিমন্যু। মা!—

সুভদ্রা। যে উৎস থেকে জীবর জন্ম, সেই উৎসে মিলিত হওয়াই জীবেব চরম পরিণতি। বাহু বাড়িয়ে তিনি আমাদের আহ্বান কচ্ছেন: যে আগে যেতে পারে, সেই ভাগ্যবান্।

অভিমন্যু। তোমার চোখে জল এলো যে মা?

সুভদ্রা। বড় আনন্দের দিন আজ। শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্মরাজ্যস্থাপনে আমারও ডাক এসেছে। যাও অভিমন্যু, দুচোখ ভ'রে পৃথিবীকে ভাল ক'রে দেখে নাও। যুদ্ধে য'দি অবসন্ন হ'য়ে পড়, শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ ক'রো, গা বেয়ে যখন রক্ত ঝ'রে পড়্‌বে, মনে রেখো—সে রক্তের প্রতিটি বিন্দু পৃথিবীকে সরস শীতল ক'রে তুলবে।

অভিমন্যু। আশীর্ব্বাদ কর মা, আমি আসি। [প্রণাম]

সুভদ্রা। অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ কর, পিতার পুত্র ব'লে পরিচয় দাও। দেখি মুখখানা। কত চাঁদের সুধা নিংড়ে এনে এ মুখে ঢেলে দিয়েছি, দেখে আশ মেটে না। [মুখখানা বুকে চাপিয়া ধরিলেন।] দেহ নিঃশেষ হ'য়ে যায়, কিন্তু আসল মানুষ মরে না অভি!

অভিমন্যু। এত কথা কেন বল্‌ছো মা? আজ তোমার হ'লো কি?

সুভদ্রা। আজ আমি পাগল হ'য়েছি। [মুখচুম্বন] আচ্ছা, তুমি এস, আমি ঠাকুরের নির্ম্মাল্য নিয়ে তোরণে দাঁড়িয়ে আছি।

[প্রস্থান।

অভিমন্যু। মাকে এত অস্থির হ'তে কখনো তো দেখি নি।

উত্তরার প্রবেশ।

উত্তরা। সেনাপতি মশায়, নমস্কার।

অভিমন্যু। তুমি শুনেছ উত্তরা?

উত্তরা। শুনেই তো ছুটে আসছি।

অভিমন্যু। তাহ'লে আমি আসি?

উত্তরা। চল, আমিও যাবো।

অভিমন্যু। তুমি যাবে কি?

উত্তরা। বাঃ, আমি দেখ্‌বো না, তুমি কেমন যুদ্ধ ক'চ্ছো। তুমি যে ফাঁকি দিয়ে নাম কিনে নেবে, আর ঘরে এসে বড়াই করবে, সেটি হ'চ্ছে না।

অভিমন্যু। যাও—যাও, পুতুল খেল গে যাও।

উত্তরা। পরে এসে খেল্‌বো। নিয়ে চল না লক্ষ্মিটি!

অভিমন্যু। তা হয় না।

উত্তরা। খুব হয়। তুমি যেতে পার, আর আমার গেলেই দোষ?

অভিমন্যু। আরে আমি যে সেনাপতি।

উত্তরা। আমিও তো সেনাপত্নী।

অভিমন্যু। আর তো দেরী করা চলে না উত্তরা! সৈন্যগণ তোরণদ্বারে সমবেত হয়েছে। তুমি মালা গেঁথে রাখ, আমি যুদ্ধ জয় ক'রে এসে গলায় পরবো। তোমার পুতুলখেলার জন্য ক'টা শত্রুর মাথা চাই বল, আমি ঠিক নিয়ে আস্‌বো।

উত্তরা। ঘোড়ার ডিমের সেনাপতি! বউকে যুদ্ধ দেখাতে যে ভয় পায়, সে কর্‌বে যুদ্ধ না হাতী। তলোয়ার ধর্‌তে জান?

অভিমন্যু। জানি না?

উত্তরা। অষ্টরম্ভা জান। [বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন]

অভিমন্যু। আমায় রাগাস্ নি পোড়ামুখি! আমি মহাবীর অর্জ্জুনের পুত্র, সে কথা মনে রাখিস্।

উত্তরা। মনে আছে,—তুমি মহাবীর অর্জ্জুনের পুত্র দুর্ব্বলসিং।

অভিমন্যু। কি, আমি দুর্ব্বল? আচ্ছা, আজ থাক্; কাল ধর্ম্মরাজকে ব'লে তোমাকে আমি যুদ্ধে নিয়ে যাবো। দেখ্‌বে, কেমন ক'রে আমি অস্ত্রচালনা করি।

উত্তরা। আর দেখ্‌তে হবে না; আমি মনে মনেই এঁচে নিয়েছি। এর চেয়ে আমাকে সেনাপতি কর্‌লে কাজ হ'তো।

[নেপথ্যে জয়নাদ—"জয় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের জয়।"]

অভিমন্যু। আর তো অপেক্ষা কর্‌তে পারি না উত্তরা! বল, আমি যাই।

উত্তরা।— গীত।

জয়ের মালা আন্‌বে তুমি, পর্‌বো আমি গলে।
চরণ তোমার ধুয়ে দেবো আনন্দাশ্রু-জলে।
নামটি তোমার ঘরে ঘরে ফির্‌বে পাখীর গানে,
কত মধু ঢাল্‌বে, প্রিয়, আমার কাণে কাণে;

জয়ি, যখন ফিরবে ঘরে,
চুমোয় দেবো অঙ্গ ভরে,
নিঘুম নিশা জাগ্‌বো আজি তোমার হৃদয়তলে।

অভিমন্যু। উত্তরা!—

উত্তরা। আচ্ছা, এসো, [পায়ে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিল; যখন উঠিল, তখন সিঁদুর মুছিয়া গিয়াছে।]

অভিমন্যু। একি, সিঁদুর মুছে ফেল্‌লে যে?

উত্তরা। এঁ্যা, সে কি? [হাত দিয়া দেখিয়া] তাইতো, একি হ'লো?

অভিমন্যু। কোন ভয় নেই, এ শুধু দৈব।

উত্তরা। কিন্তু,—না অভি, আজ তোমার যুদ্ধে যাওয়া হবে না।

অভিমন্যু। না উত্তরা, এ ছেলেখেলা নয়।

উত্তরা। বুঝি সব, কিন্তু—আচ্ছা এস। না, আর একটু দাঁড়াও, একটু দেখি।

অভিমন্যু। দেখে কি আর সাধ মেটে না?

উত্তরা। না গো না। কটা দিন দেখেছি বল। বিয়ে হ'লো আর যুদ্ধ বাধলো। পোড়া যুদ্ধ কবে যে শেষ হবে, কবে আমি নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচবো!

অভিমন্যু। বল উত্তরা,—নারায়ণ, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্।

[প্রস্থান।

উত্তরা। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্। অভি! অভি! না—না, কেন পিছু ডাক্‌লাম। ওই যাচ্ছে, কি সুন্দর! পৃথিবীতে এত লোক আছে, কেউ তো এত সুন্দর নয়। আর নামটাও কি মধুমাখা,—অভিমন্যু। পোড়া চো'খে জল আসে কেন? এই,

সারথি [মুকুল।

চুপ্ ; এক ফোঁটা জল পড়্‌লে কাণা ক'রে ফেল্‌বো! ক্ষত্রিয়ের ছেলে যুদ্ধে যাবে না? একশোবার যাবে। যাই, মালা গেঁথে রাখি গে।

[প্রস্থান।

দুই।

রণস্থল।

শকুনির ও দুর্য্যোধনের প্রবেশ।

দুর্য্যোধন। একটা শিশুকে বধ কর্‌তে কেউ পার্‌লে না?

শকুনি। বধ কি? তার কাছেই কেউ যেতে পারে নি। দ্রোণাচার্য্যের সর্ব্বাঙ্গে রক্তের ধারা ব'য়ে যাচ্ছে, কর্ণ রথের উপব অবাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে, দুঃশাসন তিনবার মূর্চ্ছা গেছে, কার কথা বল্‌বো বাবা! একা অভিমন্যু আজ কৌরববাহিনী ধ্বংস কর্‌বে।

দুঃশাসনের প্রবেশ।

দুঃশাসন। সব গেল দাদা, সব গেল।

দুর্য্যোধন। দ্রোণাচার্য্য, কর্ণ, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য—সবাই পরাজিত?

দুঃশাসন। একে একে সবারই শক্তিপরীক্ষা হ'য়ে গেছে দাদা! এখন উপায়?

শকুনি। উপায় সপ্তরথী মিলে এক সঙ্গে আক্রমণ।

দুর্য্যোধন। একটা শিশুকে আক্রমণ করবে সাত সাতটা রথী!

শকুনি। শিশু নয় বাবা, সাক্ষাৎ যম।

দুর্য্যোধন। যমের হাতে মরবো, তবু এমন কাপুরুষের কাজ করবো না।

দুঃশাসন। তাহ'লে আজই কৌরববাহিনী নির্ম্মূল হবে।

দুর্য্যোধন। হোক্। দশ অক্ষৌহিণী সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ করতে এসেছি কি শিশুহত্যার জন্য?

শকুনি। শিশু যদি কেউটে সাপ হয়, তার মাথায় লাঠি মারবে না?

দুর্য্যোধন। কেউটে সাপ নিঃশব্দে এসে ছোবল মেরে পালিয়ে যায়। আর এ এসেছে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে। এর মাথায় লাঠি মারবো একা।

শকুনি। মেরে তো দেখেছ; পেরেছ মাথা ভাঙতে?

দুর্য্যোধন। দশদিন তো হাজার হাজার মাথা ভেঙেছি। এক-দিন না হয় আমাদের মাথাই যাক্।

দুঃশাসন। দোহাই দাদা, তুমি একটু এগিয়ে দেখে এস, প্রতি মুহূর্ত্তে কত সৈন্য মরছে। চক্রব্যূহ যে শবের ব্যূহ হ'য়ে গেল। মরি, তাতে দুঃখ নেই; কিন্তু একটা শিশুর হাতে এই অপমান!

দুর্য্যোধন। অপমান নয়, ওরে, অপমান নয়; এ আমাদের গৌরব। গর্ব্বে আমার বুক ফুলে উঠছে যে আমাদের ঘরে এমন ছেলে জন্মেছে। পাণ্ডবদের আমি কখনও ভাই ব'লে স্বীকার করি নি। আজ এই ছেলেটাকে দেখে মনে হ'চ্ছে, আমি ঠকেছি। যুধিষ্ঠিরকে আমি পাঁচখানা গ্রাম দিই নি, কিন্তু অভিমন্যুকে আমি সব দিতে পারি।

শকুনি। কাব্যকথা রাখ, এ যুদ্ধক্ষেত্র।

দুর্য্যোধন। না, ধর্ম্মক্ষেত্র। ঘরের কোণে ব'সে ভাইয়ের বুকে ভাই হ'য়ে ছুরি বসিয়েছি, কিন্তু সমগ্র ভারতের বীরবৃন্দের মিলন-স্থান এই তীর্থক্ষেত্রে আমি অন্যায় যুদ্ধ কর্‌বো না।

শকুনি। ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির এতবড় অন্যায় যুদ্ধ কর্‌তে পার্‌লে, আর তুমি পার্‌বে না তার প্রতিশোধ নিতে? শিখণ্ডীকে সম্মুখে দেখে ভীষ্মদেব যখন অস্ত্রত্যাগ করেছিলেন, তখন কি অর্জ্জুন তাঁর উপর শরবৃষ্টি করে নি?

দুর্য্যোধন। মাতুল! মাতুল!—

শকুনি। শ্রীকৃষ্ণকে জগৎবাসী সাক্ষাৎ নারায়ণ ব'লে জানে। কতবড় অন্যায় তিনি করেছেন, ভাব দেখি। অর্জ্জুন তাঁর ভগ্নীপতি, তুমি তাঁর বৈবাহিক,—কেউ কম নয়। তোমরা উভয়ে যখন তাঁর কাছে সাহায্য চাইতে গিয়েছিলে, তিনি কি কপট নিদ্রায় আচ্ছন্ন থেকে তোমাকে প্রতারিত করেন নি? স্বয়ং নারায়ণ যদি অধর্ম্ম কর্‌তে পারেন, তোমারই এত ভয়?

দুর্য্যোধন। দোহাই মাতুল, আমায় উত্তেজিত ক'রো না, জগতের মহা অমঙ্গল হবে।

দুঃশাসন। ভীম এখনো ব্যূহের মধ্যে প্রবেশ কর্‌তে পারে নি। কিন্তু জয়দ্রথ কতক্ষণ তাকে আট্‌কে রাখ্‌বে? অভিমন্যুর সঙ্গে যদি সে মিলিত হয়, চোখের পলকে কৌরবসেনা নিঃশেষ হ'য়ে যাবে।

শকুনি। আর এই ভীম যদি সুযোগ পায়, সে কি রণনীতি লঙ্ঘন ক'রে তোমার উরুভঙ্গ কর্‌বে না মনে করেছ? দুঃশাসনকে পেলে সে কি তার বুক চিরে রক্তপান কর্‌তে একটুও কুণ্ঠিত হবে?

দুর্য্যোধন। এরা আমায় মানুষ হ'তে দেবে না।

শকুনি। রাজা!—

দুর্য্যোধন। যাও, আদেশ দিলাম্, সাতটা রথী মিলে একটা কচি ছেলের মাথা চিবিয়ে খাও। মর্‌বে তোমরা. জানি; আবার যদি জন্ম হয়, ক্ষত্রিয়ের ঘরে নয়, চণ্ডালের ঘরে জন্ম নিও।

শকুনি। চল দুঃশাসন! জয় হোক্ বাবা!

[দুঃশাসনসহ প্রস্থান।

দুর্য্যোধন। জয়! এমন নারকীর দল যাকে চারিদিকে ঘিরে আছে, তার আবার জয়!

বিকর্ণের প্রবেশ।

বিকর্ণ। দাদা, যা শুন্‌ছি, সত্য?

দুর্য্যোধন। সত্য।

বিকর্ণ। অভিমন্যুকে সপ্তরথী এক সঙ্গে আক্রমণ কর্‌বে?

দুর্য্যোধন। নিশ্চয়ই কর্‌বে।

বিকর্ণ। তুমি না রাজা? তুমি না ক্ষত্রিয়? এ রণনীতি কার কাছে শিখেছ?

দুর্য্যোধন। শিখেছি তাদের কাছে—যারা শিখণ্ডীকে সম্মুখে রেখে ভীষ্মদেবকে শরশয্যা দিয়েছে।

বিকর্ণ। ভীষ্মদেবের পণ ছিল, ক্লীব দেখ্‌লে অস্ত্রধারণ কর্‌বেন না। তাঁর এ পণের জন্য কি পাণ্ডবেরা দায়ী? যুধিষ্ঠির যদি তোমাকে দেখে নিরস্ত্র হ'য়ে থাকেন, তুমি কি তাঁকে আঘাত কর্‌বে না? মাতুলের পরামর্শে বিপথে যেও না দাদা! অনেক পাপ করেছ তুমি, কিন্তু এ মহাপাপ ক'রো না।

মুকুল।]

দুর্য্যোধন। বিকর্ণ! কাছে এস; আমার গা টিপে দেখ তো কি আছে।

বিকর্ণ। [গায়ে হাত দিয়া] লোহা।

দুর্য্যোধন। এই লৌহ ভেদ ক'রে আমার স্নেহ-করুণা বেরিয়ে আসতে পাচ্ছে না। মানুষের দেহে লৌহের প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন কয়েকখানা অস্থির। আর এই অস্থি গঠিত হয় মাতৃদুগ্ধে। মায়ের দুধ যে খায় নি, সংসারের উনপঞ্চাশ বায়ু তাকে এমনি ক'রেই তাড়িয়ে নিয়ে যায়।

কর্ণের প্রবেশ।

কর্ণ। রাজা, সপ্তরথী মিলে অভিমন্যুকে আক্রমণ করতে হবে? এ তোমারই আদেশ?

দুর্য্যোধন। হ্যাঁ বন্ধু।

কর্ণ। কারণ?

দুর্য্যোধন। কারণ, দুর্য্যোধনের ইচ্ছা।

কর্ণ। এ পাপ-ইচ্ছা তোমার মনে জাগিয়ে দিলে কে?

দুর্য্যোধন। যে আমাকে পাশা খেলতে টেনে নিয়েছিল।

বিকর্ণ। তুমি এ আদেশ প্রত্যাহার কর দাদা!

দুর্য্যোধন। না।

বিকর্ণ। এতগুলো বীরের মুখে তুমি কালী মাখিয়ে দেবে?

দুর্য্যোধন। কালী থাকবে না বিকর্ণ, রক্তে ধুয়ে যাবে।

কর্ণ। কিন্তু আমি এ অন্যায় যুদ্ধ করবো না।

দুর্য্যোধন। করবে না? তাহ'লে অস্ত্র ফেলে দাও।

কর্ণ। অস্ত্র ফেলে দেবো?

দুর্য্যোধন। যে সৈনিক নিজের ইচ্ছায় চলে, তার অস্ত্রধারণের অধিকার নেই।

কর্ণ। তুমি আমায় অপমান ক'চ্ছো রাজা?

দুর্য্যোধন। না, তোমায় মুক্তি দিচ্ছি।

কর্ণ। কোন প্রয়োজন নেই। এতদিন বন্ধুর জন্য যুদ্ধ করেছি, আজ আমি অন্নদাতা প্রভুর জন্য যুদ্ধ করবো।

[প্রস্থান।

বিকর্ণ। দাদা, কবে তুমি চোখ মেলে চাইবে?

দুর্য্যোধন। মরার পরে।

বিকর্ণ। আদেশ প্রত্যাহার করবে না?

দুর্য্যোধন। কে প্রত্যাহার করবে ভাই? দুর্য্যোধন আদেশ দিয়েই পালিয়ে গেছে। আমি সুযোধন, বিকর্ণের বড় ভাই। এস, দুজনে আকাশ ফাটিয়ে আর্ত্তনাদ করি, আর প্রার্থনা করি, অভিমন্যুর মঙ্গল হোক্।

[বিকর্ণসহ প্রস্থান।

ভীম ও যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ।

যুধিষ্ঠির। ব্যূহে প্রবেশ করতে পারলে না বৃকোদর?

ভীম। না দাদা, জয়দ্রথ শিবের বরে আজ সংহারমূর্ত্তি ধারণ করেছে।

যুধিষ্ঠির। এখন উপায়? অভিমন্যুকে সপ্তরথীতে ঘিরেছে, পলায়মান কৌরসেনা আবার ফিরে দাঁড়িয়েছে।

[নেপথ্যে জয়ধ্বনি—"জয় মহারাজ দুর্য্যোধনের জয়।"]

ভীম। ওই কৌরবসেনার জয়ধ্বনি; নিশ্চয়ই অভিমন্যু বিপন্ন।

অভিমন্যু। [নেপথ্যে] জ্যেষ্ঠতাত, কোথায় তুমি?

ভীম। আমায় ডাক্‌ছে, আর্ত্তকণ্ঠে ডাক্‌ছে। ওরে অভিমন্যু, তুই পালিয়ে আয়; আমি যেতে পাচ্ছি না।

অভিমন্যু। [নেপথ্যে] ধর্ম্মরাজ! ধর্ম্মরাজ!

ভীম। বিপদে পড়েছে, বড় বিপদে পড়েছে অভিমন্যু। হায়, হায়, আমারই ভরসায় কচি শিশু ব্যূহে প্রবেশ করেছে। আমি কোন সাহায্য কর্‌তে পাচ্ছি না। দাদা, এ মর্ম্মদাহ আমি আর সইতে পাচ্ছি না। আমাকে হত্যা কর—হত্যা কর।

যুধিষ্ঠির। অপরাধ তোমার নয়, আমার।

ভীম। না, দুর্য্যোধনের। কেন সে একজনের বিরুদ্ধে সপ্ত-রথীকে লেলিয়ে দিয়েছে? ওগো মহামানব, এতেও কি তুমি নিঃশ্বাস ফেল্‌বে না? একটা অভিশাপ দাও; চক্রব্যূহ ছাই হ'য়ে যাক্।

জয়দ্রথের প্রবেশ।

জয়দ্রথ। এই যে, শেয়ালের দল এইখানে এসে লুকিয়েছে।

ভীম। বল্ হতভাগা, আজ দিন পেয়েছিস্, যত পারিস্ বল্। কিন্তু এ পাশা উল্টে যাবে, তখন তোকে আমি পায়ের তলায় পিষে মার্‌বো।

জয়দ্রথ। আজ বাঁচ্‌লে তো কাল মার্‌বি!

যুধিষ্ঠির। জয়দ্রথ! আমাদের তিন ভাইকে তুমি হত্যা কর, শুধু ভীমসেনকে প্রবেশ কর্‌তে দাও।

জয়দ্রথ। তোদের সবাইকে আমি আজ যমালয়ে পাঠাবো! আর এই ভীমটার মরামুখে আমি গুণে গুণে দশটা লাথি মার্‌বো।

[ভীম জয়দ্রথকে আক্রমণ করিলেন; উভয়ের যুদ্ধ, রণে ভঙ্গ
দিয়া ভীমের প্রস্থান; পুনরায় যুধিষ্ঠিরের সহিত
জয়দ্রথের যুদ্ধ ও যুধিষ্ঠিরের পলায়ন।]

জয়দ্রথ। ওই যে সহদেব যাচ্ছে। দাঁড়া, তোকে মেরে আগে বউনি করি। [প্রস্থানোদ্যোগ]

বিকর্ণের প্রবেশ।

বিকর্ণ। পথ নেই।

জয়দ্রথ। ছাড—ছাড, পাণ্ডবেরা ব্যূহে প্রবেশ কর্‌বে যে!

বিকর্ণ। করুক্। আমি তাই চাই। ধর্ম্মরাজ! বৃকোদর! সহদেব! ব্যূহদ্বার মুক্ত,—প্রবেশ কর, অভিমন্যু বিপন্ন। অভিমন্যু! ভয় নেই—ভয় নেই।

জয়দ্রথ। কি কর বিকর্ণ? সব আয়োজন পণ্ড হবে যে!

বিকর্ণ। হোক্, তাতে তোমার কি? আমাদের ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ, তার মধ্যে তুমি কে?

জয়দ্রথ। ও ভাই বিকর্ণ!—

বিকর্ণ। চুপ্। শোন লম্পট, অভিমন্যু যদি মরে, অর্জ্জুন তোমায় ক্ষমা কর্‌তে পারেন, কিন্তু আমি কর্‌বো না। আমি যদি বাঁচি, শকুনি আর দুঃশাসনের সঙ্গে তোমাকেও আমি জীবন্ত সমাধি দেবো।

জয়দ্রথ। সর—সর, ওই ভীম ব্যূহদ্বারে ছুটছে! বাধা দিলে আমি তোমাকেই আগে শেষ কর্‌বো।

[উভয়ের সঙ্ঘর্ষ; জয়দ্রথ ভীষণভাবে আহত
হইয়া পলায়ন করিল।]

বিকর্ণ। যা'ক্, ভীম ব্যূহে প্রবেশ করেছে, আর ভয় নেই অভিমন্যু, আর ভয় নেই।

মরণাপন্ন অভিমন্যুর প্রবেশ।

অভিমন্যু। পিতা! মাতুল! অন্যায় সমর, প্রতিশোধ নিও।

বিকর্ণ। অস্ত্র নে অভিমন্যু,—কত অস্ত্র চাই! আয় দেখি, দুজনে একবার রুখে দাঁড়াই; দেখি সপ্তরথী কত শক্তিমান্!

অভিমন্যু। আর হয় না, মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি; মা!—মা!—[পতনোন্মুখ হইলেন।]

ঝটিকাবেগে সুভদ্রার প্রবেশ।

সুভদ্রা। [অভিমন্যুকে ধরিয়া] ভয় কি যাদু? পৃথিবীর চেয়ে স্বর্গ অনেক সুখের। বল, "হরে মুরারে মধুকৈটভারে গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে!" [অভিমন্যুর দেহ কোলে লইয়া উপবেশন]

অভিমন্যু। হরে মুরারে মধুকৈটভারে গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে!

যুধিষ্ঠির, ভীম ও সহদেবের প্রবেশ।

সকলে। অভিমন্যু! অভি!

অভিমন্যু। অন্যায় যুদ্ধে আমায় মেরেছে,—প্রতিশোধ নিও—প্রতিশোধ নিও।

সুভদ্রা। ও কথা ভুলে যাও অভি! নারায়ণকে স্মরণ কর।

অভিমন্যু। মা, তুমি আমায় অস্ত্রচালনা শিখিয়েছিলে; আমি সে শিক্ষার অমর্য্যাদা করি নি। বাবা এলে ব'লো, অভিমন্যু তাঁর

গৌরব ক্ষুণ্ণ করে নি। আমি চোখে কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছি না। সবাইকে আমার কাছে ডাক। আমার ঘুম পাচ্ছে।

যুধিষ্ঠির। যাও বৎস, বীরের বাঞ্ছিত লোকে যাও; হিংসাদ্বেষ-জর্জ্জরিত এ পৃথিবীতে আর এস না।

ভীম। আমিই তোকে মৃত্যুর পথে টেনে এনেছি অভিমন্যু! নকুল সহদেব বাদী হয়েছিল, দ্রৌপদী নিষেধ করেছিল; আমি শুনি নি। সপ্তরথীর শরে ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে কতবার তুই আমায় ডেকেছিস্, আমি প্রবেশ করতে পারি নি। এ দুঃখের জ্বালা মৃত্যুতেও শেষ হবে না। বৎস! প্রাণাধিক! আমার চোখে কেউ কখনো জল দেখে নি; আজ তোর জন্য আমার অশ্রুজল বাধা মানে না। যাও বাবা, অমরধামে যাও; যাবার সময় শুনে যাও, এ অন্যায়ের প্রতিশোধ আমি নেবো। কুরুক্ষেত্র এখনো আসল ভীম দেখে নি; কাল আমি দেখিয়ে দেবো দুর্য্যোধনকে যে ভীম নামেও ভীম, কাজেও ভীম।

[প্রস্থান।

বিকর্ণ। জগতের বিচারশালায় তুমি সুবিচার পেলে না অভিমন্যু! ভগবানের বিচারশালায় আমাদের নামে অভিযোগ ক'রো। যাও বৎস, আমিও তোমার পিছে পিছে আস্‌ছি।

[প্রস্থান।

সহদেব। কি করলে তুমি দাদা?

যুধিষ্ঠির। সুভদ্রাকে জিজ্ঞাসা কর সহদেব, আমি কিছু করি নি।

সুভদ্রা। মানুষ কিছুই করতে পারে না; রাখে হরি, মারে কে? মারে হরি, রাখে কে? আর মরেই বা কে? আসল মানুষের তো মৃত্যু নেই; মরে শুধু মাটির দেহটা। এর জন্য শোক? মানুষ

কি এতই অসার? ছি ধর্ম্মরাজ, চোখের জল ফেলে অভিমন্যুর অমর্য্যাদা করবেন না।

সহদেব। অভিমন্যু!—

অভিমন্যু। হরে মুরারে, হরে মুরারে, হরে মুরারে!

যুধিষ্ঠির। ওই দেখ সহদেব, অর্জ্জুন আর শ্রীকৃষ্ণ আসছেন।

সহদেব। আমি পালাই দাদা, এ শোকের কোন সান্ত্বনা নেই।

[প্রস্থান।

সুভদ্রা। হরে মুরারে!

অর্জ্জুন ও কৃষ্ণের প্রবেশ।

অর্জ্জুন। কেন সবে অধোমুখে?
হে কেশব,
কার দেহ ধূলার শয়নে?
একি, অভিমন্যু?
অসংখ্য শরের ঘায় ক্ষত কলেবর,
শত্রুহস্তে নিপাতিত আমারি নন্দন?

যুধিষ্ঠির। অর্জ্জুন! চক্রব্যূহ রচি আজ
যুঝিলেন দ্রোণ;
চক্রব্যূহে প্রবেশের পথ কেহ মোরা
নাহি জানি,—

সুভদ্রা। তোমারি কৃপায় জানিতাম আমি
আর অভিমন্যু শুধু।

যুধিষ্ঠির। তাই রণজয়-আশে
রক্ষিবারে অসার সম্ভ্রম

ভ্রান্ত আমি অভিরে বরিয়াছিনু
সেনাপতি-পদে।

কৃষ্ণ। এত ভাগ্য কার ধর্ম্মরাজ?
আচার্য্যের প্রতিপক্ষ শিশুপুত্র যার,
ধন্য সে ধরণীতলে। দেখ পার্থ,
একা শিশু রচিয়াছে কি দুর্ভেদ্য
শবের প্রাচীর! আচার্য্যের
বহুযত্নে গড়া চক্রব্যূহ
হ'য়ে গেছে শবব্যূহ আজ।
হে অর্জ্জুন, মুগ্ধ ধরা বীরত্বে তোমার,
কিন্তু পুত্র তব পশ্চাতে ফেলিয়া গেছে
তোমার গরিমা। ধন্য তুমি,
চরিতার্থ পাণ্ডবের কুল, ধন্য আমি
বীরের মাতুল!

অর্জ্জুন। ব'লে দাও হে অগ্রজ,
কার হস্তে নিপাতিত বীরপুত্র মোর?

যুধিষ্ঠির। অজেয় নন্দন তব;
একা তারে কোন বীর পারে নাই
করিতে আঘাত,—

কৃষ্ণ। তাই সপ্তরথী মিলি অন্যায় সমরে
করেছে নিধন।

অর্জ্জুন। সপ্তরথী! একজন শিশুরে বধিতে
সপ্তরথী একযোগে সাজিল সমরে!
নিদ্রিত কি আচার্য্য ধীমান্?

বীরবর কর্ণও কি আছিলা নীরব!
বুঝিয়াছি, অভিমন্যু জানিত না
নিগমের পথ; সপ্তরথী-শরাঘাতে
জালবদ্ধ কেশরীর সম
হায় হায়, "পিতা" বলি কত বুঝি
করিয়াছে আর্ত্তনাদ!
চক্রব্যূহ সবলে দলিয়া বৃকোদর
পারিল না প্রবেশিতে রণে?

যুধিষ্ঠির। না অর্জ্জুন, দ্বারে ছিল জয়দ্রথ।

কৃষ্ণ। শঙ্করের বরে তুমি ছাড়া জয়দ্রথ
পাণ্ডবের অজেয় জগতে।

অর্জ্জুন। হে কেশব, এ শোকের
আছে কি সান্ত্বনা?
অস্ত্রে যার ব্যর্থ হ'লো
আচার্য্যের এত আয়োজন,
মৃত্যু তার সপ্তরথী-করে?
শৃগালের সম হীনবীর্য্য জয়দ্রথ,
তার হাতে লাঞ্ছিত পাণ্ডবকুল!
"পিতা—জ্যেষ্ঠতাত" বলি কত সে ডেকেছে,
কেহ তার হ'লো না সহায়!
না জানি কি অভিমানে মুদিয়াছে আঁখি।
মাতুল শ্রীকৃষ্ণ যার, পিতা ধনঞ্জয়,
ভীমসেন জ্যেষ্ঠতাত যার,
ভাগ্যে তার রণস্থল বধ্যভূমি হ'লো।

সুভদ্রা।   বীর তুমি, তোমাব কি অশ্রুজল সাজে?
কৃষ্ণের শ্রীমুখে তুমি শুনেছ ধীমান্,
"দেহিনোস্মিন যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তর প্রাপ্তির্ধীবস্তত্র ন মুহ্যতি।"

যুধিষ্ঠির।   অর্জ্জুন!

অর্জ্জুন।   ধর্ম্মরাজ, তুমি আব করিও না
অশ্রু বরিষণ।
ধনঞ্জয় সকলি সহিতে পারে,
কিন্তু তোমার মলিন মুখ পারে না সহিতে।

যুধিষ্ঠিব।   ভাই!—

অর্জ্জুন।   ধর্ম্মরাজ, রাতুল চরণ তব
করি পরশন ধনঞ্জয় করিছে শপথ,
কালি সূর্য্য না হইতে অস্তাচলগত
জয়দ্রথে পাঠাইব শমন-সদনে।

যুধিষ্ঠির।   ধনঞ্জয়!—

অর্জ্জুন।   পূর্ণ যদি নাহি হয় প্রতিজ্ঞা আমার,
হে কেশব, সাক্ষী তুমি, তুষানলে
আত্মপ্রাণ দিব বিসর্জ্জন।

কৃষ্ণ।   ক্ষত্রিয়ের এইতো বিধান।
"বীরশোক অশ্রু নহে, অসির ঝঙ্কার

অর্জ্জুন।   বীর পুত্র, যাও তুমি স্বর্গধামে;
জীবনের চরম সঙ্কটে পাও নাই
সাহায্য পিতাব; ভাগ্যহীন জনকের
ক্ষমিও সে অপরাধ।

কৃষ্ণ। যাও সবে, যাও—যাও, ওই দেখ
আসিছে উত্তরা।

যুধিষ্ঠির। অর্জ্জুন, এর চেয়ে মৃত্যু ছিল ভাল।

[প্রস্থান।

অর্জ্জুন। কত দূরে তুমি হে শমন,
এ দৃশ্য যে পারি না সহিতে।
হে কেশব, গর্ভবতী পুত্রবধূ মোর,
দেখো যেন পতিশোকে না মরে বালিকা।

[প্রস্থান।

সুভদ্রা। দাদা!

কৃষ্ণ। দিদি!

সুভদ্রা। অভির বিবাহ বুঝি এরি তরে ছিল
প্রয়োজন? পাণ্ডবের বংশরক্ষা তরে
নির্ব্বিকার নারায়ণ তুমিও চঞ্চল?
বুঝিলাম, পাণ্ডবের কেহ রহিবে না,
রবে শুধু উত্তরার গর্ভজাত
অভির নন্দন। নারায়ণ! সব যাক্,
পূর্ণ হোক্ বাসনা তোমার। [প্রস্থান।

কৃষ্ণ। ক্ষত্রিয়নন্দন, পূর্ণ তব মনস্কাম,
যাও ফিরি আপন আবাসে।
মায়া! বৃথা তুমি নয়নগোচরে মোর
ফেল আঁখিজল। ধর্ম্মরাজ্যসংস্থাপনে
কৃষ্ণ তার আত্মজনে এইভাবে
হাসিমুখে দিবে বলিদান।

গীতকণ্ঠে বিদুরের প্রবেশ।

বিদুর।—

গীত।

কেন অভিমানে মুদিয়াছ আঁখি, নয়ন মেল রে ভাই!
আমি দূর হ'তে এসেছি ছুটিয়া দেখিতে কি দেহ ছাই?
সাজানো রয়েছে খেলাঘর তোর, খেলার সাথী যে কাঁদে,
চলেছ ছুটিয়া কোন্ দেশপানে কাহার শঙ্খনাদে?
কে দিল আঘাত হেন, প্রিয়তম,
কাহার হৃদয় এত নিরমম,
পারি না ভাবিতে, বুক ফেটে যায়, সব আছে, তুমি নাই।

কৃষ্ণ। বিদুর!

বিদুর। হে সারথি, বন্ধ কর রথের চালনা।
অচির মরণে সাঙ্গ হোক্ কুরুক্ষেত্র-রণ।

[প্রস্থান।

কৃষ্ণ। চন্দ্রদেব, শাপমুক্ত তুমি;
ফিরে যাও চন্দ্রালয়ে।
সোমপ্রিয়া হে রোহিণি,
নিয়ে যাও পতিরে তোমার।
বলি, বলি, আবও বলি।
হে ভারত, পঙ্কলিপ্ত দেহ তব
ধোয়াইব শোণিত-সাগরে।
মাভৈঃ! মাভৈঃ!

[প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে রোহিণীর প্রবেশ।

রোহিণী।—

গীত।

ফিরে এস প্রিয়তম!
বহু বেদনার বিষের আগার ধরণীরে তুমি ক্ষম।
পথপানে চাওয়া আজি হ'ল শেষ,
কত যে কাঁদিছে ফেলে-আসা দেশ,
আঁধারে ঢেকেছে চন্দ্রভবন দিবসে রজনীসম।

অভিমন্যু। রোহিণি! রোহিণি! তাইতো, কত ঘুমিয়েছি; আমায় জাগাও নি কেন? চল, চল, আঁধার ছেড়ে আলোকে চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

তিন।

রণস্থলের একপার্শ্ব।

শকুনির প্রবেশ।

শকুনি। জয়দ্রথ মরেছে, দ্রোণাচার্য্য মরেছে, এবার কর্ণের পালা। তারপর একটা একটা ক'রে ধৃতরাষ্ট্রের একশোটা ছেলে মরবে। অপেক্ষা কর পিতা, অপেক্ষা কর ভাইসব; কত রক্ত তোমরা ঢেলেছ? এত রক্ত তোমাদের দেবো, যে, কুরুক্ষেত্রে সাগর ব'য়ে যাবে। আঃ, কবে এই কর্ণটা মরবে? ইন্দ্র এসে ছল ক'রে কবচ-কুণ্ডল কেটে নিয়ে গেল, তবু হতভাগা সমানে যুদ্ধ ক'চ্ছে!

মুহূর্ত্তে শত শত পাণ্ডবসৈন্য মৃত্যুর কবলে ঢ'লে পড়্‌ছে। কি করি? কেমন ক'রে এই কর্ণটাকে শেষ করি?

আহত বৃষসেনের প্রবেশ।

বৃষসেন। পিতা! পিতা! জল।

শকুনি। কে—বৃষসেন? কর্ণের পুত্র? বড় আহত দেখ্‌ছি! আহা-হা, কে তোমায় এমন মার মার্‌লে?

বৃষসেন। মারে হরি, রাখে কে? পিতা কোথায় বল্‌তে পারেন?

শকুনি। ডাক্‌বো?

বৃষসেন। না, আমি এইখান থেকেই প্রণাম্ ক'চ্ছি। আমাকে একটু শ্রীকৃষ্ণের পদধূলি এনে দিতে পারেন? তাহ'লেই আমি বেঁচে উঠ্‌বো, কেউ আমায় মার্‌তে পার্‌বে না।

শকুনি। আর বেঁচেই বা কি হবে যাদু? জীবনে বড় জ্বালা, সাব চেয়ে মৃত্যুই ভাল।

বৃষসেন। মর্‌তে আমাব ইচ্ছে করে না, ওই রথের উপরে শ্রীকৃষ্ণকে যতহ দেখ্‌ছি, ততই আমার বাঁচ্‌তে সাধ হ'চ্ছে। ম'রে গেলে এ রূপ আর দেখ্‌তে পাবো না। দেখে দেখে আমার আশা মেটে নি, আমি মর্‌বো না—আমি মর্‌বো না।

শকুনি। তুমি না মর্‌লে তোমার বাবাও যে মর্‌তে পাচ্ছে না যাদু! অর্জ্জুনের শরাঘাতে কবচহীন দেহে অসহ্য যন্ত্রণা হ'চ্ছে, তবু মৃত্যু হ'চ্ছে না। যাবেই যখন, একটু আগেই যাও।

বৃষসেন। আমি শ্রীকৃষ্ণকে দেখ্‌বো—শ্রীকৃষ্ণকে দেখ্‌বো।

শকুনি। না—না, দেখো না; ও বড় নিষ্ঠুর; চোখ ঝল্‌সে যাবে। মুখ ফেরা, ওরে মুখ ফেরা। [জড়াইয়া ধরিলেন।]

বৃষসেন। নারায়ণ! নারায়ণ!— [পতন ও মৃত্যু]

শকুনি। একি! আমি মেরে ফেললুম? আমি?

কর্ণের প্রবেশ।

কর্ণ। রাজা কোথায়? রাজা?

শকুনি। জানি না বাবা!

কর্ণ। কে—মাতুল, শীঘ্র এস; আমার রথের চাকা মাটিতে ব'সে গেছে; আমি তুলতে পাচ্ছি না, আমাকে একটু সাহায্য কর্‌বে এস।

শকুনি। তোমার রথের চাকা আর উঠ্‌বে না কর্ণ! রথের চাকা ধরণী গ্রাস করে নি, গ্রাস করেছে দুর্য্যোধনের পাপ। নইলে এই ছেলেটা—আহা!

কর্ণ। কে? বৃষসেন! নেই!

শকুনি। কেউ থাক্‌বে না বাবা! আজ বৃষসেন গেছে, কাল তুমিও যাবে। একি, তোমার চোখে জল এল? ছি-ছি-ছি, তুমি বীর, তোমারও পুত্রশোক! আর হবে নাই বা কেন? কি ছেলে! সোনার চাঁদ।

কর্ণ। কার অস্ত্রে বৃষসেন নিহত হ'য়েছে, বল্‌তে পার মাতুল?

শকুনি। অর্জ্জুনের অস্ত্রে। তোমার সঙ্গে এঁটে উঠ্‌তে না পেরে তোমার পুত্রকেই নিপাত করেছে।

কর্ণ। মাতুল! আজ এই মুহূর্ত্তে হয় অর্জ্জুন মর্‌বে, না হয় আমি মর্‌বো। যাও পুত্র, চিরদিন যাঁর নাম গান ক'রে জগৎ-সংসার ভুলেছিলে, তাঁরই কোলে অনন্ত বিশ্রাম লাভ কর।

[প্রস্থান।

শকুনি। আমি তোমায় হত্যা করি নি বালক! তোমাকে হত্যা

করেছে সেই নিষ্ঠুর—যে আমাকে এই নরকপঙ্কে টেনে এনেছে। একি, মৃতদেহটা আমার দিকে চেয়ে আছে কেন? আমি তো কিছু করি নি। আমি যন্ত্র, আমার কোন হাত নেই; যন্ত্রীকে তুমি অভিশাপ দাও বালক! অ্যাঁ, এ যে হাসছে। আমার দিকে চেয়ে হাসছে। চুপ্—চুপ্। আবার? [তরবারি নিষ্কাসন] এ কি, আমার হাত কই? তরবারি তুললে কে? ওরে, ওরে, কে আছিস্ তোরা—

দুর্য্যোধনের প্রবেশ।

দুর্য্যোধন। কি মাতুল?

শকুনি। কিছু না বাবা! কর্ণের ছেলে মরেছে। আমি দেহটা রেখে আস্ছি। [মৃতদেহ তুলিয়া লইলেন] দুর্য্যোধন, আমার একটা কথা শুন্‌বে? এখনও সময় আছে, যদি—[নেপথ্যে শঙ্খনাদ] নাঃ, হ'লো না। ওগো সারথি, বন্ধ কর তোমার শঙ্খনাদ। আমি আর পারি না, আর পারি না। [প্রস্থান।

দুর্য্যোধন। চাকা উঠ্‌লো না, কর্ণের রথের চাকা উঠ্‌লো না। উঠ্‌বে না, আমি জানি। যে সপ্তরথী অভিমন্যুকে মেরেছে, তাদের রথের চাকা এমনি ক'রেই পৃথিবী গ্রাস করবে। কেউ থাক্‌বে না, কেউ থাক্‌বে না। অনন্ত ভবিষ্যৎ মহাপাপী ব'লে দুর্য্যোধনকেই থুৎকার দেবে; কেউ জান্‌বে না, ভাল হ'তে সে চেয়েছিল, তাকে ভাল হ'তে দিলে না। [নেপথ্যে সহসা জয়ধ্বনি—"জয় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের জয়।"] কি হ'লো?

দুঃশাসনের প্রবেশ।

দুঃশাসন। দাদা!

দুর্য্যোধন। কি দুঃশাসন? পাণ্ডবসৈন্য সহসা জয়ধ্বনি দিয়ে
·ঠ্‌লো কেন? কি হয়েছে, বল।

দুঃশাসন। মহাবীর কর্ণ নিহত।

দুর্য্যোধন। নিহত!
কর্ণ নেই দুঃশাসন?
দানবীর মহারথী নিস্পন্দ নীরব!
অস্ত্র আর ধরিবে না বীর বাহু তার,
হস্ত আর অকাতরে করিবে না দান!
কর্ণ নেই, বন্ধু নেই, তবু বেঁচে
আছে দুর্য্যোধন।
দাঁড়াও—দাঁড়াও বন্ধু,
আমি যাবো সাথে তব।

দুঃশাসন। কোথা যাও দাদা?

দুর্য্যোধন। কর্ণ যায় স্বর্গধামে,
দুর্য্যোধন যাবে তার সাথে।

দুঃশাসন। দাদা!

দুর্য্যোধন। দুঃশাসন! কর্ণসনে কৌরবের
ভাগ্যরবি গেল অস্তাচলে।
বহু রথী ছিল মোর,
আরো আছে সংখ্যাতীত রথীন্দ্রনিকর।
কিন্তু এমন বিশ্বস্ত বন্ধু,
প্রভুভক্ত এমন সৈনিক
কেহ নাই, কেহ নাই মোর।
ঊনশত সহোদর

দুর্য্যোধন তুচ্ছ গণিয়াছে,
কর্ণ সম ভাই মোর কেহ নাহি ...

দুঃশাসন। ত্যজ শোক মহারাজ!
নেতৃহীন কৌরব-বাহিনী।
বল, সেনাপতি-পদে কারে
তুমি করিবে বরণ?

দুর্য্যোধন। যার ইচ্ছা হোক্ সেনাপতি।
কৌরবের ভাগ্যরবি অস্তমিত আজ।
বৃথা রণ দুঃশাসন,
জয়লক্ষ্মী ফিরায়েছে মুখ।
দেখ—দেখ, করুণ কটাক্ষে ওই
অভিমন্যু রয়েছে চাহিয়া;
মৃত্যু তার কৌরবের শিরে
তুলে দেছে পাপের পসরা।
এ পাপের ক্ষমা নাই, নাই পরিত্রাণ।

গান্ধারীর প্রবেশ।

গান্ধারী। ও কে? ও কে সুযোধন, মূর্ত্তিমান্ যমের মত রণস্থলে ছুটোছুটি ক'চ্ছে? ভীম? ভীমের এমন ভয়াল মূর্ত্তি!

দুর্য্যোধন। অভিমন্যু মরেছে। ভীম আর যমে আজ কোন প্রভেদ নেই মা, আজই বোধ হয় কৌরব-বংশের অবসান।

দুঃশাসন। তুমি কেন রণস্থলে এসেছ?

গান্ধারী। যুদ্ধ করতে এসেছি। কার সঙ্গে জান? মায়ার সঙ্গে। ওই ভীম যমের কিঙ্করের মত গোটা রণস্থলে আমারই পুত্রদের

খুঁজে বেড়াচ্ছে। সে তার প্রতিজ্ঞা পালন করবে। মায়া আমাকে ভাসিয়ে গেছে; আমি চোখের উপর বংশের ধ্বংস দেখ্‌বো, তবু মায়ার শাসন মান্‌বো না।

দুঃশাসন। এখনও কি তুমি পাণ্ডবদের আশীর্ব্বাদ করতে চাও?

গান্ধারী। যথা ধর্ম্ম, তথা জয়। সাত সাতটা রথী মিলে একটা শিশুকে যারা হত্যা করে, তাদের পরাজয় অনিবার্য্য। মানুষের কল্পনায় এমন কোন শাস্তি নেই, যা তোমাদের পক্ষে যথেষ্ট।

দুঃশাসন। আমাদের শাস্তি না হ'লে তোমার ঘুম হবে না, জানি। আমরা যদি মরি, ভীমের গদাঘাতে মরবো না, মরবো তোমারই অভিশাপে। [প্রস্থান।

গান্ধারী। সুযোধন! এখনও তুমি যুদ্ধ বন্ধ করবে না?

দুর্য্যোধন। উপায় নেই; আর প্রয়োজনও নেই। যুদ্ধ প্রায় শেষ হ'য়েই এসেছে। এখন শুধু শ্মশানপর্ব্ব বাকী। তুমি আর এখানে দাঁড়িও না মা! আকাশটা দুলছে; এখনি হয়তো ভেঙ্গে মাথায় পড়বে।

গান্ধারী। তুমি যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে সন্ধি করবে না?

দুর্য্যোধন। অভিমন্যুর মৃত্যু আমার বাহু ভেঙ্গে দিয়েছে। যদি জয়ী হই, নিশ্চয়ই সন্ধি করবো; কিন্তু পরাজয়ের মুখে দুর্য্যোধন সন্ধি করে না।

[নেপথ্যে জয়নাদ—"জয় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের জয়।"]

আহত রক্তাপ্লুত বিকর্ণের প্রবেশ।

বিকর্ণ। পালিয়ে যাও দাদা, পালিয়ে যাও। ভীমসেন আসছেন; আজ আর কারও রক্ষা নেই।

গান্ধারী। বিকর্ণ?

বিকর্ণ। কে? মা? তুমি এসেছ? চোখে ভাল দেখ্‌তে পাচ্ছি না। কাছে এস মা, আরও কাছে।

গান্ধারী। এই জন্যই কি আমি রণস্থলে ছুটে এসেছি, বিকর্ণ? কে তোমার এ দশা করলে বাবা?

বিকর্ণ। তুমি তো জান,—তোমার একশোটা ছেলে একা ভীমসেনই বধ করবেন। আজ তার সূচনা, আজই বোধ হয় শেষ। আমি তো তবু এখনও মরি নি; তোমার আরও ন'টা ছেলে ভীমের গদাঘাতে চূর্ণ হ'য়ে গেছে মা!

গান্ধারী। শুন্‌ছো? শুন্‌ছো সুযোধন? কাণ আছে তোমার? পাঁচখানা গ্রাম, পাঁচখানা গ্রামের জন্য দশটা ভাইকে ডালি দেয়, এতবড় মূর্খ সংসারে আর বোধ হয় কেউ নেই।

দুর্য্যোধন। ভাঙ্গন ধরেছে, ভাঙ্গন ধরেছে। অভিমন্যুর অভিশাপ!

বিকর্ণ। দাদা, আর কখনো বল্‌তে আস্‌বো না। মুমূর্ষুর অনুরোধ রাখ; শ্বেত পতাকা উড়িয়ে দাও। আমি দেখে যাই, কুরু-পাণ্ডবের সন্ধি হয়েছে। [দুর্য্যোধনের পায়ে লুটাইয়া পড়িল।]

দুর্য্যোধন। বিকর্ণ, বহু অপমান স'য়ে বহু অনুরোধ তুমি করেছ। আমি শুনি নি। আজ তোমার শেষ অনুরোধ—

সহসা শকুনির প্রবেশ।

শকুনি। কে এখানে? দিদি? অন্ধরাজ আসেন নি? তাঁকে নিয়ে এস। অপূর্ব্ব দৃশ্য! এমন দৃশ্য কেউ দেখে নি। দেখলে তোমার প্রাণ শীতল হ'য়ে যাবে।

গান্ধারী। কি শকুনি, তুমি আবার কি দুঃসংবাদ এনেছ?

শকুনি। দুঃসংবাদ নয়, সুসংবাদ। ন'য়ে আর তিরিশে কত ? কত দুর্য্যোধন ? ঊনচল্লিশ ? তার সঙ্গে বিকর্ণকে যোগ ও।

গান্ধারী। কি শকুনি ? কি ?

শকুনি। শব দিদি, শব। দেখ্‌বে এস ; আমি সব পাশাপাশি জিয়ে রেখেছি।

গান্ধারী। কার শব, ওরে কার শব ?

শকুনি। তোমার ছেলেদের।

বিকর্ণ। আরও তিরিশ জন ? চল মামা, আমিও তাদের পাশে ন করবো। পাঁচখানা গ্রাম ; মানুষের প্রাণের চেয়ে মাটির দাম বশী। তোমার মাটিই থাক্ দাদা, আমরা যাই। মা ! আসি মা !

[প্রস্থান।

গান্ধারী। সুযোধন ! যারা গেছে, যাক্ ; যারা আছে, তাদের তুমি বাঁচ্‌তে দাও। এ কালযুদ্ধ বন্ধ কর, আর এই বিষকুম্ভ-পয়োমুখ আত্মীয়কে জীবন্ত বেঁধে তোমার ভাইদের চিতায় তুলে দাও।

[প্রস্থান।

দুর্য্যোধন। দেখ তো মাতুল, দুর্য্যোধনের দেহে কি বার্দ্ধক্য এলো ?

শকুনি। বার্দ্ধক্য নয় দুর্য্যোধন, মৃত্যু আসছে ভীমের গদায় ভর ক'রে।

দুর্য্যোধন। ভীমকে সম্ভাষণ করতে আমি জানি মাতুল। কিন্তু তুমি আমায় ত্যাগ কর। দোহাই তোমার, আমার রাজকোষে যত অর্থ আছে, সব নিয়ে তুমি চ'লে যাও।

শকুনি। চ'লে যাবো? আমার যতগুলো ভাইকে ধৃতরাষ্ট্র হত্যা করেছে, তার ততগুলো ছেলে যে এখনো মরে [illegible]!

দুর্যোধন। এইজন্যই কি তুমি আমাকে আশ্রয় [illegible]রেছ মাতুল?

শকুনি। কর্ণ বুঝেছিল, বিকর্ণ বুঝেছিল, তুমিই শুধু বোঝ নি।

দুর্যোধন। মাতুল, আমাব অখণ্ড বিশ্বাসের কি এই [illegible]?

শকুনি। তুমি দিয়েছ আমায় বিশ্বাস, আমিও দিয়েছি তোমায় স্নেহ। আমি কখনও 'তোমার' মৃত্যু চাই নি দুর্যোধন! তোমা[illegible] উনশত ভাই মরবে, হস্তিনার সিংহাসনও তুমি হারাবে। কি[illegible] গান্ধারের সিংহাসন তোমাবই জন্য রইলো। তুমি যাও সুযোধন[illegible] যুদ্ধের ভার আমার উপর রইলো। তুমি চ'লে যাও, তুমি চ'[illegible] যাও।

[প্রস্থান।

দুর্যোধন। আমার গদা কই, আমার গদা? [প্রস্থানোদ্যোগ]

গীতকণ্ঠে উত্তরার প্রবেশ।

উত্তরা।—

গীত।

নিঃশ্বাস ধর বীর!
অঞ্জলি পাতি লহ মহামানি, বিধবার আঁখিনীর।
যে মরণ মম বাঁধিয়াছে বুকে, বহিতে পারি না আর,
কিছু ভাগ তুমি লহ মহারাজ, জ্বালার এ পারাবার;
দুরাশা তোমার রাক্ষস সাজি,
দিয়েছে আমার মরণ যে আজি,
শতগুণ হ'য়ে এ মরণজ্বালা জ্বালাবে ভারতভীর।

দুর্যোধন। কে তুমি?

উত্তরা। আমি উত্তরা।

দুর্যোধন। উত্তরা! অভিশাপ এনেছ? দাও অভিশাপ। কিন্তু তোমার স্বামীকে, আমি মারি নি মা! আত্মীয়-বন্ধুরূপে যে নারকীর আমার কাঁধে ভর করেছে, তারা তোকে অকালে বিধবা করিয়েছে। মা গো, তুই বিশ্বাস কর্ মা, তোর মত আমারও চোখে ঘুম নেই

উত্তরা। মহারাজ!

দুর্যোধন। দুর্যোধন কারও জন্য কাঁদে নি, কেঁদেছে শুধু এই একজনের জন্য। তুই হস্তিনার সিংহাসনটা নিবি মা? আমি তাহ'লে সন্ধি করবো, হস্তিনার রাজ্যে তোকে সম্রাজ্ঞী ক'রে আমি তোর প্রজা হ'য়ে থাকবো মা!

উত্তরা। স্বামীর বিনিময়ে রাজ্য! মহারাজ, পাঁচখানা গ্রামের জন্য আপনি এতগুলো ভাইকে ডালি দিয়েছেন। আপনি বুঝবেন না, মানুষের দাম মাটি দিয়ে হয় না।

দুর্যোধন। তাই বুঝি হবে। তবে আমার সঙ্গে যাবি মা? অনেক দূরে—অনেক দূরে, যেখানে মানুষ নেই। আমরা মা আর ছেলে দুজনে মিলে জগতের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করবো।

উত্তরা। হত্যাকারী জল্লাদের সঙ্গে আমি কোথাও যাবো না।

দুর্যোধন। ওরে, আমি জল্লাদ নই। আমি মানুষ হ'তে চেয়েছিলাম; দিলে না। চল মা, তোমায় আমার মায়ের কাছে রেখে আসি।

উত্তরা। না, আমি নিজেই যাচ্ছি।

দুর্যোধন। একটু দাঁড়া মা! ওই যে অর্জ্জুনের রথের উপর সারথি দাঁড়িয়ে আছে, ও কে জানিস্?

উত্তরা। মাতুল শ্রীকৃষ্ণ।

দুর্য্যোধন। সবাই বলে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্। ভগবান্ যদি সত্যই সে হয়, আমাদের প্রার্থনা নিশ্চয়ই শুন্‌বে। কাকে বলিস্ শিশু আয়, দুজনে মিলে প্রার্থনা করি,—ভগবান্, অভিমন্যুর স্বর্গলাভ হোক্।

উত্তরা। অভির অনন্ত স্বর্গলাভ হোক্।

[উভয়ের প্রস্থান।

ফল।

এক।

কুরুক্ষেত্র।

ভীমের প্রবেশ।

ভীম। দুঃশাসন! দুঃশাসন! কই দুঃশাসন?
পাঁতি পাঁতি করি খুঁজিতেছি দুর্ম্মতিরে
সমর-অঙ্গনে, কোথা তার না পাই
সন্ধান। দ্রৌপদীর মুক্তবেণী
এখনও হ'লো না বাঁধা,
এখনও হ'লো না মোর প্রতিজ্ঞাপালন।
কোথা গেল দুরাচার?
পাতালের তলদেশে লুকায় যদ্যপি,
ভীম তার বক্ষোরক্তে সুনিশ্চয়
মিটাবে পিয়াসা। ওই যায়, ওই যায়
পাপী দুঃশাসন। [প্রস্থানোদ্যোগ]

যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ।

যুধিষ্ঠির। ক্ষান্ত হও ভীমসেন!
ভীম। পথ ছাড়, হে অগ্রজ, চ'লে যায়
মাহেন্দ্র-সুযোগ।
যুধিষ্ঠির। ত্যজ ক্রোধ ভাই বৃকোদর!

ছি-ছি, নর হ'য়ে রাক্ষসের মূর্ত্তি তুমি
ধরেছ ধীমান্!

ভীম। কে আমারে সাজায়েছে
রাক্ষসের সাজে? কে করেছে দ্রৌপদীর
বস্ত্র-আকর্ষণ? সপ্তরথী মিলে
অভিমন্যু-কৌস্তুভরতন কারা নিল
অকালে ছিনায়ে?

যুধিষ্ঠির। নিয়েছ তো বহু প্রতিশোধ।
বৃকোদর, তোমারি গদার ঘায়ে
নিঃশেষিত কৌরবের কুল;
সুযোধন দুঃশাসন অবশিষ্ট শুধু।
আর কেন মতিমান্? ফিরে চল
রণস্থল ত্যজি। রে অনুজ,
শোকাকুল জ্যেষ্ঠতাত, বেঁচে থাক্
শতেকের মধ্যে তার এ দুটি সন্তান।

দ্রৌপদীর প্রবেশ।

দ্রৌপদী। না—না; কর তুমি বৃকোদর,
প্রতিজ্ঞাপালন। দেখ মোর—মুক্তবেণী
এখনও হয় নাই বাঁধা।
পাপ-ঊরু নিয়া দুর্য্যোধন
এখনও দর্পভরে রয়েছে দাঁড়ায়ে।
ধ্বংস কর, ধ্বংস কর কৌরবের কুল।
নারীর সম্ভ্রম নিয়া করে যারা খেলা,

রেণু রেণু করি তাহাদের
ধূলিসনে দাও মিশাইয়া।

যুধিষ্ঠির। কৃষ্ণা! তুমি নারী, তুমি দেবী,
সন্তানের তুমি তো জননী।
ভাব মাতা গান্ধারীর কথা!
বক্ষ তার শূন্য হ'য়ে গেল।
দুটি মাত্র তার সন্তানের তরে,
হে কল্যাণি, নতজানু যুধিষ্ঠির
ভিক্ষা মাগে পায়! [নতজানু]

ভীম। কৃষ্ণা! কৃষ্ণা!
থাক্ তবে প্রতিজ্ঞাপূরণ।

দ্রৌপদী। না—না; ওঠ রাজা, ভিক্ষা আমি
দিব না তোমায়।
বহুবার আমিও চেয়েছি ভিক্ষা,
তুমি তো তা দাও নাই।
পাশাক্রীড়া-নিমন্ত্রণে আমি দিয়েছিনু
বাধা; তুমি তো তা শোন নাই।
কৌরবের সভাতলে কত যে ধরেছি
পায়, নিঃশ্বাস কি ফেলেছিলে তুমি?
অভিরে পাঠাতে রণে
করেছিনু কত যে বারণ,
তুমি তো আমারে ভিক্ষা
দাও নাই দেব!
শুনিব না আমিও মিনতি।

বৃকোদর! ওই যায় দুঃশাসন।
ধর—ধর, পূর্ণ কর প্রতিজ্ঞা তোমার।

[প্রস্থান।

ভীম। ধর্ম্মরাজ, আমারে করিও ক্ষমা।
আগে বাঁধি দ্রৌপদীর বেণী,
তারপর শির পাতি দণ্ড নেবো দেব!

[প্রস্থান।

যুধিষ্ঠির। রক্ষা কর নারায়ণ!

শকুনির প্রবেশ।

শকুনি। কে, যুধিষ্ঠির?
যুধিষ্ঠির। ছুটে যাও হে মাতুল, ভীম গেছে
দুঃশাসনে করিতে নিধন।
ভীমের রোষাগ্নি হ'তে রক্ষা কর তারে।
শকুনি। কেন বাবা? দুঃশাসন শ্রেষ্ঠ অরি তব।
যুধিষ্ঠির। দুঃশাসন অরি নয়, অরি মোর
অন্তরের মাঝে।
শকুনি। বুঝিয়াছি, তুমি না মরিলে
কৌরবের ধ্বংসযজ্ঞ হবে না পূরণ।
এস, তোমারে পাঠাবো আমি
শমন-সদনে।
যুধিষ্ঠির। কি কহিলে হে মাতুল,
তুমি কর কৌরবের ধ্বংসের কামনা!
শকুনি। আমি? না—না, আমি নই,

কৌরবের ধ্বংস চায় শ্রীকৃষ্ণ মুরারি।
পিতামহ উপেক্ষিত ভ্রাতা মোর
ভস্মীভূত কুরু-কোপানলে।
তবু আমি করি নাই অবহেলন।
যে চক্রীর চক্রে আজ ঘূর্ণিত ভুবন,
সেই মোরে শঙ্খনাদে এনেছে টানিয়া।
এ জগতে কেহ নাই—
দুর্য্যোধন দুঃশাসনে রক্ষিবারে পারে।
এস, তাদের মৃত্যুর তরে আগে চাই
তোমার মরণ। [উভয়ের যুদ্ধ]

যুধিষ্ঠির। দেখ—দেখ হে মাতুল,
বৃকোদর ধরিয়াছে দুঃশাসনে।
যাও—যাও, সর্ব্বনাশ হ'লো।

শকুনি। না—না, যুদ্ধ কর।

যুধিষ্ঠির। আমি যাবো, আমি যাবো,
ক্ষান্ত হও ভীমসেন!

শকুনি। চুপ্।

[যুধিষ্ঠির আহত হইলেন, তাঁহার অস্ত্র ভগ্ন হইল; শকুনি বজ্রমুষ্টিতে তাঁহার হস্তধারণ করিলেন।]

এস, কৌরবের ধ্বংসতরে প্রয়োজন
তোমারি মরণ।

[যুধিষ্ঠিরকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান।

ভীম। [নেপথ্যে] হাঃ-হাঃ-হাঃ! প্রতিশোধ—
প্রতিজ্ঞাপূরণ। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

এক।]

দুঃশাসনের নাড়ীভুঁড়ি দুই হাতে ধরিয়া সাক্ষাৎ রাক্ষসের মত ভীমের প্রবেশ।

ভীম। কৃষ্ণা! কৃষ্ণা! কোথা কৃষ্ণা?
মরিয়াছে দুঃশাসন, মুক্তবেণী
বাঁধিব তোমার।

দ্রৌপদীর প্রবেশ।

দ্রৌপদী। ফেলে দাও—ফেলে দাও,
হে রাক্ষস, চেয়ে দেখ শুদ্ধ রণাঙ্গন,
রক্ষিগণ সভয়ে পলায় দূরে।
ওই দেখ পতিহীনা দুঃশাসন-জায়া
কাতরে করিছে আর্ত্তনাদ।
ধরি পায়, ফেলে দাও বৃকোদর!
[পদধারণ]

ভীম। [দ্রৌপদীর কেশে রক্ত মাখাইয়া]
বেণী বাঁধ যাজ্ঞসেনি,
আমি দেখি, কোথা দুর্য্যোধন।

সহদেবের প্রবেশ।

সহদেব। মেজদা, ছি—ছি, তুমি মানুষ না রাক্ষস? ফেলে দাও। [নাড়ীভুঁড়ি টানিয়া ফেলিয়া দিল।] এস,—শকুনির হাতে ধর্ম্মরাজ বন্দী।

দ্রৌপদী। ধর্ম্মরাজ বন্দী!

[ক্রন্দল।

ভীম। তুমি যাও সহদেব; ধর্ম্মরাজকে মুক্ত করা চাই, আর আজ, সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে শকুনিকে বধ ক'রে তোমার প্রতিজ্ঞা পালন করে। আমি দুর্য্যোধনের সন্ধানে যাচ্ছি।

সহদেব। আজ সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে হয় শকুনি মরবে, না হয় সহদেব মরবে। [প্রস্থান।

দ্রৌপদী। বৃকোদর!

ভীম। কেন কৃষ্ণা?

দ্রৌপদী। শতভ্রাতা কৌরবের আর একজন মাত্র অবশিষ্ট। দুর্ভাগ্য দুর্য্যোধন আর মাথা তুল্‌বে না বৃকোদর।

ভীম। তোমার কণ্ঠস্বর কাঁপ্‌ছে কেন দ্রৌপদি? কি বল্‌তে চাও তুমি?

দ্রৌপদী। বল্‌ছিলাম,—দুর্য্যোধনকে কি ক্ষমা করা যায় না?

ভীম। ক্ষমা! দুর্য্যোধনকে। বরং দুঃশাসনকে ক্ষমা করা যেতো, কিন্তু দুর্য্যোধনকে নয়। সে মরবে, ভীমের গদাঘাতে তার পাপ-উরু যদি চূর্ণ না হয়, বৃথাই ভীম ক্ষত্রিয়ের সন্তান। [প্রস্থান।

দ্রৌপদী। নারায়ণ! এও তো বড় জ্বালা! রক্ষা কর নারায়ণ!

[প্রস্থান।

যুধ্যমান শকুনি ও সহদেবের প্রবেশ।

সহদেব। তোমারি জন্য আমরা পাশাখেলায় হেরেছি, তোমারি চক্রান্তে সভামধ্যে দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা, তোমারি জন্য ভাইয়ে ভাইয়ে এই কুরুক্ষেত্র রণ। যার নুন খেয়েছ তুমি, তাকেও সর্ব্বস্বান্ত করেছ। দেশ, ধর্ম্ম, জাতি, সবাই সমস্বরে তোমার মৃত্যুকামনা ক'চ্ছে!

শকুনি। আমারই জন্য কুরুক্ষেত্র রণ, সব দুষ্কর্ম্মের আমিই

নায়ক। জগতে আমার এই পরিচয়ই রইলো সুহদেব! যন্ত্রীকে কেউ চিন্‌লে না, যত অভিশাপ যন্ত্রের মাথায় বর্ষণ কর্‌লে। অর্জ্জুনের রথে ব'সে ওই যে সারথি—

সহদেব। সারথি কে? শ্রীকৃষ্ণ শুধু কপিধ্বজ রথটাই চালিয়েছেন, আর তুমি চালিয়েছ শুধু কৌরবকুলের নয়, সমগ্র ক্ষত্রিয়সমাজের মনোরথ। মঙ্গলময় শ্রীকৃষ্ণ এই রক্তক্ষয়ী রণ নিবারণ কর্‌বার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন, তুমিই তা হ'তে দাও নি। গোটা ভারতবর্ষটাকে তুমি কুরুক্ষেত্রে টেনে এনেছ। দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ, দ্রোণাচার্য্য—সবাই স্বপক্ষে বল্‌বার আছে, তোমার কিছুই বল্‌বার নেই। তোমার পাপজীবনের আজই অবসান। [ঘোরতর যুদ্ধ, আহত শকুনি ভূপতিত হইলেন।] যাও নারকি, তোমার জন্য নূতন নরক নির্ম্মিত হয়েছে, সেইখানে যাও; ভুলেও আর এ পৃথিবীতে এস না। [প্রস্থান।

শকুনি। নারায়ণ! নারায়ণ! সব অপরাধের কলঙ্ক নিয়ে আমিই চ'লে যাচ্ছি, তোমার শুভ্র নামে যেন কলঙ্কের কালি না লাগে। ওঃ—[নেপথ্যে শঙ্খনাদ] শাঁখে ডাকে, শাঁখে ডাকে; আজ আর কুরুক্ষেত্রে নয়; আনন্দময় স্বর্গধামে। নারায়ণ,—

কৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ।   শকুনি!

শকুনি।   এসেছ দীনের বন্ধু? এস প্রিয়তম,
        তুলে দাও শিরে মোর রাজীব চরণ।

কৃষ্ণ।   স্বর্গধামে যাও প্রিয়বর!
        ত্রিসংসার ভুল বুঝে

তোমারে করিবে ঘৃণা, কিন্তু
আমার অন্তরমাঝে রবে তুমি
সুচির-ভাস্বর। ধর্ম্মরাজ্য স্থাপিতে ধরায়
লভিয়াছি মানব-জনম।
তুমি মোর বিজয়ের রথ কুরুক্ষেত্রে
এনেছ টানিয়া। হে সারথি, ধন্য তব
সার্থক জনম।

শকুনি। ওই স্বর্ণরথ এসেছে নামিয়া।
আমি যাই—আমি যাই।

[প্রস্থান ; শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খনাদ]

কৃষ্ণ। সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ,
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ।

[প্রস্থান।

— — —

দুই।

দ্বৈপায়নহ্রদের তীর।

[নেপথ্যে জয়ধ্বনি—"জয় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের জয়।"]

ভগ্নঊরু দুর্য্যোধনের প্রবেশ।

দুর্য্যোধন। ওঃ—ভীম, রণনীতি করিয়া লঙ্ঘন
গদাঘাতে ঊরুভঙ্গ করিলি আমার!
না—না, এই ঠিক, আমিও তো বহুবার
রণনীতি করেছি লঙ্ঘন,

ছুই।]

পাতকের লক্ষ বীজ
আমিই তো করেছি বপন! আঃ—

যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ।

যুধিষ্ঠিব। সুযোধন!

দুর্য্যোধন। এস ধর্ম্মরাজ, কাছে এস,
ব'সো মোর পাশে।
[দুর্য্যোধনের অর্দ্ধশায়িত দেহ ধাবণ করিয়া
যুধিষ্ঠির উপবেশন কবিলেন।]

যুধিষ্ঠির। সুযোধন, বণনীতি করিয়া লঙ্ঘন
অপরাধী বৃকোদর, আমি অপবাধী।
দেহ দণ্ড, নির্ব্বিচাবে কবিব গ্রহণ।

দুর্য্যোধন। মোব চেয়ে অপবাধী কেহ বেশী নয়।
শতবাব তুমি, কৃষ্ণ, জননী আমাব—
ফিবাতে চেয়েছ মোরে,
কোন কথা শুনি নাই কাণে।
দুষ্টগ্রহসম মাতুল শকুনি
নিবন্তর বক্রপথে কবেছে চালন।
বুঝিয়াও বুঝি নাই কিবা ধর্ম্ম, কিবা পাপ।
সকলি ভুলিতে পাার, কিন্তু দেব,
অভির করুণ মৃত্যু পারি না ভুলিতে।

যুধিষ্ঠির। গুণনিধি! মোছ আঁখিজল।
মহামানী বাজা তুমি,
কাতরতা সাজে না তোমার।

।ধন। মহামানী! ধর্ম্মরাজ, এই মান
সর্ব্বনাশ করেছে আমার।
আঃ—, ওই জ্বলে কৌরবের চিতা।
ঊনশত ভাই মোর
ওইখানে মিশে যাবে ভস্ম-মাটি-জলে।
একাদশ অক্ষৌহিণী রথীন্দ্র আমার
অষ্টাদশ দিনে নিঃশ্বাসে ফুরায়ে গেল
ভোজবাজী সম। ওঃ—

ষ্টির। স্থির হও সুযোধন!

।ধন। সর্ব্বনাশা কুরুক্ষেত্র,
তুমি মোরে করেছ কাঙ্গাল।
তবু তুমি ভারতের মহাবিদ্যালয়,
শিখায়েছ ভারতবাসীরে তুমি
বহু উচ্চারিত সেই এক সত্য পুরাতন,
"যথা ধর্ম্ম, তথা জয়।"
আজি মোর দুঃশাসন পাশে নাই,
শকুনি চলিয়া গেছে;
আপনারে আমি আজ পেয়েছি খুঁজিয়া।
এ ধরণী স্বভাবসুন্দর;
মানুষের লোভ তারে করেছে নরক!
নারায়ণ, দিব্যদৃষ্টি দিলে কি অন্তিমে?
মরণের ক্ষণে নবজন্ম লভি
জীবনে প্রথম তোমা করি প্রণিপাত।

[প্রণাম]

কৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ।	স্বস্তি।
যুধিষ্ঠির।	ভাই, চেয়ে দেখ, নারায়ণ সম্মুখে তোমার।
দুর্য্যোধন।	মরণশিয়রে মোর আশীর্ব্বাদ নিয়া সত্যই কি এলে দয়াময় ? কত রূপ তোমার শ্রীহরি। নয়নের দৃষ্টি মোর হরেছিল যারা, আজি তারা কেহ নাই, হেরি তাই, রূপে তব ভরেছে ভুবন, ইচ্ছা হয়, কোটিকল্প এ রূপ করিতে পান! নারায়ণ, পাপী আমি, তবু তুমি পতিতপাবন, দেহ শিরে রাতুল চরণ। [কৃষ্ণ পদ দ্বারা দুর্য্যোধনের মস্তক স্পর্শ করিলেন।]
যুধিষ্ঠির।	হে মাধব, অভাগারে কর ক্ষমা।
দুর্য্যোধন।	আপনার তরে ক্ষমা আমি নাহি চাহি দেব! উনশত ভাই মোর মম অপরাধে নিয়েছে পাতকী-নাম, ভারতের অগণিত রথী মহাপঙ্কে নিপতিত আমারি শাসনে।

[ষক

হে মাধব, হে অগ্রজ,
এই মোরে কর আশীর্ব্বাদ,
সবারি পাপের ফল একা মোর
খুলে দিক নরকের দ্বার,
তারা সব লভুক্ অনন্ত শান্তি
স্বরগের ধামে।

[illegible]। নারায়ণ, আমার সকল পুণ্য
যায় যদি যাক্,
দেহ বর ভায়েরে আমার—
আত্মা তার চিরমুক্ত হোক্।

[illegible]। খুলে গেছে স্বরগের দ্বার,
দুর্য্যোধন; একাদশ অক্ষৌহিণী নিয়া
যাও তুমি স্বরগের ধামে।
মাভৈঃ—মাভৈঃ!

[প্রস্থান

দুর্য্যোধন। ধর মোরে ধর্ম্মরাজ,
না নিভিতে ওই চিতানল
আমি সেথা করিব শয়ন।
রে জগৎ, শোন মোর শেষ কথা,—
যুধিষ্ঠির ধর্ম্মরাজ,
দ্রৌপদী সতীর শিরোমণি,
যথা ধর্ম্ম, তথা জয়।